আলোচনা-প্রসঙ্গে

ত্রয়োদশ খণ্ড

সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস

আলোচনা-প্রসঙ্গে

(শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সহিত কথোপকথন)

ত্রয়োদশ খণ্ড

সঙ্কলয়িতা—শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, এম-এ

প্রকাশক ঃ
শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
সৎসঙ্গ পাব্‌লিশিং হাউস্‌
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর (বিহার)

প্রথম প্রকাশ ঃ ২২০০
বিজয়া দশমী, ১৩৮৬
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ২২০০
১লা মাঘ, ১৩৯৪

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীকুমারকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
সৎসঙ্গ প্রেস
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর (বিহার)

Alochana-Prasange
13th Part, 2nd Edition
Compiled by Sri Prafulla Kumar Das

ভূমিকা

১৯৪৮ সালে পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রোক্ত বাণী ও কথোপকথনের পরিমাণ সুবিপুল। তাই মাত্র মাসখানেকের কথোপকথন অবলম্বন ক'রে 'আলোচনা-প্রসঙ্গে' ত্রয়োদশ খণ্ড প্রকাশিত হ'লো।

বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও গভীরতার দিক থেকে এ খণ্ডটিও অনন্য। শ্রীশ্রীঠাকুরের অমৃতমধুর, অলোকসামান্য ব্যক্তিত্ব অনুভবগম্য হ'লেও অনির্ব্বচনীয়। প্রকটন-প্রকর্ষণার এই দৈন্যের জন্য আমি ব্যথিত।

পরমপূজ্যপাদ বড়দার অনুগ্রহে এই পুস্তক প্রকাশিত হ'লো। পাণ্ডুলিপি প্রণয়নকালে আমার শরীর অসুস্থ থাকায় আমার স্বর্গতা সহধর্ম্মিণী নিবেদিতা দেবী, পুত্র শ্রীফুল্লেন্দু দাস ও স্নেহাস্পদ শ্রীপদ্মপাদ সেন আমাকে সাধ্যমত সাহায্য করেছেন। শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সূচী তৈরী করে দিয়েছেন। শ্রীকুমারকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রুফ সংশোধনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। পরমদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের দিব্য ঐশী দীপনা লোকসমাজকে সর্ব্বতোভাবে প্রবুদ্ধ ক'রে তুলুক। —বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ (দেওঘর)
২০।৯।১৯৭৯
মহালয়া, ১৩৮৬

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আলোচনা-প্রসঙ্গে ১৩শ খণ্ডের ২য় সংস্করণটি পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের পুণ্য জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ-রূপে প্রকাশিত হ'ল। আলোচনা-প্রসঙ্গের অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডটিও জীবনপথের অভ্রান্ত দিগ্‌দর্শন।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
১লা পৌষ, ১৩৯৪

নিবেদক—
প্রকাশক

সূচীপত্র

বিষয় ও পৃষ্ঠা

বিষয় ও পৃষ্ঠা

বিষয় ও পৃষ্ঠা

বিষয় ও পৃষ্ঠা

আলোচনা-প্রসঙ্গে

৩১শে আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৫ (ইং ১৫।৭।১৯৪৮)

কয়েকদিন যাবৎ শ্রীশ্রীঠাকুর বাংলায় অনেক বাণী দিচ্ছেন। মাঝে-মাঝে এইসব বাণী দাদা ও মায়েদের কাছে প'ড়ে শোনানো হয়। আজ প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর অশ্বত্থ গাছের নীচে তাঁবুতে শুভ্র শয্যায় উপবিষ্ট। পূজনীয় বড়দা কাছে দাঁড়িয়ে তাঁর পরিচর্য্যা করছেন। খলিলদা (রহমান), হেমদা (মুখোপাধ্যায়), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), অন্নপূর্ণামা প্রভৃতি উপস্থিত আছেন। প্রফুল্ল শ্রীশ্রীঠাকুরের কিছু বাণী প'ড়ে শোনালো।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্য বদনে জিজ্ঞাসা করলেন—বোঝা যায় তো?

খলিলদা—খুব সহজ ও সুন্দর হয়েছে। বুঝতে কোনই অসুবিধা হয় না।

ইতিমধ্যে হাউজারম্যানদা আমেরিকা থেকে পূজনীয় বড়দার কাছে একখানি চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠি দু'দিন আগে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প'ড়ে শোনানো হয়েছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর সেই প্রসঙ্গে বললেন—ওদের চিঠি আসলে আমার বড় ভাল লাগে। ওরা বোধহয় বড় চিঠি পছন্দ করে। তাই বেশ বড় ক'রে চিঠি লেখে। আমার বেশ লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বড়দাকে লক্ষ্য ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন—ঋত্বিকী বাড়ছে না?

বড়দা—মে থেকে জুন ২৯৮ টাকা ১৪ আনা বেড়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঋত্বিকী কচ-কচ ক'রে হয়ে যাবেনে। ঋত্বিকের position (অবস্থা) ম্যাজিষ্ট্রেটের বড় হ'য়ে যাবে। আমাদের নজর রাখা লাগবে যাতে একটি যজমানও হীনসঙ্গতি না হয়, তা' সবদিক দিয়েই,—যেমন হৃদয়ের দিক দিয়ে তেমন পার্থিব সম্পদের দিক দিয়ে। মানুষকে সবদিক দিয়ে বড় ক'রে তোলাই হওয়া চাই ঋত্বিক্‌দের নেশা ও পেশা। আড়ে-হাতে লাগতে হবে। মানুষের দুঃখ, দারিদ্র্য, দুর্ব্বলতা উড়িয়ে দিতে হবে। এই হ'ল ঋত্বিক্‌-দেবতার কাজ।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে থেকেই বলতে লাগলেন—পারিবারিক-জীবনে আমাদের একটা প্রাত্যহিক করণীয় হচ্ছে—পরিবারের সবাই নিত্য সমবেত হ'য়ে সর্ববিষয়ে আলাপ-আলোচনা করা। এতে conviction (প্রত্যয়) বেড়ে যায়, ভুলত্রুটিগুলি শোধরায়। রোজই এটা করা দরকার। অন্তরঙ্গভাবে সকলে মিলে গল্প করতে হয়, আলাপ-আলোচনা করতে হয়, ভাবের আদান-প্রদান করতে হয়। আমার পারিবারিক-জীবনে এই সুযোগটাই কম পাই। ভাইদের এবং আরও

অনেকের association (সঙ্গ)-ই পাই না। আর, ওকে (বড়দাকে দেখিয়ে) হয়তো একটা কথা বলতে চাই, কিন্তু সবার সামনে সব কথা বলা চলে না। লোক ঘিরেই থাকে আমাকে। আবার, মাছি-মশার জন্য একেবারে একলাটিও হতে পারি না। তা' তাড়াবার জন্য হয়তো কারো-না-কারো থাকা প্রয়োজন হয়। তাই যা' বলতে চাই তা' আর বলাই হয় না। সঙ্গ না পেলে, সঙ্গ না করলে ওদেরই অসুবিধে। আমার সঙ্গে পরিবারের সকলের service-এর (সেবার) সংস্রব আছে, কিন্তু অনেকের সঙ্গে conversation (কথোপকথন)-এর সংস্রব নেই। যারা এই সুযোগ গ্রহণ করে না তারা বড় হতভাগ্য। অবশ্য, আমি যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন হয়তো তারা তা' বুঝবে না। অন্য কারুর কাছ থেকে বুঝতেও চেষ্টা করবে না। কারণ, একটা superiority (শ্রেষ্ঠত্ব) বোধ থাকবে—'আমি ঠাকুরের ভাই, আমি ঠাকুরের ভাইবৌ,—আমি আবার বুঝতে যাব কার কাছে?' দেখে-শুনে নিজে থেকেই ধরতে পারা ও বুঝতে পারার মত প্রখর মাথা, সেইরকম gratitude (কৃতজ্ঞতা), সেইরকম feeling (বোধ), সেইরকম ardour (উদ্যম) সবার থাকে না। তাই গভীরভাবে সঙ্গ করতে হয়।

বহু সৎসঙ্গী-পরিবারে ছেলেপেলেরা সৎসঙ্গ-সম্বন্ধে বুঝতে পারলো না। কারণ, মা-বাবা তাদের ভালভাবে বুঝিয়ে দেয় না। হয়তো একটা ছেলে বাইরে থেকে মুরগী খেয়েই আসলো, মা-বাবা খুব বকলো এবং মারলো, কিন্তু কেন মুরগী খাবে না, কেন খাওয়া উচিত নয় সেটা আর কেউ বুঝিয়ে বললো না। সৎ প্রত্যেকটি ব্যাপারে নিয়মিত যাজন লাগেই। ভগবানকে দিয়ে কী হচ্ছে, ভগবানের প্রয়োজন আছে কিনা—তা' বোঝাতেও teacher (শিক্ষক)-এর দরকার হয়। বোধ ফোটাবার লোক না থাকলে মা-বাপের প্রতি ভক্তি ও সেবা বজায় রাখার দরকারও বোধ করে না। পরিবারে-পরিবারে ও সমাজে যদি আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্ম্ম ও নীতিবোধ উন্মেষের বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা না থাকে, তবে দিন কয়েক পরে হয়তো সকলে বলবে—ভগবানের প্রয়োজন নেই। ভাইদের কথাই বলি,—আমার জীবন যদি ওদের মধ্যে আঁকা না থাকে, ওদের ছেলেপেলেদের মধ্যেও ওরা আঁকা থাকবে না। তাদের কোন একটা কথা বলতে গেলে হয়তো বলবে—তুমি কী করেছ? জ্যাঠামশাই দিয়েছে তাই খেয়েছি। কিন্তু বাপের মধ্যে যদি দেখত জ্যাঠামশাই-এর জন্য স্বতঃ ও স্বাভাবিক পরিপোষণ ও পরিরক্ষণের প্রচেষ্টা, ওরাও তাই করত মা-বাপের প্রতি। তাদের আচরণের ভিতর-দিয়েই এটা সঞ্চারিত হ'ত। এটা আমার উপর দিয়ে ক'চ্ছি, কিন্তু ক'চ্ছি প্রত্যেকেরই কথা। বড় যারা তাদের উচিত নিজেদের আচরণ দিয়ে ছোটদের ভিতর জীবনীয় আচরণগুলি সঞ্চারিত করা।

আমার অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। পরিবারের মধ্যে যাদের ইচ্ছা আছে, তারাও আমাকে যেভাবে যতটা পেতে চায় তা' পেয়ে ওঠে না। বড় বৌ-এর সঙ্গে এখানে

এসে ক'দিন গল্প করতে পেরেছি তা' হয়তো গুণে বলা যায়। খাবার সময় ছাড়া তো তার সঙ্গে বিশেষ দেখাই হয় না। প্রাণ খুলে কথাবার্ত্তা বলার সুযোগই খুব কম মেলে। তবে পরিবারের সবার সঙ্গে নিত্য প্রাণখোলা কথাবার্ত্তা ও আলাপ-আলোচনা করা যে একান্তই উচিত সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বড়দা—আমি দেখেছি ৫।৭ দিন এটা বাদ দিলেই একটু অন্য রকম হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠিকই বলেছিস্।

একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বলতে লাগলেন—এই পারিবারিক আলাপ-আলোচনা যদি নিয়মিত না চালানো যায়, তবে ছেলেপেলেরা হয়তো বুঝতে পারে না বাবা দীক্ষা নিল কেন, মাছ খায় না কেন, নাম-ধ্যান করে কেন, হয়তো ভাবে বাবা foolish (বোকা)। তার জীবনের মর্ম্ম'ই বুঝতে পারে না। গোড়া থেকে না হ'লে না-জানাটা, না-বোঝাটা জমে যায়, সেই না-জানা ও না-বোঝা overcome (অতিক্রম) করাই মুশকিল হ'য়ে পড়ে।

বড়দা—আমাদের দেশে তো সব joint family system (যৌথ পারিবারিক প্রথা)। আপনি যা' বললেন, তা' না করলে joint family (যৌথ পরিবার) টিকতেই পারে না।

দক্ষিণাদা—আমাদের ওখানে একটা family (পরিবার)—কালিয়ার সেন-family (পরিবার) খুব বড় পরিবার। পরিবারের প্রায় প্রত্যেকেই খুব কৃতী, সেই পরিবারে একশতর উপর লোক, কিন্তু সবাই এক সুরে গাঁথা। একজন অভিভাবকই সংসারটা এইভাবে গ'ড়ে তুলেছেন। অবশ্য, আগে থাকতেই এঁদের একটা বিশেষ ঐতিহ্য আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই দেখেন, শ্রেয়কে মানা লাগে সব ব্যাপারে।

ননীমা—আচ্ছা, কেউ ছেলে-টেলের সঙ্গে নিভৃতে কথা বলার সময় অন্যের তো সেখান থেকে স'রে যাওয়া উচিত!

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! যাদের একটু বুদ্ধি-জ্ঞান আছে তারাই তাই করে। দক্ষিণাদা হয়তো ছেলের সঙ্গে কথা বলছে। ছেলে বিড়ি খায় সেই কথা হয়তো কারও কাছে শুনেছে, তাই বুঝিয়ে সংশোধন ক'রে দিচ্ছে। তখন হেমদা সেখানে গিয়ে যদি উপস্থিত হয়, তাহ'লে দক্ষিণাদা প্রাণ খুলে যা' বলার বলতে পারে না। অন্যের সামনে ছেলের খারাপটা তো বলা যায় না। তাকে কড়া কথা বলতে হ'লে অন্যের সামনে না বলা ভালো। সে অবস্থায় হেমদার সেখান থেকে বুঝেই স'রে যাওয়া উচিত।

নীরদদা (মজুমদার)—যে সেন-পরিবারের কথা হচ্ছিল, ওদের একজন কর্ত্তা যখন বিদায় নেন এবং আর একজন কর্ত্তা যখন নির্ব্বাচিত হন, তখন তাঁর অভিষেক হয়। পরিবারের যে পরিষদ আছে তাদের মতামত নিয়ে সকলের পছন্দানুযায়ী কর্ত্তা নির্ব্বাচিত হন। এবং তাঁর রীতিমতো আনুষ্ঠানিকভাবে

অভিষেক হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই হ'ল আমার Indian communism (ভারতীয় সাম্যবাদ)।

প্রফুল্ল—আপনি বলেছেন (১) Life with superior beloved (শ্রেষ্ঠের সঙ্গ), (২) Life with and for the public (সর্ব্বসাধারণের সহিত এবং তাদের সেবামূলক জীবন), (৩) Life with immediate environment i. e. family (পারিবারিক জীবন) এবং (৪) Life in seclusion (নিভৃত জীবন),—এই চারটে দিক ভালভাবে বজায় রাখতে। এতে নাকি balance (সমতা) ঠিক থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মাত্র একটা Life (জীবন)। সেটা হ'ল Life with and for the public (সর্ব্বসাধারণের সহিত এবং তাদের সেবামূলক জীবন)। মাত্র একটা রকম থাকলে এবং জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দিকগুলি রুদ্ধ হ'য়ে গেলে মানুষ shortlived (স্বল্পায়ু) হয়।

এরপর অনেকেই গাত্রোত্থান করলেন।

বিকালে প্রফুল্ল আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সুশীলদার কাছে একখানা চিঠি লেখা লাগে—কই, এখনই লেখ!—

সুশীলদা!—কাজলের আবার ব্যাসিলারি ডিসেণ্ট্রি ও জ্বর হয়েছে। তার হাতে যে কবচখানা ছিল যাতে মুক্তা ও প্রবাল বসানো ছিল, সেটা হারিয়ে ফেলেছে। খোঁজাখুঁজি ক'রেও তা' আর পাওয়া গেল না। আপনার যেমন ক'রে সম্ভব, তার জন্য একটা মুক্তা ও প্রবাল বসানো কবচ বানিয়ে আনবেন। আরও সহায়রামবাবুকে ধ'রে যেমন ক'রেই হোক, যদি কিছু পয়সা-কড়িও খরচ হয়, কিছু পোলিপোরিন তৈরী ক'রে বা সংগ্রহ ক'রে যাতে আনতে পারেন, তা' করবেনই।

মণি কলকাতা গিয়েছে, তার দিকে বিশেষ নজর রাখবেন,—অসুখ-বিসুখ, বিপদ-আপদ না ঘটে।—সে কোথায় থাকবে তাও বুঝতে পারছি না। সে বলেছিল বদ্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীটে গেলে তার পিসিমাদেরও অসুবিধে হয়, তারও অসুবিধে হয়। আর, সে যে-সব কাজকর্ম্মের জন্য কলকাতায় যায় তার দিক দিয়েও অসুবিধে হয়। তাই তাকে আপনার দেখা ছাড়া উপায় নেই। আর, তার নিজেরও এমন কেউ নেই, যে তার হেপাজতে তাকে অর্থাৎ মণিকে রাখবে, দেখবে, করবে।

এখানে রাধারমণের স্ত্রী অরুণের মারও ব্যাসিলারি ডিসেণ্ট্রি হয়েছে। সেও অসুস্থ হ'য়ে প'ড়ে আছে। পোলিপোরিন কিন্তু নেহাৎই দরকার।

টাইফয়েড, কলেরা ও ডিসেণ্ট্রিতে পোলিপোরিন নাকি অমোঘ।

আমার শরীর-মন ভাল নয়কো।

মন্মথ কলকাতায় একটা বাড়ীভাড়া ক'রে রাখতে চেয়েছিল। তার পক্ষে কি তা সম্ভব হবে?

এখানে সীয়ারসোলের রাজা এসেছিলেন। তিনি রাণীগঞ্জ গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারে প্রায় ২০০ কিংবা ৩০০ বিঘা জমি দিতে চান। রাণীগঞ্জ ষ্টেশন থেকে এ-জমি আড়াই মাইল তিন মাইল, আর আসানসোল থেকে ৮।৯ মাইল। সামনেই সরকার এখানে বিরাট হাসপাতাল করেছে কয়লা-খনির শ্রমিকদের জন্য। রাজার ঐ-জমি থেকে আধ মাইল কিংবা আরও কিছু দূরে একটা guest house (অতিথিশালা) আছে। সেটাকে আমরা ব্যবহার করতে পারবো। Guest house (অতিথিশালা)-টাও নাকি বড়ই। আর, তিনিও তাঁর শক্তিমত সবরকমে আমাদের সাহায্য করবেন বলেছেন। দাম হিসাবে তিনি কিছু নাও নিতে পারেন। তবে তাঁর এষ্টাবলিসমেণ্ট খরচ বাবদ কিছু লাগতে পারে।

রাণীগঞ্জ তো বাংলার ভিতরেই। আপনারা কি নেবেন? তিনি বলেছেন—"জমি যদি আপনারা নেন, নিলে অবশ্য আমি খুশিই হবো, তাহ'লে অনতিবিলম্বে একখানা application (দরখাস্ত) ক'রে রাখুন!" আমি কেষ্টদাকে application (দরখাস্ত) ক'রে রাখতে বলেছি। যদি সমীচীন বিবেচিত হয়—রাখবেন?

খেপুদের বাড়ীর সকলে কে কেমন আছে? বাদল কি পাবনা গেছে? ওখানে কে কেমন আছে? সবারই মঙ্গল দেবেন।

আমার আন্তরিক রাম্বা জানবেন এবং সবাইকে দেবেন।

ইতি—

আপনাদেরই

দীন

'আমি'

কেষ্টদা এসে সীয়ারসোলের রাজার সঙ্গে যে-সব কথাবার্ত্তা হয়েছে, সে-সব খুঁটিয়ে বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিস্তারিত শুনে খুবই প্রীত হলেন এবং বললেন—দেখেন কেষ্টদা, পরমপিতার দয়ার অন্ত নেই, খাঁকতি যা' তা' শুধু আমাদেরই।

শ্রীশ্রীঠাকুর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ব'সে আছেন, নানা বিষয়ে টুকটাক কথাবার্ত্তা হচ্ছে। কেষ্টদাকে হঠাৎ বললেন—সপ্তর্ষিমণ্ডল কোন্‌টা দেখতে পাচ্ছেন?

কেষ্টদা তারাভরা আকাশের দিকে চেয়ে বললেন—হ্যাঁ!....................গ্রহ-নক্ষত্রের কথা যখন চিন্তা করা যায়, তখন মনে হয় আমাদের এই পৃথিবী কতটুকু, আর তার মধ্যে সাধারণ একটি ব্যক্তি সে-ই বা কী? বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে অনন্তকালের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করলে আমাদের অহমিকা স্বতঃই খর্ব্ব হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাধারণ মানুষ যতই ক্ষুদ্র হোক তার মধ্যেও রয়েছে বিরাটের

প্রতিচ্ছবি। তাই সে জানতে পারে, বুঝতে পারে, উপভোগ করতে পারে সব-কিছু। ঐ যে বলে 'যা' আছে পিণ্ডে তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে'—ও বড় জবর কথা। ক্ষুদ্রের মধ্যেও বিরাট আছেন, বিরাটের মধ্যেও ক্ষুদ্র আছে। এই দুই নিয়েই লীলা।

রাত ১০-৪৫ মিনিটের সময় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যা' করলে ভাল হয় তাই ভাল, যদি সে ভালর প্রতিক্রিয়া শুভপ্রসূ হয়।

৩২শে আষাঢ়, শুক্রবার, ১৩৫৫ (ইং ১৬।৭।১৯৪৮)

বর্ষার একটি নিজস্ব অপরূপ রূপ আছে। বর্ষার সে উচ্ছল, উদ্বেল, উচ্ছ্বসিত, যৌবনমত্ত, উত্তাল রূপৈশ্বর্য্য আমরা পদ্মার কোলে পুরুষোত্তম-জন্মকর্ম্মলীলাতীর্থে যেমনটি উপভোগ করেছি তেমনটি আর এখানে পাই না। তবু এই নবপুরুষোত্তম তীর্থে বর্ষার একটি বিশিষ্ট রূপ আছে। নিদাঘদগ্ধ ধূসর ধরিত্রী বর্ষায় এখানে অপেক্ষাকৃত শ্যামল কোমল স্নিগ্ধ রূপশ্রী ধারণ করে। ভাল লাগে এই মধুর শ্যামলিমা। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে অশ্বত্থ গাছের তলায় তাঁবুতে শুভ্রশয্যায় সমাসীন। প্রসন্ন-মনে চতুর্দ্দিকে বৃক্ষরাজির শ্যামশোভা সন্দর্শন করছেন। ভক্তবৃন্দ তাঁকে ঘিরে আনন্দে মশগুল হ'য়ে আছেন।

প্রকাশদা (বসু), রাজেনদা (মজুমদার) প্রভৃতি রামকানালী, বীরভূম, রাণীগঞ্জ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের জমির সম্বন্ধে আলোচনা করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোমাদের লোকসংখ্যা কম নয়, কিন্তু তোমরা strongly organised (শক্তভাবে সংগঠিত) নও। তোমরা যদি তেমন strong (শক্তি-শালী) হ'তে, এতদিন যা' ব'লে আসছি তা' যদি করতে তবে ভারতের রূপ অন্যরকম হ'য়ে দাঁড়াতো। বহু এলোমেলো ভাবধারা ও আন্দোলন দেশের মধ্যে গজিয়ে উঠছে। সবাইকে ইষ্ট-কৃষ্টি-ধর্ম্মমুখী ক'রে সবার প্রকৃত কল্যাণ যাতে হয় তাই করা লাগে। প্রবৃত্তির পথে চ'লে কোন লাভ নেই। যারা প্রবৃত্তির উসকানি দিয়ে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলে, যারা মানুষকে আত্মনিয়ন্ত্রণের পথে পরিচালিত করে না, তারা যাতে পাত্তা না পায় তাই করা লাগে। দেশের সামনে যে কী দুর্দ্দিন আসছে, তা' তোমরা বুঝতে পারছো না। যদি বুঝতে তাহ'লে এমন চুপ ক'রে থাকতে পারতে না। তাই বলি আপ্রাণ হ'য়ে লাগো।

একটু পরে হেমদা (মুখোপাধ্যায়) এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কর্ম্মীদের লক্ষ্য ক'রে বললেন—চাই বিশিষ্ট দেড়লাখ দীক্ষা, ইষ্টায়নী, কৃষ্টি-প্রহরী আর ঋত্বিকী। ঋত্বিকী না হ'লে কর্ম্মীরা efficient assistant (দক্ষ সহকারী) maintain (ভরণ-পোষণ) করতে পারে না, ঋত্বিকী হ'য়ে গেলে নিজেদের fund (তহবিল) দিয়েই efficient assistant (দক্ষ সহকারী)

maintain (ভরণ-পোষণ) করা যায়। দেরী যদি হ'য়ে যায় সব ভেস্তে যাবে। যেমন, খেয়ে-দেয়ে উঠলে তারপর পায়েস রান্না করা হলো, পায়েস ঠিক রান্না হলো কিন্তু যে খাবে তার আর খাওয়া হলো না। সব ব্যাপারেই সময়ের দিকে বিশেষ নজর দিতে হয়। সময়মত কাজ সমাধা করতে পারলে, নিজেদের চরিত্র ও যোগ্যতাও উন্নত হয়।

মানুষও দরকার, টাকাও দরকার। টাকা না হ'লে মানুষগুলিকে গুচ্ছবদ্ধ ক'রে ধর্ম্ম-কৃষ্টির প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয় কাজগুলি করা যাবে না। অনেক-কিছু কাঠখড়ি খরচ ক'রে তবে ঈপ্সিত যা' তা' করা সম্ভব হবে। হিমাইতপুর ছাড়ার ইচ্ছা আমার মোটেই নাই। রামকানালী ইত্যাদি থাকবে subsidiary (অধিকন্তু) মত। আর, থাকবার মত একটা জায়গা বাংলায় করতে চাই, যেটা রেল লাইনের কাছে, শহর থেকে খুব দূরে নয়, নদী আছে, যেখানে industry (শিল্প) ক'রে মানুষ দুটো খেতে পারে। জায়গাটা এমন হওয়া দরকার, কোন গোলমাল-টোলমাল বাঁধলে যেখানে খুব চোট বা আঁচ না লাগে। Climate (জলবায়ু)-টা যেন ভাল হয়। পর-পর এই কথাগুলি মনে রাখবে। আগে দেখবে স্বাস্থ্য, দ্বিতীয় স্বাস্থ্যকে কেন্দ্র ক'রে রেল, নদী, রাস্তা, শহরের নিকটত্ব, শহরের সুবিধা যেখানে পাওয়া যায়—অথচ শহর থেকে aloof (স্বতন্ত্র), যাতে শহরের হাপটা এসে না পড়ে। আর একটা দেখবে শিল্প-বাণিজ্যের সুবিধা। আরও দেখবে যাতে কাছাকাছি প্রয়োজনমত বেশকিছু ধানের জমি পাওয়া যায়। আশে-পাশে কৃষ্টিমুখী লোকের, বিশেষতঃ নিষ্ঠাবান হিন্দুদের যেন একটা পরিবেষ্টনী থাকে। জায়গাটা border (সীমান্ত) থেকে যেন অন্ততঃ ষাট (৬০) মাইল দূরে হয়। কমপক্ষে তিনশ থেকে পাঁচশ বিঘে জমি চাই। তবে আরও বেশী হ'লে ভাল হয়। নিজেদের এমন ব্যবস্থা করা লাগে যাতে জায়গাটা self-sufficient (স্বয়ংসম্পূর্ণ) মত হয়। কেউ M. A. M. Sc. পর্য্যন্ত পড়তে চাইলেও যেন ওখানে ব'সে পড়তে পারে। তারা যেন এমনভাবে তৈরী হয় এবং আমরাও যেন এমন ব্যবস্থা রাখি যাতে পেটের ভাতের জন্য কাউকে বাইরে যাওয়া না লাগে। গোড়াগুড়ি থেকে খানিকটা বেড়া দেওয়া অবস্থায় নিষ্ঠা নিয়ে যারা আশ্রমের আবহাওয়ায় যোগ্যতা অর্জ্জন ক'রে মানুষ হ'য়ে উঠবে, সে-সব মানুষ অনেকখানি effective (কার্য্যকরী) হবে।

শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য)—রাণীগঞ্জ কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওখানে সব ভাল কিন্তু কয়লাখনি অঞ্চল কিনা, শুনেছি রকমারী রাজনৈতিক দলের ওখানে খুব আধিপত্য। ঠিক ওখানে থেকে ওদের mould (নিয়ন্ত্রণ) করা যাবে না। কাছে থাকার দরুনই অসুবিধা হবে। যেমন বলে প্রদীপের নীচেই অন্ধকার। কোন প্রতিষ্ঠানই সাধারণতঃ স্থানীয় লোকের ততখানি শ্রদ্ধা পায় না। শুনেছি শান্তিনিকেতন, সবরমতী সব জায়গায়ই প্রায়

এক অবস্থা। রামকৃষ্ণদেবের জীবদ্দশাতে অনেক opposition (বিরুদ্ধতা) সইতে হয়েছে তাঁকে। আর আমার এখানে তো হরেক-রকমের লোক। সাধারণ মানুষ অনেক সময় ঠাওরই পায় না কী আমাদের উদ্দেশ্য, কী আমরা করতে চাই। তবে এ-কথা খুবই ঠিক যে, সব ধরণের মানুষকে মঙ্গলের পথে পরিচালিত করতে না পারলে, বিচ্ছিন্নভাবে দু'-চারটি মানুষ ধর্ম্মকৃষ্টিমুখী হ'য়ে চললে অবস্থার পরিবর্ত্তন হবে না। একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে সংঘবদ্ধ হ'য়ে গোটা সমাজে ধর্ম্মের ঢেউ তুলতে হবে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমরা যদি তেমন একটা বিশ্ববিদ্যালয় গ'ড়ে তুলতে পারি তাহ'লে ইউরোপ, আমেরিকা থেকেও দলে-দলে ছেলে পাঠাবে আমাদের এখানে। ওদের খুব ঝোঁক।

প্রফুল্ল—আশ্রমের প্রায় বাড়ীর ছেলেমেয়েরা নিয়মিত ইষ্টভৃতি করে, এতে তাদের চরিত্র গঠনের অনেকখানি সহায়তা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে-খেতে সোল্লাসে বললেন—ইষ্টভৃতি একটা জবর জিনিস। এতে যে কত কী হ'তে পারে ব'লে শেষ করা যায় না—যদি কিনা জায়গামত পড়ে।

প্রফুল্ল—জায়গামত মানে কী? এর মানে কি বুঝবো যুগ-পুরুষোত্তমকে উদ্দেশ্য ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! ইষ্টভৃতি skill (নিপুণতা) বাড়িয়ে দেয়, normal ardour (স্বাভাবিক উৎসাহ) গজিয়ে তোলে। তাই একে বলে সামর্থ্য-যোগ। আমি একবার সামর্থী-যোগ সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখেছিলাম। জেমস্ এই জাতীয় অনুশীলনের উপকারিতা-সম্বন্ধে কেমন সুন্দর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ক'রে গেছেন।

উমাশঙ্করদা (চরণ)—স্বস্ত্যয়নী জিনিসটা কী? ইষ্টভৃতি তো আছে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বস্ত্যয়নী একটা ব্রতবিশেষ। পাঁচটি নীতি নিয়ে স্বস্ত্যয়নী। এতে ক্রমোন্নতির অন্তরায়গুলি যেমন নিরুদ্ধ হয়, তেমনি উন্নতিলাভের পক্ষে অপরিহার্য্য গুণগুলি আয়ত্ত হয়, যাতে ক'রে সর্ব্ববিধ অমঙ্গল দূরীভূত হ'য়ে মঙ্গলের পথ প্রশস্ত হয়। তাছাড়া, এতে গ্রহবিপাক খণ্ডে। গ্রহ মানে that which makes one's intellect obsessed (যা' মানুষের বুদ্ধিকে অভিভূত করে)। যেমন শনিগ্রহ, রাহুগ্রহ। কর্ম্মফলে গ্রহ কুপিত হ'লে যে-সব শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করে, তার থেকে ঢের বেশী ফল হয় স্বস্ত্যয়নীর নীতিগুলি নিখুঁতভাবে পালন করায়। এ ব্রতের মূল কথা হ'লো যুগপৎ এই পাঁচটি নীতি পালন করতে হবেঃ—(১) শরীরকে ইষ্টপূজার যন্ত্র বিবেচনা ক'রে সুস্থ ও সহনপটু ক'রে তুলতে হবে। (২) মনের কোণে যখনই যে-কোন প্রবৃত্তি উঁকি মারুক না কেন, তাকে ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠার অনুকূলে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। (৩) যে-কাজে যখনই যা' ভাল ব'লে মনে হবে, তা' কাজে ফুটিয়ে তুলতে হবে।

(৪) পারিপার্শ্বিকের বাঁচা-বাড়াকে নিজেরই বাঁচা-বাড়ার স্বার্থজ্ঞানে তাদের যাজনসেবায় ইষ্টে আকৃষ্ট ও যুক্ত ক'রে উন্নত-চলৎশীল ক'রে তুলতে হবে। (৫) আর, চাই নিজের কর্ম্মশক্তি, উদ্ভাবনীবুদ্ধি ও অর্জ্জনপটুতাকে বাড়িয়ে তুলে নিত্য বিধিমাফিক অর্ঘ্য-নিবেদন। এই সবগুলি আচরণ করলে তবেই স্বস্ত্যয়নী পালন করা হলো। সূর্য্যের যেমন রোজই সংক্রমণ হচ্ছে। একটা range (এলাকা) থেকে যখন অন্য range-এ (এলাকায়) যায়, তখন তাকে বলে সংক্রান্তি। স্বস্ত্যয়নী ব্রত নিষ্ঠাসহকারে প্রতিটি নীতিবিধিসহ পালন করতে থাকলে আমাদেরও তেমনি সূর্য্যের সাথে-সাথে নিত্য সেই ব্রতানুযায়ী জীবন-চলনার ক্ষেত্রে ধীরে-ধীরে এক নূতন জগতে সংক্রমণ অর্থাৎ অনুপ্রবেশ সংঘটিত হ'তে থাকে। এই ইষ্টাভিমুখী সংক্রমণের ফলে প্রবৃত্তি-অভিভূতির নাগপাশ থেকে আমরা ধীরে-ধীরে মুক্তিলাভ করতে পারি, তখন গ্রহ বা গেরো বা complex-এর (প্রবৃত্তির) knot (গ্রন্থি) আমাদের কাবেজ করতে পারে কমই।

পূর্ব্ব প্রসঙ্গের সূত্র ধ'রে শ্রীশ্রীঠাকুর ব'লে চললেন—ইষ্টভৃতি দীক্ষা নিলেই করতে হয় দীক্ষাকে চেতন রাখবার জন্য, living অর্থাৎ জীয়ন্ত রাখবার জন্য। যজন-যাজন-ইষ্টভৃতি অস্তিত্বকে ধ'রে রাখে। আরোতর বর্দ্ধনার জন্য স্বস্ত্যয়নী ব্রত গ্রহণ ও পালন ক'রে চলতে হয়। Ideal (আদর্শ), নিজে ও environment (পরিবেশ)—এই তিনটের co-ordination (সমন্বয়)-এর ভিতর-দিয়েই জীবন ক্রমবর্দ্ধমানতার পথে চলে। স্বস্ত্যয়নীর নীতিগুলি এই co-ordination (সমন্বয়)-কে বাস্তবজীবনে আরও-আরও প্রতিষ্ঠিত ক'রে তোলে। স্বস্ত্যয়নীর প্রথম চারটি নীতি যতই পালন করি না কেন ইষ্ট-পূজার offerings (অর্ঘ্য) ছাড়া পূজাটা কিন্তু decentric (বিকেন্দ্রিক) হ'য়ে যায়। তাই, স্বস্ত্যয়নী-ব্রতের ঐ অর্ঘ্য-নিবেদন কিন্তু নিতান্তই essential (প্রয়োজন)। ঐটা হলো বোঁটা। আদত কথা হলো, ইষ্টের বাস্তব পোষণ-পূরণ আমাদের জীবনের প্রথম ও প্রধান করণীয়। তাঁর উপর প্রাণের টান না গজালে আমাদের ভিতরের সত্তা প্রকৃত উন্নতির পথ পায় না। তাঁর জন্য করতে-করতে তাঁর উপর টান গজায়। তাই, নিষ্ঠাসহকারে এই পাঁচটি নীতিই পালন করা লাগে। প্রতিমাসে তিন টাকা অর্ঘ্য ইষ্ট-সকাশে নিবেদন ক'রে সারামাসে নিবেদিত অর্ঘ্যের বাদ বাকীটা স্বস্ত্যয়নীর উদ্বৃত্ত হিসাবে রেখে দিতে হয়। সেটা জমতে-জমতে একটা বিরাট fund (তহবিল) হ'য়ে যায়। তা' দিয়ে ইষ্টোত্তর স্থাবর সম্পত্তি করতে হয়। তুমি সেবাইত হিসাবে প্রতি বৎসর সেই সম্পত্তির আয়ের এক পঞ্চমাংশ নিতে পার। আর, তার চার-পঞ্চমাংশর উপর অধিকার ইষ্টের।

উমাশঙ্করদা—প্রত্যেকেই যদি ইষ্টোত্তর সম্পত্তি করে তবে একদিন সমগ্র রাষ্ট্রই তো ইষ্টের হ'য়ে যেতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—একেবারে!

উমাশঙ্করদা—সম্পত্তির আয়ের যে চার-পঞ্চমাংশ ইষ্ট পাবেন তার utilisation (ব্যবহার) কিভাবে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Utilisation (ব্যবহার) হবে country ও people (দেশ ও জনগণ)-এর জন্য। এমনি হ'লে you can do anything and everything (তোমরা সব-কিছু করতে পার)। That is a common fund for the growth of all (সবার বৃদ্ধির জন্য সেটা হ'ল একটা সাধারণ তহবিল)।

উমাশঙ্করদা—স্বস্ত্যয়নী state (তন্ত্র)-এর administration (পরিচালনা) তো আলাদা রকমের হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বস্ত্যয়নী-ব্রতধারীরাই তা manage (পরিচালনা) করবে স্বস্ত্যয়নী-ব্রতের বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী। এর ভিতর-দিয়েই evolution of normal democratic state (স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিবর্ত্তন) হ'য়ে উঠবে। এর সঙ্গে জনজীবনে জেগে উঠবে ধর্ম্ম-ইষ্ট-কৃষ্টি ঐতিহ্য-ও-বৈশিষ্ট্য-সম্মত সর্ব্বাঙ্গীণ অভ্যুদয়। এই democracy (গণতন্ত্র) মন্ত্রহীন, ক্রিয়াহীন, আচারহীন পরিষদের তথাকথিত democracy (গণতন্ত্র) নয়। এখানে যারা প্রতিনিধিত্ব করবে তারা একই সঙ্গে ইষ্টের ও জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধিস্বরূপ হ'য়ে উঠবে। তাই, যে government (সরকার) গজিয়ে উঠবে তা' আজকালকার government (সরকার)-এর মত হবে না। তাতে কল্যাণের পথ থাকবে এন্তার খোলা, আর অকল্যাণের পথ যথাসম্ভব রুদ্ধ হবে। কারণ, সকলের লক্ষ্য থাকবে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা ও অসৎ-নিরোধের দিকে। ফলকথা, the arrangement will be wonderful (ব্যবস্থা হবে অপূর্ব্ব)। সেখানে ধনিক-শ্রমিক বিরোধ থাকবে না। They will glide together (তারা একসঙ্গে মিশে থাকবে)। ঝগড়ার কোন স্থান থাকবে না।

উমাশঙ্করদা—দেশের মূল ভারী ও বড় শিল্পগুলি কারা পরিচালনা করবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—State (রাষ্ট্র)।

উমাশঙ্করদা—This is socialism (এটা সমাজতন্ত্র)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—You may call it anything (তোমরা একে যা-কিছু বলতে পার)। Socialism (সমাজতন্ত্র) হ'লেও এতে কিন্তু Private enterprise (ব্যক্তিগত উদ্যোগ)-এর পুরো scope (সুযোগ) থাকবে। সমাজকে বাদ দিয়ে ব্যক্তি দাঁড়াতে পারে না। আবার, বিহিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যদি না থাকে, তাহলে সমাজের কোন মানুষই জীবনটাকে উপভোগও করতে পারে না, সার্থকও ক'রে তুলতে পারে না। আর, ব্যক্তি ও সমাজের সামঞ্জস্যের জন্যেই প্রয়োজন হয় Common Ideal (অভিন্ন আদর্শ)-কে follow (অনুসরণ)

ক'রে চলার। ভেবে দেখ কী জিনিস। Chew and have much taste from it. (এটা রোমন্থন কর এবং এর প্রভূত রস আস্বাদন কর)।

উমাশঙ্করদা—একটা লোক যদি বুদ্ধিমান ও দক্ষ হয় অথচ তার যদি কোন capital (মূলধন) না থাকে তাহলে তো সে নিজে কোন উন্নতিমূলক কাজ করার opportunity (সুযোগ) পাবে না!

শ্রীশ্রীঠাকুর—Opportunity (সুযোগ) পাবেই। সেও যদি স্বস্ত্যয়নী করে তারও উদ্বৃত্ত হবে। আর তাছাড়া, স্বস্ত্যয়নী-ব্রতধারীদের প্রত্যেকেই তো মিলিত স্বস্ত্যয়নী তহবিলের বা স্বস্ত্যয়নী সম্পদের পরিচালক। তারা দেখবে, যার নাই সে যাতে scope (সুযোগ) পায়। প্রত্যেকটি মানুষের পিছনে অতবড় একটা বিরাট মূলধন আবার অতগুলি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। তারা সবাই labour (শ্রমিক), সবাই capitalist (ধনিক)। কাউকে শুধু labour (শ্রমিক) ক'রে দাবিয়ে রাখা তো তাদের অভিপ্রায় নয়! ব্রতধারীদের মধ্যে কারও মাথা থাকলে তার বেড়ে ওঠার সুযোগ তারা মিলিতভাবে ক'রে দেবে। এখানে ধনিক-শ্রমিকের সমস্যাই যে থাকবে না। যারা স্বল্পবিত্ত বা গরীব তারা স্বস্ত্যয়নী state (তন্ত্র) ও ব্যক্তিগত স্বস্ত্যয়নীধারীদের সাহায্যেই দাঁড়িয়ে যাবে। তাছাড়া their brain will create activity (তাদের মস্তিষ্কই কাজ সৃষ্টি করবে)। স্বস্ত্যয়নী-ব্রতধারীদের ইষ্টোত্তর সম্পত্তি দেখবার জন্যই কত লোকের দরকার হবে। তাই, বেকার সমস্যা ধীরে-ধীরে ক'মে যাবে। এতে individual enterprise (ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা) পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকবে। কারণ, প্রত্যেকেরই আপ্রাণ প্রচেষ্টা হবে কিভাবে সে তার বাস্তব কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে ইষ্টের ইচ্ছা পরিপূরণ করতে পারে। যেখানে অনেকের মিলিত প্রচেষ্টায় স্বস্ত্যয়নীর উদ্বৃত্ত একত্র ক'রে কোন বিরাট সংস্থা গড়ে উঠবে সেখানেও প্রত্যেকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকবে যাতে ঐ সংস্থা তার high principles (উচ্চ নীতি) থেকে deviate করতে (বিচ্যুত হ'তে) না পারে। প্রত্যেকেরই সেখানে right (অধিকার) থাকবে। তাই, প্রত্যেকের স্বার্থ যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে এবং সমস্ত সমাজটা যাতে অভ্যুদয়ের পথে ইষ্টে বা ভগবানে অঢেল হ'য়ে ওঠে তারই প্রচেষ্টা চলবে বাস্তবে এই-সব ব্রতধারীদের দিয়ে। সে-প্রতিষ্ঠান খলিলভাইয়ের যেমন, উমারও তেমন। এই ভাব বজায় থাকলে কিছুতেই এ কাঠামো নষ্ট হ'তে পারে না, মানুষও পড়তে পারে না। মনে থাকে যেন স্বস্ত্যয়নীর পাঁচটি নীতি যারা পালন ক'রে চলবে তাদের সপরিবেশ উন্নতি হ'তে বাধ্য।

উমাশঙ্করদা—স্বস্ত্যয়নীভিত্তিক রাষ্ট্রের বা সংস্থার বিশেষ আইন-কানুন তো থাকবে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমরাই তা' করবে। Indian dominion (ভারতীয় রাষ্ট্র) এমন-কি world dominion (বিশ্ব রাষ্ট্র) হ'য়ে যেতে পারে এই

basis-এ (ভিত্তিতে), that state will stand on people who observe Swastyayani (সেই রাষ্ট্র দাঁড়াবে স্বস্ত্যয়নী-ব্রতধারীদের উপর), state (রাষ্ট্র) যা' হবে তার উপর দাঁড়াবে স্বস্ত্যয়নী ব্রতধারীরা। একজন actuary (হিসাব-বিশেষজ্ঞ) স্বস্ত্যয়নী সম্বন্ধে বলেছিল—Wonderful (বিস্ময়কর) জিনিস।

উমাশঙ্করদা—বাণিজ্যের উঠতি-পড়তি এবং অনিশ্চয়তা কমবে কিভাবে? ধনিকরা মানুষের প্রয়োজনের কথা না ভেবে যেদিকে বেশী লাভ দেখে সেই দিকেই capital (মূলধন) বেশী invest (নিয়োগ) করে। ফলে, কতকগুলি জিনিসের প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপাদন হয়। চাহিদার তুলনায় যোগান বেশী হওয়ায় দাম প'ড়ে যায়, তাতে লোকসান হয়। অন্যদিকে আবার প্রয়োজনীয় জিনিসের উৎপাদন বন্ধ থাকায় তার ঘাটতি পড়ে। সেই জিনিসগুলির দাম বেড়ে যায়, লোকেরও নানা অসুবিধা হয়। এই সবগুলি control (নিয়ন্ত্রণ) করা যাবে কি করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Solution (সমাধান) এক বর্ণাশ্রমে ছাড়া আর কিছুতে হবার নয়। বর্ণাশ্রমে একটা দেশের administrative difficulty (শাসন-তান্ত্রিক অসুবিধা)-ও ক'মে যায়। রাজা যদি দেখে সমাজে বর্ণাশ্রম ঠিক-ঠিক maintained (প্রতিপালিত) হচ্ছে কিনা এবং সেই দিকটা যদি properly adjust (যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ) করে তাহলেই সে নিশ্চিন্ত হ'তে পারে। বর্ণাশ্রম যতখানি introduced (প্রবর্ত্তিত) হ'ল, ততখানি গোল চুকে গেল। বর্ণাশ্রমে প্রত্যেকটা মানুষ তার instinctive possibility (সহজাত সংস্কারানুপাতিক সম্ভাব্যতা)-অনুযায়ী সমাজের সেবা করবে। সেখানে profiteering motive (লাভের বুদ্ধি) প্রবল নয়। বর্ণাশ্রমের মধ্যে সমাজ-প্রয়োজনের উপযোগী বিভিন্ন প্রকারের specialised instinct ও occupation (বিশেষতামূলক সহজাত সংস্কার ও জীবিকা)-এর অভ্যুত্থান হ'য়েই থাকে। প্রত্যেকেই যদি বর্ণানুমোদিত কর্ম্ম করে তবে তার most efficient service (সর্ব্বোত্তম দক্ষ সেবা)-ও সমাজ পায় এবং বিশেষ কোন প্রয়োজনীয় দিকের সেবা থেকে সমাজ বঞ্চিত হয় না। আর, প্রত্যেক বর্ণই অন্যান্য প্রত্যেক বর্ণের সেবা পেয়ে পুষ্ট হ'তে পারে। এতে একটা interdependence ও mutual interest (পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও পারস্পরিক স্বার্থসম্বদ্ধতা) বেড়ে যায়। বর্ণাশ্রমের বিধান হ'ল কেউ কারও বৃত্তি হরণ করতে পারবে না। তাতে undue competition (অবিহিত প্রতিযোগিতা) বন্ধ হ'য়ে যাবে। আবার, বেকারও হবে না কেউ। বর্ণাশ্রমে মহাযন্ত্র-প্রবর্ত্তন যথাসম্ভব নিষিদ্ধ। সম্ভব হ'লে একটা বিরাট ফ্যাক্টরীকে decentralise (বিকেন্দ্রীকৃত) ক'রে দশ হাজার বাড়ীতে তা' distribute (ভাগ) ক'রে দিতে হবে। তখন এক-এক

বাড়ীতে এক-একটা অংশ তৈরী হবে। পরে সেগুলি একত্র সন্নিবেশিত করার ব্যবস্থা করতে হবে। এইরকম ব্যবস্থা হ'লে প্রত্যেকেই পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে-থেকে কাজ করার সুযোগ পাবে। লাভটা এক-আধজন না পেয়ে সকলেই পাবে। এমন হ'লে জাতির উন্নতি লাভ করতে ক'দিন লাগে? আর, উন্নতি কি শুধু একদিক দিয়ে? বর্ণাশ্রমে প্রত্যেকে অন্য সবদিকের সঙ্গে biologically grow করে (জৈবী সংস্থিতির দিক দিয়ে উন্নত হয়), যা' কিনা জাতির eternal (চিরন্তন) সম্পদ।

১লা শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৫৫ (ইং ১৭।৭।১৯৪৮)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর উত্তর দিকের বারান্দায় শুভ্র শয্যায় সমাসীন।

রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা), দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত) প্রভৃতি কাছে আছেন। কোন্ পঞ্জিকা মানা উচিত সেই সম্পর্কে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যদি ফল পেতে চাই, তাহ'লে বাস্তব যা, সেইটে follow (অনুসরণ) করাই সঙ্গত।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথার ভাবে মনে হ'ল তিনি বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত পঞ্জিকাই পছন্দ করেন।

এফিমেরিস-সম্পর্কে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওরা গণনায় যেটা পায় সেটা আবার Telescope (দূরবীক্ষণ) দিয়ে দেখে মিলিয়ে নেয়। আমাদেরও আগে এই ধরণের প্রথা ছিল। এতে accuracy (যথাযথতা) বাড়ে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বাইরে এসে অশ্বত্থ গাছের নীচে তাঁবুতে বসলেন।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) প্রভৃতি অনেকে এসে প্রণাম ক'রে কাছে উপবেশন করলেন।

একজন মদ খেতেন। তিনি আবার অনেক ভবিষ্যৎবাণী করতে পারতেন।

কেষ্টদা বলছিলেন—তিনি বলেন, মদ খাওয়া ছেড়ে দেওয়ার পর তাঁর নাকি সে-ক্ষমতা ধীরে-ধীরে ক'মে যাচ্ছে। তবে আমি তাঁকে রোজ সকালে ভাল ক'রে নাম করতে বলেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগের বলায় ভেজাল থাকত এখন আর ভেজাল থাকবে না।

কথাপ্রসঙ্গে কেষ্টদা বললেন—এখানকার কর্ম্মীদের অনেকের নবমপতি দশমপতি স্থান বিনিময় আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বললেন—তা আমার কপালে উতরায় না কেন? এত নবমপতি দশমপতি স্থান বিনিময় যখন, আমার তো আলাদীনের প্রদীপের মত

যখন যা' কব, তখনই তাই হওয়া উচিত magic (যাদু)-এর মত। ফলকথা, যার যাই থাক তাই নিয়ে যদি পুরোপুরি ইষ্টার্থী হয়, তবেই অসম্ভব সম্ভব হয়।

পূজনীয় বাদলদা (শ্রীশ্রীঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) কলকাতা গেছেন, সেখান থেকে পাবনা যাবার কথা।

বীরেনদা (মিত্র) সম্প্রতি কলকাতা থেকে এসেছেন। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন—বাদলার খবর কি রে?

বীরেনদা—তিনি কলকাতা থেকে গেছেন কিন্তু কোথায় যে গেছেন সঠিক জানি না। কেউ বলেন তিনি নবদ্বীপ গেছেন, আবার কেউ বলেন তিনি পাবনা গেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর উদ্বেগের সঙ্গে বললেন—এখন তাড়াতাড়ি ফিরে আসলেই বাঁচি। আমারও ভাল লাগে না। কী জানি কোথায় যাবে, কেমন থাকবে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কলকাতায় যদি একটা বাড়ী হ'ত কাজের খুব সুবিধা হ'ত।

একটু পরে পূজনীয় বড়দা এবং খলিলদা প্রভৃতি এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। কাজকর্ম্মের প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—চতুর লোক না হ'লে কাজ হয় না। "ধূর্ত্তই অন্তর চেনে, ধূর্ত্তই বাগাতে জানে, অলস বাজারী জন। তাই ধূর্ত্ত চতুর ধরিবে। কাজে তারে লাগাইবে, পাইবে বাজারী অগণন।"

একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বিশেষ দেড়লাখ লোকের দীক্ষার কথা যা' বলেছি, তা' তাড়াতাড়ি ক'রে ফেলা লাগে। তাহলে যেমনটা চাই নড়াচড়া করার পক্ষে সুবিধা হয়। কৃষ্টিপ্রহরী খুব বাড়াতে হয়। খবরের কাগজে ভাবধারা প্রচারের যা' বলেছি তাও তাড়াতাড়ি শুরু করা প্রয়োজন। আর, বাড়ী-ঘর-দোর করা একান্ত দরকার হ'য়ে পড়েছে।

শরৎদা (হালদার)—ক্যানসার কি সারে না? তার কি ওষুধ নেই। একজন রোগীর জন্য আপনি স্বস্ত্যয়নী পূজার ফুল দিয়ে কবচ ক'রে দিতে বলেছিলেন আমাকে। তার রোগ কিন্তু অদ্ভুতভাবে সেরে গিয়েছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটা তো আমার হাতের মধ্যে নয়। যে এসেছিল, তাকে দেখেই তখন হয়তো ওই কথা মনে হয়েছিল। ক্যানসারের ওষুধ বের করার জন্য নানা জায়গায় নানাভাবে চেষ্টা হচ্ছে ব'লে শুনতে পাই। এর ওষুধ বের হওয়া একান্ত দরকার। দেখা যাক পরমপিতার দয়ায় কী হয়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে কিছু বাণী প'ড়ে শোনাতে বললেন। একটা বাণীর মধ্যে এইভাবের কথা ছিল যে, করণীয় কাজ সময়মত না করলে তা' মানুষকে রোগের কবলে নিয়ে ফেলে।

সেইটে শুনে শরৎদা প্রশ্ন করলেন—করণীয় সময়মত না করলে অসুস্থ হবে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওতে জীবনাবেগ ক'মে যায়। মানুষ sluggish (অলস) হ'য়ে পড়ে। এর ফলে nerve (স্নায়ু)-এর resistance power (প্রতিরোধ ক্ষমতা) ক'মে যায়। তাই অসুস্থ হয়। বিহিত কর্ম্ম মানুষের vital power (জীবনী শক্তি) excite (উদ্দীপ্ত) করে। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কেউ যখন করণীয় কাজ করে না, তখন তার vital power (জীবনী শক্তি) খর্ব্ব হ'তে থাকে। কাজ করা মানে কাজের বাধাকে অতিক্রম করা। এই করতে গিয়ে নূতন শক্তির যোগান পাওয়া যায়। যারা কাজ এড়িয়ে চলে তারা তাই শক্তি বৃদ্ধির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। আবার, শক্তি যদি বাড়তির দিকে না যায় তবে কমতির দিকেই চলতে থাকে। তা' একভাবে নিনড় হ'য়ে থাকতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর অপরাহ্নে দিব্যভাবমুগ্ধ প্রেমাবিষ্টচিত্তে প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট। তাঁকে ঘিরে আছেন ভক্তবৃন্দ। এমন সময় রামশঙ্করদা (সিং) আসলেন তাঁর একজন সহকর্ম্মীকে সঙ্গে নিয়ে।

রামশঙ্করদাকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর উল্লসিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—কখন আসলি?

রামশঙ্করদা—দুপুরে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজকাল কী করা হচ্ছে?

রামশঙ্করদা—Labour organisation (শ্রমিক সংগঠন)।

প্রফুল্ল—রামশঙ্করদা ওদিকে খুব জনপ্রিয় হয়েছেন। প্রত্যেক কোলিয়ারি থেকে ওকে ডাকছে। উনি মালিক এবং শ্রমিক উভয় পক্ষেরই আস্থা অর্জ্জন করেছেন। ধর্ম্মঘট না করিয়ে পারস্পরিক বোঝা-পড়ার মধ্য-দিয়ে মালিক ও শ্রমিক পক্ষের নানা সমস্যার সমাধান ক'রে দিচ্ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর খুশিতে ডগমগ হ'য়ে বললেন—There lies the real solution (এর মধ্যেই নিহিত আছে প্রকৃত সমাধান)।

প্রফুল্ল—ওদের উন্নতির জন্য সর্ব্বপ্রকারের চেষ্টা করছেন। শিশু ও বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। তাদের মদ খাওয়ার অভ্যাস ছাড়িয়ে তুলছেন। শ্রমিকদের নৈতিক মান যাতে উন্নত হয় সেজন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রীত হ'য়ে বললেন—খুব ভালো।

২রা শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৫৫ (ইং ১৮।৭।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে অশ্বত্থ গাছের নীচে তাঁবুতে উপবিষ্ট। ধন্য বড়াল-বাংলোর প্রতিটি ধূলিকণা, ইঁট, কাঠ, পাথর, আকাশ, বাতাস, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ। মুনি, ঋষি, সাধক, ভক্তগণ যুগ-যুগ ধ'রে যাঁর দর্শন

কামনা করেন, তাঁরই প্রত্যক্ষ স্পর্শে তারা আজ ধন্য। যে-সব মানুষ তাঁর সান্নিধ্যে আসার পরম সৌভাগ্য লাভ করেছেন তারাও মহাধন্য।

ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে আনন্দের মধুচক্র রচনা ক'রে স্বীয় লোকোত্তর লীলামাধুর্য্যে মগ্ন হ'য়ে ব'সে আছেন দয়াল। তাঁর দর্শনমাত্র যেন লহমায় ত্রিতাপ-জ্বালা নিবারিত হয়, শান্তিতে বুক ভ'রে ওঠে সবার।

একটু পরে রামশঙ্করদা আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশমত রামশঙ্করদাকে কিছু বাণী খাতা থেকে প'ড়ে শোনানো হ'ল।

সবাই চুপচাপ ব'সে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বললেন—যতদিন majority (সংখ্যাগরিষ্ঠ), minority community (সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়) ব'লে রকমারি বুদ্ধি থাকবে ততদিন প্রকৃত স্বাধীনতা ব'লে কিছু থাকবে না লোকের।

প্রফুল্ল—প্রত্যেকেই যদি প্রকৃত ধার্ম্মিক হয় তাহলে তো এই সমস্যা থাকে না। কারণ, একজন প্রকৃত হিন্দুই প্রকৃত মুসলমান, প্রকৃত বৌদ্ধ, প্রকৃত খ্রীষ্টান। আবার, একজন প্রকৃত মুসলমানই প্রকৃত বৌদ্ধ, প্রকৃত হিন্দু ও প্রকৃত খ্রীষ্টান। যত সম্প্রদায়ই থাক—এই ধাঁচটা যদি থাকে, তাহলেই তো প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোক প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছে পরম আত্মীয়ের মত হ'য়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে সুদূরপরাহত। প্রত্যেকেই অমনতর হবে তা' আশা করা যায় না। কিন্তু leaders of the society (সমাজের নেতারা) যদি sane man (বিজ্ঞ লোক) হয় আর এমনভাবে society (সমাজ)-কে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করে যে, প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি interested (অন্তরাসী) হয় এবং majority minority (সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যালঘিষ্ঠ) নির্ব্বিশেষে right man (উপযুক্ত লোক) right place-এ (উপযুক্ত স্থানে) chosen (নির্ব্বাচিত) হয় আর সাথে-সাথে all the cultural aspects of people (জনগণের কৃষ্টিগত সবগুলি দিক) যদি thrive (উন্নতিলাভ) করে, তবেই মানুষ freedom (স্বাধীনতা) enjoy (উপভোগ) করতে পারে।

প্রফুল্ল—Leader (নেতা)-রা কেমন হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Leaders of the society must be surrendered and devoted to the Ideal that fulfils all (সমাজের নেতৃগণের অবশ্যই সর্ব্বপরিপূরণী আদর্শের প্রতি আত্মনিবেদিত ও অনুরক্ত হতে হবে)। তাঁর lead (নেতৃত্ব) মেনে না চললে leader (নেতা) হওয়া যায় না।

এই surrender (আত্মসমর্পণ) হওয়া চাই পূরয়মাণ বর্ত্তমান মহাপুরুষ যিনি তাঁতে। তা' না হলে ফল হয় কী জান? Fungus (ব্যাধি-বীজ)-এর মত সমস্ত সমাজ-দেহে নানাপ্রকার evil (অসৎ)-এর বীজ ছড়িয়ে পড়ে।

একটু পরে শরৎদা (হালদার) এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। তিনি বললেন—আপনি স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে, সদাচার-সম্বন্ধে এত কথা বলেন রোগ এড়াবার জন্য। কিন্তু রামকৃষ্ণদেব বলেছেন—শরীর থাকলেই ট্যাক্সো দিতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কথার মানে এই যে, পরিবেশ নিয়ে চলতে গেলে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকেই। তাই পরিবেশসহ adjusted (নিয়ন্ত্রিত) না হ'লে ভাল থাকা যায় না। নিজের যতটুকু করার তা' হয়তো করতে পারি, কিন্তু পরিবেশ ঠিক না থাকলে হয় না। এক গ্লাস জল দিয়ে একজন হয়তো কাজ সেরে দিল। তাই ট্যাক্সো দিতে হয় কথাটা সার্থক হয়েছে। অর্থাৎ পারিবার্শ্বকের ট্যাক্সো।

সত্যদা (দে), শরৎদা প্রভৃতি একটা কথার প্রসঙ্গে ভণ্ডামির প্রশ্ন তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালর ভণ্ডামিও ভাল যদি হওয়ার tenor (ধাঁজ) থাকে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যদাকে বললেন—নিজেকে ও পরিবেশকে এমনভাবে গ'ড়ে তুলতে হয় যাতে কারো অন্যায় করা অসম্ভব হ'য়ে ওঠে।

সত্যদা—পেরে ওঠা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর জোরের সঙ্গে বললেন—কায়েতের বাচ্চা পারবি না কি? যা' করতে চাস করতে পারবি। আজ যদি কায়স্থ তার normal position-এ (স্বাভাবিক অবস্থায়) থাকত, তাহলে বাংলার কি এই দুর্দ্দশা হয়? কায়স্থ revered (সম্মানিত) যাতে হয়, তা' না ক'রে selfcentric (আত্মকেন্দ্রিক) হ'য়ে গেছে। তাতে ability (যোগ্যতা) unfurled (বিকশিত) হ'তে পারে না। Enhancement (বৃদ্ধি) হয় না। ওতে মানুষকে সঙ্কুচিত করে, idiot (বেকুব) বানায়ে দেয়। মানুষ হুঁশিয়ার হলে দুর্ব্বলতা তাকে চুরি ক'রে তার উপর ছুরি চালাতে পারে না। সে টক ক'রে ধ'রে ফেলে। ইষ্টের উপর টান হলে মানুষের এই হুঁশিয়ার ভাব খুব বেড়ে যায়।

শরৎদা—বর্ণাশ্রম কি জাগতিক স্তরে একটি ভাগবত-বিধানের বাস্তব প্রয়োগবিশেষ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম-বিভাগশঃ"—এ একেবারে মোক্ষম কথা। শুধু মানুষের জগতে নয়, সব জায়গায়ই বৈশিষ্ট্য ক্রিয়াশীল। সেইজন্য ন্যাংড়া ভাল হোক আর মন্দ হোক, in essence (মূলতঃ) ন্যাংড়াই থাকে। তাকে ফজলি করা যায় না। আবার ফজলিকেও ন্যাংড়া করা যায় না। মানুষের সমাজে বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রাখতে গেলে বিয়ে-থাওয়া ঠিকমত দিতে হয়। বিধিমাফিক সবর্ণ ও অনুলোম বিয়েতে বৈশিষ্ট্য পুষ্ট ছাড়া নষ্ট হয় না। কিন্তু প্রতিলোমে সব-কিছুই নষ্ট হ'য়ে যায়।

শরৎদা—গুণ মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গুণ মানে অভ্যাস। যার যেদিকে জন্মগত ঝোঁক থাকে সে

তদনুযায়ী অনুশীলনে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠে। অভ্যাসের ফলে ওটা আরও বেড়ে ওঠে। Instinctive tendency (সংস্কারগত ঝোঁক)-ই বড় কথা। তা প্রকাশিত হয় habits and behaviour-এ (অভ্যাস এবং ব্যবহারে)।

শরৎদা—অভ্যাস ও ব্যবহার আবার instinct (সহজাত ঝোঁক) হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্তাসঙ্গত অভ্যাস-ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে তদনুপাতিক acquisition (অধিগমন) হয়, cell (কোষ)-গুলিও তদনুপাতিক adjusted (বিন্যস্ত) হয়। দীর্ঘদিন অভ্যাস-ব্যবহারের gene (জনি) যখন তদনুপাতিক adjusted (বিন্যস্ত) হয়, তখন তা' instinct-এ (জন্মগত সংস্কারে) পর্য্যবসিত হয়।

শরৎদা—"জন্মনা জায়তে শূদ্র, সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে"—মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শূদ্র মানে শুচীকৃত। যে যে-gene (জনি)-এর থেকে জন্মে, সে তদনুপাতিক শুচীকৃত হ'য়েই জন্মে। অর্থাৎ, শুচিশুদ্ধভাবে সেই bare instincts (নিছক সংস্কার) নিয়ে আসে। He is biologically born with all apt specific unadulterated functional structure and mechanism of a particular type (সে বিশেষ ধরণের বিশিষ্ট, বিশুদ্ধ কর্ম্মসংস্কারের জৈবিক গঠন ও মরকোচসহ জন্মগ্রহণ করে)। সংস্কার মানে সম্যক করা অর্থাৎ culture(অনুশীলন ও সংস্কৃতি)। তাতে অন্তর্নিহিত সম্ভাব্যতা বাস্তবে প্রস্ফুটিত হয়। তাই, সংস্কার-গ্রহণকে বলে দ্বিতীয় জন্ম। গুরুকে ধ'রে স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী আত্মোন্নয়নের পথে চলাটাই মানুষের second birth (দ্বিতীয় জন্ম)।

শরৎদা—এক ভদ্রলোক এ সম্বন্ধে লিখেছেন—মানুষ যখন জন্মে তখন যেন সবাইকে শূদ্র মনে হয়। কিন্তু পরে শিক্ষা-দীক্ষার ভিতর-দিয়ে প্রত্যেকের জন্মগত সংস্কার manifested (প্রকাশিত) হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আকাশে কত তারা আছে। তার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না। মনে হয় chaos (বিশৃঙ্খলা)। কিন্তু observe (পর্য্যবেক্ষণ) করতে লাগলে দেখা যাবে ওরই মধ্যে cosmos (শৃঙ্খলা) ফুটে উঠছে। ওর মধ্যে যে একটা grouping (গুচ্ছীকরণ) আছে, arrangement (বিন্যাস) আছে, আমাদের কাছে তা' মালুম হয় না। কিন্তু যিনি জানেন, তিনি বোঝেন। মানুষের মধ্যেও তেমনি classification (শ্রেণীবিভাগ) আছেই। ঋষিদের কাছে সেটা revealed (প্রকাশিত) হয়েছে। তাঁরা সেটা unfold (উদ্ঘাটন) ক'রে দেখিয়েছেন। তাই, মানুষের যৌন মিলন ঘটাতে গেলে এমনভাবে তা' নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, যাতে কিনা সুসন্তান ছাড়া কুসন্তান না হ'তে পারে। এই বিয়ে একটা বড় জিনিস। এর মধ্যে গোলমাল ঢুকে গেলে সব ওলট-পালট হ'য়ে যায়।

শুনেছি সমাজে প্রথমে বহু মানুষ ছিল। তার মধ্যে কতকগুলি মানুষ সমাজের শিক্ষা, সংস্কৃতির ভার নিল, কতকগুলি মানুষ শস্য, সম্পদাদি রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিল, একদল কৃষি, গো-রক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে মন দিল, আর একদল এদের কায়িক সেবার ভার গ্রহণ করল। এই যে বিভিন্ন দিকে নজর গেল, এ কিন্তু instinct (সহজাত সংস্কার) অনুযায়ী হ'ল। তাই, normal classification (স্বাভাবিক শ্রেণীবিভাগ) হ'য়েই আছে। তারা তাই করতে লাগল। বংশপরম্পরায় সেই করা চলল।

বিকালে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) ও প্রকাশদা (বসু) রাণীগঞ্জ থেকে এসে সেখানকার জমির বর্ণনা দিলেন। কেষ্টদা বললেন—প্রতিষ্ঠান গড়ার পক্ষে জায়গাটা খুব ভাল। তাড়াতাড়ি সব-কিছু ক'রে ফেলা যাবে। জীপে ক'রে চারিদিকে কাজে বেরিয়ে যাওয়া যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সব কথা শুনে খুব খুশি হলেন।

শরৎদা প্রশ্ন করলেন—আত্মার কি বর্ণ আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আত্মার আবার বর্ণ কী? Manifested (অভিব্যক্ত) হ'লে তখন তো বর্ণ। সূর্য্যের বর্ণ কী যদি জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে কি বলা যায়? অবশ্য সূর্য্যের কিরণের বর্ণ আছে। সূর্য্যকিরণের বর্ণকে যদি সূর্য্যের বর্ণ বলেন, তা অবশ্য বলতে পারেন, "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ"—কথাটা খুব ঠিক। যা' কিছু আছে আত্মাতেই ছিল। তিনি সৃষ্টি করেছেন চার বর্ণের মধ্য-দিয়ে। সৃষ্ট হবার পর বর্ণের কথা। তবে সব-কিছুর মূল তাঁতে নিহিত ছিল, এ-কথা বলা চলে।

শরৎদা—"একোঽহং বহুস্যাম্"—তিনিই তো বহু হয়েছেন, তাই তো সৃষ্টি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একই বহু হয়েছেন। কিন্তু প্রতিপ্রত্যেকেই এক ও অনন্য। একজনের মত আর একজন নয়। দুই ভাই একই মা-বাবার মধ্য-দিয়ে এসেও এক নয়। তেমনি একই আত্মা থেকে উদ্ভূত হয়েও প্রত্যেকেই বিশিষ্ট। আবার, একেরই প্রকাশ ব'লে তাদের মধ্যে ঐক্য আছেই।

প্রফুল্ল—সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থায় কি কোন বর্ণ থাকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' বলতে গেলে সেখানে দাঁড়িয়ে বলতে হয়, যা' এখানকার মাপকাঠিতে বোঝা ও বোঝান দুষ্কর।

শরৎদা—সেখানে বোধহয় অচ্ছেদ্যবর্ণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অচ্ছেদ্যবর্ণ কথাটাই ঠিক। তার মানে যেখানে কোন বর্ণ থেকে কোন বর্ণ আলাদা ক'রে অনুভব করা যায় না, অথচ যেখানে বীজাকারে সব বর্ণের সমাবেশ বা সম্ভাব্যতা সংহত হ'য়ে আছে। এটা আমার কথা।

শরৎদা—অবতার পুরুষ যে-বর্ণের মধ্যে আবির্ভূত হন সেই বর্ণের বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে অনেকখানি দেখা যায়। যেমন রাম, কৃষ্ণ এঁদের জীবনে ক্ষাত্র দিকটার

প্রকাশ দেখতে পাই। রসুল ও খ্রীষ্টকে কোন্ বর্ণ ধরা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা জিনিস আছে যাকে বলা যায় অপকৃষ্ট (Ill-cultured), আর একটা জিনিস আছে যাকে বলা যায় উৎকৃষ্ট (Well-cultured)। উন্নত সুপবিত্র আত্মা আসতে গেলে তার জন্য উপযুক্ত সমাবেশ দরকার, যাতে তাঁকে ধারণ করতে পারে ও পোষণ দিতে পারে। Biologically (জৈবগত-ভাবে) well-cultured (উৎকৃষ্ট) হওয়া চাই, নচেৎ উৎকৃষ্টের আবির্ভাব হয় না। তিনি তো বিধি-বিসৃষ্ট হবেন, জন্মাতে গেলে জন্মানর বিধান-অনুযায়ীই জন্মাতে হবে। তাই তিনি সব বর্ণের মধ্য-দিয়েই আসতে পারেন, কিন্তু বংশ উৎকৃষ্ট, পবিত্র, উন্নত ও সৎ হওয়া চাই।

শরৎদা—রাম এবং কৃষ্ণের মধ্যে ক্ষাত্রভাবের পরিচয় পাই, কিন্তু বুদ্ধদেবের মধ্যে তা' কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর activity (কাজ) লক্ষ্য করলে হয়, তিনি কিন্তু হিংসাকে resist (নিরোধ) করলেন। চৈতন্যদেব দেখিয়েছেন love (প্রেম)। রাম-কৃষ্ণদেবের মধ্যে পাই জ্ঞানভক্তি। যখন যেমন দরকার।

শরৎদা—রসুল ও খ্রীষ্ট কোন্ বর্ণ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় যীশু ও মহম্মদ একই বংশের। রসুল যদি কোরেশ বংশ-সম্ভূত হন, এবং কোরেশ-বংশ যদি বামুন হয়, তবে যীশুও বামুন। কেষ্টদার কাছে দেওয়া আছে—কী দেখে মানুষের বর্ণ ঠিক করা যায়, লিখে নেবেন।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—উৎকৃষ্টের প্রতি শ্রদ্ধাই উৎকৃষ্ট হওয়ার পন্থা। ওতে চলনার রকমই উৎকর্ষাভিমুখী হ'য়ে ওঠে। ঐই-ই ভালর পথ। এই শ্রদ্ধা না থাকাটাই অস্বাভাবিক। তার মানে ভাল হওয়ার ইচ্ছা দুর্বল। কৌলিনত্বের লক্ষণ হ'লো—আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থ-দর্শন, বৃত্তি, দান, তপ। সেইজন্য আমাদের দেশে দেবদ্বিজে ভক্তি জিনিসটাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে, ওটা হ'লো একটা culture-এর (কৃষ্টির) লক্ষণ।

শরৎদা—গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষের দিকে শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জুনকে বলেছেন, আমার কথা অতপস্ক, অভক্ত, শুনতে অনিচ্ছুক ও আমার প্রতি অসূয়াপরায়ণ লোককে বলবে না, তার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কারণ, তাতে তাদেরও খারাপ হবে, অন্যেরও খারাপ হবে। তাকে বলতে গেলে সে aversion (অশ্রদ্ধা) দেখাবে, সেই example (দৃষ্টান্ত) লোককেও নষ্ট করবে। মাং মানে তো embodiment of universal I in flesh and blood (বিশ্ব আমির রক্তমাংসসঙ্কুল মূর্ত্ত বিগ্রহ)। তাঁকে অশ্রদ্ধা দেখালে যে সকলেরই ক্ষতি।

কথাটি ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর এক অপূর্ব্ব রহস্যগূঢ় ভঙ্গীতে মৃদু হাসলেন।

শরৎদা—সবাই কি তাঁকে ধরতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্যই তো train করে (শিক্ষা দেয়)। ঋত্বিক্, অধ্বর্য্যু, যাজক, তাদের তো এই কাজ। তবু সব লোকের কি হয়? তাহলে তো creation (সৃষ্টি) cease ক'রে (থেমে) যায়। তবে সমাজে একটা institution (সংস্থা) ক'রে রাখতে হয়, যারা 'up'-mood (উচ্চভাব) চারাবে।

প্রফুল্ল—Institution (সংস্থা) মানে কি organisation (সংগঠন)?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Organised (সংগঠিত) না হ'লে institution (সংস্থা) হয় না। Organisation (সংগঠন) মানে প্রত্যেকটা individual (ব্যক্তি)-কে যেখানে তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী Ideal (আদর্শ)-কে fulfil (পূরণ) করবার জন্য set up (নিয়োজিত) করা হয়েছে। Organisation (সংগঠন) মানে সব মালার মত সাজান থাকে তা' নয়। প্রত্যেকের instinct (সহজাত সংস্কার) থাকে, অবস্থা, পরিস্থিতি ও প্রয়োজন বুঝে প্রত্যেককে যথাস্থানে লাগায়ে দিতে হয়। এইটে হলো insight ও farsight (অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি)-ওয়ালা নেতার কাজ।

শরৎদা—রসুল যেমনভাবে একটা জিনিস সৃষ্টি ক'রে দিয়ে গেলেন আটঘাট বেঁধে, যার প্রভাব আজও পর্য্যন্ত চলছে, কিন্তু অনেক মহাপুরুষের বেলায় তো অমন দেখা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রসুল ধর্ম্মসংস্থাপন করলেন, সমাজ গঠন ক'রে গেলেন, আর এই যে করলেন, এটা কিন্তু universal basis-এ (সার্ব্বজনীন ভিত্তিতে)। তিনি যা' করে গেছেন তা' সবার মঙ্গলের জন্য। তিনি শুধু মুসলমানদের জন্য এ-কথা ভাবলে আমরা বঞ্চিত হব। প্রত্যেক মহাপুরুষই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ এবং সমগ্র মানবসমাজের প্রকৃত কল্যাণই তাঁদের লক্ষ্য। তবে যখন যেমনভাবে পরিবেষণ করার তাই করেন। রামকৃষ্ণদেব, চৈতন্যদেব প্রভৃতি গ্লানি মুক্ত ক'রে পথ দেখিয়ে দিয়ে গেলেন, সমাজের কাঠামো তো তখন অনেকখানি ঠিকই ছিল, তাই ও বিষয়ে অতোখানি বলা প্রয়োজন হয়নি। আর, জ্ঞান-ভক্তি-ভালবাসার পথে চললে সব চলাই আপসে আপ ঠিক হতে থাকে।

খলিলদা—গ্লানি তো র'য়েই যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখনকার মত গ্লানি কমে, আবার বাড়ে, আবার তিনি আসেন। রসুল দেখুন কতখানি করলেন। বেদুইন প্রভৃতি কত-কত জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করলেন। তাদের মধ্যে একটা culture (কৃষ্টি) দিলেন, একটা society (সমাজ) সৃষ্টি করলেন। ঐ দেশ-কাল-পাত্র-অনুযায়ী যা' করলেন, তা' কিন্তু আর্য্যধারা থেকে মূলতঃ আলাদা নয়। আমরাই ভেবেছি আলাদা ক'রে, তিনি

তা' করেননি। শুনেছি, খাদিজার কাকা না কে একজন খ্রীষ্টান ছিলেন। Practically (বাস্তবে) তিনিই নাকি pivot (ভিত)। তিনিই inspiration (প্রেরণা) জুগিয়েছেন রসুলকে। আজও দেখলে বোঝা যাবে ফারাক নেই—সুন্নৎ যারা করে অর্থাৎ তাঁর বলা ও করা অনুসরণ ক'রে যারা চলে, তারা ও সকল ধার্ম্মিকরাই এক।

অমূল্যদা (ঘোষ) কলকাতা থেকে একটা ষ্টেথস্কোপ নিয়ে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেটা কানে দিয়ে নিজের বুক পরীক্ষা করতে লাগলেন। এরপর সুশীলদার লিখিত একটা চিঠি প'ড়ে হাত ধুয়ে ফেললেন।

শরৎদা—হাত ধোন রোগ-সংক্রমণ এড়াবার জন্য তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি দেখেছি মানুষ থুথু দিয়ে খাম আটকায়। ঐ দেখেই আমার তখন থেকে মনে হলো ঐ থুথুর ভিতর-দিয়েই কত জীবাণু চারিয়ে যেতে পারে। তখন থেকে হাত ধোয়ার কথা মনে হলো। আবার, যে-পিওন চিঠি দিচ্ছে, সে হয়তো কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত। এই সব কারণে হাত ধুই। অভ্যাস হ'য়ে গেছে। আগে এসব রেওয়াজ ছিল। আমার একটু বেশী। টাকা, নোট এগুলি—বিশেষ ক'রে নোট তো আরও carrier (বাহক), তাই টাকা-পয়সা বা নোট ছুঁলেও হাত ধোয়া অভ্যাস হ'য়ে গেছে।

শরৎদা—কথাপ্রসঙ্গে একটা কথা মনে হ'লো— আপনি যে বলেছেন—'শিকনি ঝেড়ে ধোয় না হাত, বক্ষব্যাধির হয় উৎপাত'—তার কারণ কী? সেটা কি তার নিজের না, পারিপার্শ্বিকের?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হাতের মধ্যে লেগে থাকলে তা ছড়াবে, পারিপার্শ্বিকের মধ্যে ক্ষতির কারণ সৃষ্টি করবে। আবার, অনেক সময় নিজের অসুখ সেরে আসতে লাগলেও ঐ দরুন re-infection (পুনরাক্রমণ) হয়। তোমার curative force (রোগপ্রতিষেধক ক্ষমতা), vital power (জীবনী শক্তি) এত চেষ্টায় যে রোগ-জীবাণু ধ্বংস করছে, তা হয়তো আবার বেড়ে গেল, জেগে উঠল ওখান থেকে।

খানিকটা বাদে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বললেন—Environment (পরিবেশ) ভাল না হ'লে রেহাই পাওয়া কঠিন। আবার, যারা যত সদাচারী, অল্প ব্যত্যয়েও তাদের সংক্রমণ ঘটার সম্ভাবনা থাকে তত বেশী।

শ্রীশ্রীঠাকুর খলিলদার দিকে চেয়ে বললেন—শুনেছি আকবরসাহেব, বাবর এরা সব নাকি গো-কোরবাণী বন্ধ ক'রে দিয়েছিল।

এমন সময় পূজনীয় বড়দা আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাণীগঞ্জের জমি সম্বন্ধে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

৩রা শ্রাবণ, সোমবার, ১৩৫৫ (ইং ১৯।৭।১৯৪৮)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় শুভ্রশয্যায় উপবিষ্ট। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার) প্রভৃতি কাছে আছেন। রাণীগঞ্জে জমি পাওয়া গেলে সেখানে কী করতে হবে, সেই সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওখানে একটা industrial ও educational institution (শিল্প ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান) করলে ভাল হয়। একটা trade-college (শিল্প-বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়) করতে হয়। হোসিয়ারির কথা অনেক দিন থেকে বলছিলাম, হোসিয়ারিকে কেন্দ্র ক'রে একটা workshop (কারখানা) করতে হয়। Motor repair works (মোটর মেরামতের কারখানা), Electrical works (বৈদ্যুতিক কারখানা) ইত্যাদিও করা যায়। Local needs (স্থানীয় প্রয়োজন) কী, কী কী industry (শিল্প) গড়া যায় ভেবে-ভেবে তার একটা list (তালিকা) করা লাগে। ওখানে একটা ক'রে, আবার রাম-কানালীতেও বাড়ী-ঘর ও প্রয়োজনমত অন্য সব করতে হয়। রামকানালী তো শুনেছি ওখান থেকে মাত্র ৩৫ মাইল। এইভাবে নানা স্থানে কতকগুলি বিহার ক'রে ফেলতে হয়।

শরৎ—Society (সমাজ) থেকে বিহারগুলি আলাদা হ'য়ে পড়বে না তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিহার বা আশ্রম বা institution (প্রতিষ্ঠান) হ'লো for service of society (সমাজের সেবার জন্য)। যেমন আগে ঋষিদের ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমগুলি ছিল, সেগুলি সমাজের পক্ষে অপরিহার্য্য হ'য়েও আলাদা ছিল।

কেষ্টদা—এ-সব জায়গায় সব রকম culture (অনুশীলন)-এর practical (বাস্তব) ব্যবস্থা করতে হবে। Research (গবেষণা)-ও চালাতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জীবনের জন্য যতরকম শিক্ষা ও culture (অনুশীলন)-এর প্রয়োজন, সব-কিছুর ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনীয় কোন-কিছু বাদ দিলে, সেই দিক দুর্ব্বল থেকে যায়। সেইটে অন্যদিকেও অসুবিধা সৃষ্টি করে।

শরৎদা—এই সব জায়গায় ব'সে কাজ করার সুবিধা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবটা নির্ভর করে আপনাদের successful (কৃতকার্য্য) হওয়ার পর। যে বিশেষ দেড়লাখ দীক্ষা ও মাসে ১০০ টাকা দেনেওয়ালা ২৫০ লোকের কথা বলেছি, তা' তাড়াতাড়িই চাই।

কেষ্টদা—শরৎদা যেভাবে কাজ আরম্ভ করেছেন আসামে, বৃষ্টির পর গেলে শরৎদা একাই পারবেন। মন্মথও খুব লেগেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখেন, হোসিয়ারি মেসিন ১০ সেট খোঁজ নেন। জমি

নেওয়ার চেষ্টার সাথে-সাথে immediately (তাড়াতাড়ি) চেষ্টা করা লাগে। খুব ভাল মডেলের আমেরিক্যান মেসিন নাকি বেরিয়েছে, কোন্ মেসিনের কি efficiency (কার্য্যক্ষমতা), কি output (উৎপাদন) খোঁজ নেওয়া লাগে। যাতে কুলি থেকে বাবু পর্য্যন্ত সবাইকে supply (সরবরাহ) করা যায়, তার ব্যবস্থা করতে হয়।

শরৎদা—আপনি বলছেন এত ক'রে, কিন্তু আদৎ কাজ যে দীক্ষা তাই ক'মে গেছে। দীক্ষিতের সংখ্যা না বাড়লে কাজের গতিশীলতা ব্যাহত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' ঠিকই। তবে আপনারা এখানে না থাকায়, বাইরে কাজে বেরিয়ে পড়ায়, এখানে রাখালের সংখ্যা ক'মে গেছে।

শরৎদা—না যেয়ে উপায়ও যে নেই!

শ্রীশ্রীঠাকুর—Capitalist (ধনিক)-কে labour (শ্রমিক)-এর role-এ (ভূমিকায়) কাজ করতে হচ্ছে। তা'হলেও ঠেকাবে না, কেষ্টদার যদি কাশি না হয়, তা'হলেই বাঁচি। কেষ্টদার আগের থেকে অনেক কমেছে, কিন্তু কোন্ সময় যে আবার হয়, তার তো ঠিক নেই। ফণীমনসার ফলে কেষ্টদার খুব উপকার দিয়েছে। চোদ্দটা একসঙ্গে খেতে পারলে হ'তো।

কেষ্টদা—শরৎদা যে এত ঘুরছেন, কিন্তু শরীরটা ভালই হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Statistics (পরিসংখ্যান) নিয়ে দেখা গেছে—যাজকরা নাকি সব-চাইতে long-lived (দীর্ঘজীবী) হয়, কারণ যাজনে একটা vital elation (জীবনীয় উদ্দীপনা) হয়ই। কর্ম্মীদের যাজনে যখন গাফিলতি আসে, যখন তারা কাজ ঠিকমত করে না, পোটলা নিয়ে থাকে, তখন পোটলারও সর্ব্বনাশ করে, নিজেদেরও সর্ব্বনাশ করে। অবসাদ আসে, অসুখ-বিসুখে ধরে। ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্ট হয়।

কান্তিদাকে বলছিলাম, এখনও কি গুড়্-গুড়্ করছেন, পোটলার ভাবনা ভাবছেন—এতে সর্ব্বনাশ করছেন নিজেরও এবং এদিকের কাজেরও। অমন একটা hand (কর্ম্মী) এই সময় ব'সে থাকলে কি চলে? আমি বেশী চাই না, কয়েকজন লাগলেই আমার কাজ অনেকখানি হ'য়ে যায়। তবে লাগার মত লাগতে হয়। তাদের দেখে অন্য সবাই মেতে ওঠে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর শরৎদাকে বললেন—আসাম থেকে যে ২৫০ জন করবেন, তাদের প্রত্যেককে individually (ব্যক্তিগতভাবে) চুপে-চাপে ব'লে কিন্তু ঠিক করা লাগবে। ওখানে অতো চা-বাগান আছে, ব্যবসাদার আছে। চা-বাগানের মালিকরা ও ব্যবসাদাররা অনায়াসেই পারবে। অবশ্য willing (ইচ্ছুক) হ'লে অনেকেই পারে।

প্রফুল্ল—কর্ম্মীদের সক্রিয় ক'রে তোলার কি কোন যান্ত্রিক পদ্ধতি আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে কি হয়? Induction-এ (প্রবাধনায়) হয়।

শরৎদা—কয়েকজন আপ্রাণ হ'য়ে কাজ করলে তাদের দৃষ্টান্তে অনেকে জেগে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ!

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যতীনদার শরীর ছিল টঙক, কাজ করার ক্ষমতাও ছিল, কিন্তু কাজ না ক'রে রোগ ধরায়ে ফেলল।

কথাবার্ত্তা চলছে, এমন সময় এক মা বললেন—বাবা! আমার একটা থাকার জায়গার ব্যবস্থা ক'রে দেন, রোজ বৃষ্টিতে ভিজছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর উৎসাহ দিয়ে বললেন—দেখে-শুনে একটা খুঁজে নে।

অমূল্যদা (ঘোষ)—ওঁকে আশুতোষধামে যাবার কথা বলা হয়েছিল, তখন গেলেন না, এখন সে-ঘরে অন্য লোক ঢুকে পড়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ দুঃখভোগ করবেই। নিজের মনোমত না হ'লে কথা শোনে না, তাই দুঃখ ডেকে আনে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর অমূল্যদাকে বললেন—রামকানালীর জমির plan (পরিকল্পনা) ও sketch (নক্সা) ঠিক ক'রে ফেল্—স্কুল, কলেজ, laboratory (গবেষণাগার), হাসপাতাল, ডাক্তারদের বাড়ী, রাস্তাঘাট, auditorium (প্রেক্ষাগার), খেলার মাঠ, কারখানা, নানারকম industry (শিল্প), guest house (অতিথিশালা), বাড়ী-ঘর ইত্যাদি কোথায় কী হবে সব ম্যাপ ক'রে দেখিয়ে দেওয়া লাগে, যাতে ছবির মত ফুটে ওঠে।

কলকাতার জনৈক দাদা জিজ্ঞাসা করলেন—আমরা কি পূর্ব্ববঙ্গের গণসেবা-সঙ্ঘে যোগদান করতে পারি?

শ্রীশ্রীঠাকুর মধুর ভঙ্গীতে হাতখানি ঘুরিয়ে হাসিমুখে বললেন—গণসেবা-সঙ্ঘে যাও আর যাই কর, জীবনসঙ্ঘ ঠিক থাকলেই হয়। যা' চাচ্ছি তা' যেন বাদ না পড়ে। ও-রকম কত আছে, কিন্তু মূল কাজ বাদ দিয়ে কিছু নয়।

রামকানালী প্ল্যান করা সম্পর্কে অমূল্যদা বললেন—আপনি প্রমথদা (দে) প্রভৃতিকে বলেছিলেন, তাই আমি আর ওদিকে তত মাথা দিইনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ৪৫ জনকে ব'লে থাকতে পারি, তারা যদি disinterested (অন্তরাসহীন) হয় বা অন্য কোন কারণে না করতে পারে, তাহলে যে interested (অন্তরাসী) সে যে করবে না, তা তো নয়। যতজনকে ব'লে থাকি না কেন, তাদের assistance (সাহায্য) তুমি পেতে পার, এইটে সুবিধে। যে করবে, তার অসুবিধার কারণ নেই, সে সবাইকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারে।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসন্নতা-সহকারে বললেন—একটা জিনিস! যত জমিই পেয়ে থাকি, আদৎ জমি রামকানালীর। একটা অসুবিধা দামোদরে bridge (পুল) নেই। যদি দামোদরে bridge (পুল) হ'য়ে যায়, আরো

ভাল হয়। রাণীগঞ্জ industry-র (শিল্পের) পক্ষে ভাল। ওখান থেকে রামকানালী ও বীরভূম বোধহয় প্রায় সমান দূর।

এরপর কেষ্টদা রবিবারের অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হিন্দু কোডবিল সম্বন্ধে শ্রীযুত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত একটি প্রবন্ধ শ্রীশ্রীঠাকুরকে প'ড়ে শোনালেন। তাতে দেখা গেল—ঋষি-অনুশাসিত সাত্বত বিধানের উল্টো যে-সব অবাঞ্ছিত প্রস্তাব আনা হয়েছে, হিন্দু সমাজের অধিকাংশ লোক তার বিরুদ্ধে। এই বিবরণ শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর খুব আশ্বস্ত হলেন এই ভেবে যে, এখনও দেশের এত লোক ঋষি-অনুশাসিত সমাজ-বিধানের পক্ষপাতী।

শ্রীশ্রীঠাকুর এই প্রসঙ্গে বললেন—বিবাহ-বিচ্ছেদ যদি চালু হয়, প্রতিলোম যদি চলতে থাকে, বর্ণাশ্রমের মূল ভিত্তি ও জনন যদি বিপর্যস্ত হ'য়ে দাঁড়ায়, তা' হ'লে যত যাই করা যাক, কিছুতেই রেহাই পাওয়া যাবে না। মানুষের চাষ খতম হ'লে সব খতম হ'য়ে যাবে।

সত্যদা বললেন কেমন ক'রে চতুর্দ্দিক থেকে কৃষ্টির উপর অপঘাত আসছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন তাঁকে দৃপ্তকণ্ঠে ব'লে উঠলেন—তুই সেরে নে (সত্যদার শরীরটা অসুস্থ)। পাগল না হ'লে কাম হবে না। তাই ব'লে বেহেড হবার কথা বলছি না। পাগল মানে mad after the principle (আদর্শে মত্ত)। With all madness (ইষ্টোন্মাদনা নিয়ে) intelligently (বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে) কাজ করতে হবে।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর উত্তর দিকের বারান্দায় ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে ব'সে হাসিখুশি মনে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনায় রত। রামকানালী সম্পর্কে বললেন—আশ্রমটা self-sufficient (স্বয়ং সম্পূর্ণ) করতে যা'-যা' করণীয় করা লাগে। বিভিন্ন রকম কাজ জানা practically educated (বাস্তবে শিক্ষিত) লোক সব এনে বসাতে হয়। এটা যেন একটা normal university (স্বাভাবিক বিশ্ববিদ্যালয়) হ'য়ে ওঠে। University (বিশ্ববিদ্যালয়) যত homely way-তে (ঘরোয়াভাবে) হয়, ততই ভাল। যেমন একটা village itself (গ্রামই) যেন একটা university (বিশ্ববিদ্যালয়), নতুবা artificial university-তে (কৃত্রিম বিশ্ববিদ্যালয়ে) বালাই ঢোকে, প্রকৃত শিক্ষা হয় না। আর একটা জিনিস, ছেলেদের inquisitiveness (অনুসন্ধিৎসা) থাকেই। একটা বয়সে, ধরুন ১৩।১৪ বৎসর বয়সে, হয়তো তাদের সেটা খুব বেড়ে উঠলো। তখন তাদের গবেষণাবুদ্ধিকে nurture (পোষণ) দেওয়া লাগে। সেইজন্য আমার মনে হয় ছোটদের গবেষণাগার, ওয়ার্কসপ ইত্যাদি ছোট আকারে থাকাই উচিত। সেখানে তারা খেলাচ্ছলে যন্ত্রপাতিগুলি নিয়ে ঘাটতে-ঘাটতে অনেক কিছু শিখে ফেলবে। অনেক মৌলিক গবেষণার সূত্র পাবে। তাদের খেলার সাথী হবে শিক্ষকরা। তারাই তাদের

কায়দামত একটু-একটু guide (পরিচালনা) করবে। যেমন বিশ্ববিজ্ঞানকেন্দ্র থাকবে, তেমনি ওরই মধ্যে ওর একটা বিভাগ হিসাবে শিশুবিজ্ঞান-কেন্দ্র থাকবে। তাহলেই যেটা instinct (সহজাত সংস্কার) থেকে বেরোয়, সেটা developed (বিকশিত) হয়, nurtured (পরিপোষিত) হয়।

আর-একটা কথা আমার মনে হয়, কলেজ-প্রফেসরদের মত village-professor (গ্রাম্য-আচার্য্য) থাকা দরকার—যারা নিজেরা সবরকম ব্যাপারে practically educated (বাস্তবে শিক্ষিত) এবং যারা বাড়ী-বাড়ী গিয়ে মানুষকে practically (বাস্তবে) সব বিষয়ে educate করবে (শিক্ষা দেবে)। মেয়েদের, ছেলেপেলেদের সবাইকে শিক্ষা দেবে বাস্তব কাজকর্ম্মের মধ্য-দিয়ে। এক গ্রামে হয়তো ৫০০ ঘর লোক আছে। সেখানে একজন village-professor (গ্রাম্য-আচার্য্য) ঘরে-ঘরে গিয়ে হয়তো শিক্ষা দিল। তা'তে লোক যে educated ও trained (শিক্ষিত) হচ্ছে এইটেই বুঝতে পারবে না। কোন ক্লেশ থাকবে না, আপনা-আপনি শিখবে।

শরৎদা—নাটকের মধ্য-দিয়ে ইতিহাস শেখার মত।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—একেবারে!

শরৎদা—রাষ্ট্র বাদ দিয়ে কি সমাজের কল্পনা হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সমাজ দিয়েই তো রাষ্ট্র।

শরৎদা—কম্যুনিষ্টরা বলে, এমন একটা সময় আসবে যখন রাষ্ট্রের দরকার থাকবে না। আর এই ব্যাপারেই সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে কম্যুনিষ্টদের একটা মৌলিক মতভেদ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছেলে জন্মে, তার শিক্ষার জন্য স্কুল থাকে, কলেজ থাকে, কর্ম্মক্ষেত্র থাকে, শাসন-সংযমনের ব্যবস্থা থাকে। একদল ঝানু হ'য়ে যায়, একদল ঝানু হ'তে থাকে, একদল ঝানু হ'য়ে ওঠার জন্য জন্মায়। এমন দিন আসবে না যে, কারও পোষণ ও শাসনের দরকার থাকবে না। Instinct (সহজাত সংস্কার)-কে সত্তা-সম্বর্দ্ধনী অভ্যাস-ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ করাই তো শিক্ষা। এই নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন চিরন্তন।

শরৎদা—জ্যোতিষ ও পুরুষকারে সামঞ্জস্য কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পুরুষকার সবটার মধ্য-দিয়ে ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে। ঐটেই হলো inner thread (ভিতরের সূত্র)। পুরুষকার না থাকলে শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, ওষুধপত্র, চলাবলা-নিয়ন্ত্রণ এ-সব করে কেন? Complex (গ্রন্থি)-গুলি নয়ভাগে ভাগ করা, আর তাই যেন নবগ্রহ। এর-মধ্যে ৬টা রিপু আর মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার। মনের কর্ত্তা হলেন চন্দ্র, গভীর বুদ্ধি ও বোধের অধিপতি বৃহস্পতি এবং আত্মা হলেন রবি। এগুলি যা' দিয়ে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করে তাকে বলে স্বস্ত্যয়ন—সু+অস্তি।অয়ন অর্থাৎ ভাল থাকার পথ। যেমন ক'রে হোক এটা

করতে হবে—তা' পুজো ক'রেই হো'ক, ফুল ফেলেই হো'ক, ওষুধ খেয়েই হো'ক, তাবিজ-কবচ ধারণ ক'রেই হো'ক—যেভাবে হো'ক adjust (নিয়ন্ত্রণ) করা চাই।

এরপর রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা)-র সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দুই গুরু আছে, বৃহস্পতি আর শুক্র। শুক্র হ'লো কাম—এটা অবশ্য আমার কথা—কাম মানে কিন্তু libido—সুরত যাকে কই।

শরৎদা—দুই গুরুর প্রয়োজন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দৈত্যগুরু শুক্র হ'লো sex—কামনা, যেটা মানুষের মধ্যে নিজের নিজত্ব-বোধ, অন্য থেকে পৃথক-বোধ জাগায় অর্থাৎ অহংবোধ গজায়, যেটা লাগে উপভোগের জন্য। যা' কিনা disintegrate (বিশ্লিষ্ট) করে পরমাত্মা থেকে, universal self (বিশ্বাত্মা) থেকে, সমষ্টিব্যক্তিত্ব থেকে এবং ব্যষ্টিব্যক্তিত্ব এনে দেয় যে, সেও গুরু। এটা আত্মোপলব্ধির একটা প্রাথমিক ধাপ। শুক্রকে বলে বীর্য্যপ্রদায়ক। কারণ, urge (সম্বেগ) দেয় সে।

এই সময় খলিলদা আসলেন।

প্রফুল্ল—খলিলদার শরীর দুই-একদিনের মধ্যে বেশ ভাল হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বল্ তোরা, ঐ কথা শুনতেও ভাল লাগে। (মহানন্দে বলতে লাগলেন)—ওষুধ লেগেছে পরমপিতার দয়ায়। দয়াল যদি ভাল ক'রে তোলেন, আবার যদি কাজের উপযোগী ক'রে কাজকর্ম্ম করিয়ে নেন, কত ভাল হয়। কী করবেন, তিনিই জানেন। 'আশার আশে হৃদয় বেঁধে মনকে করি ছলনা'—আমার এই অভ্যাস হ'য়ে গেছে।

আজ বরাকরের জমির খবর পাওয়া গেল। চুনীদা কেষ্টদার চিঠি নিয়ে কলকাতায় গেলেন।

রাত্রে শরৎদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন—মানুষ যে ভগবানকে দোষারোপ করে, সেটা কি অজ্ঞতার দরুন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ তো তা' মনে করে না, বরং নিজেকে ভাবে খুব efficient (যোগ্য)। মানুষের efficiency (যোগ্যতা) যা' থাকে, তাই-ই ভাল, যদি তা' concentric (সুকেন্দ্রিক) হয়, নচেৎ তা' হাউইবাজীর মত হয়। হাউইবাজী এমনি তো কম নয়। তুবড়ী যখন ফুটায়, তখন কি কম জেল্লা হয়? কিন্তু concentric (সুকেন্দ্রিক) না হওয়ার দরুন তা' আবার দপ ক'রে নিভে যায়।

কথায়-কথায় বিকেন্দ্রিক সংগঠন সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তা' দিয়ে কী হবে? মানুষ integrated (সংহত) হয় common Ideal (সম আদর্শ) দিয়ে, তা' বাদ দিয়ে তা' কি হয়? তার spine (মেরুদণ্ড) কোথায়?

প্রফুল্ল—মহাপুরুষেরা মানুষের এত উপকার করা সত্ত্বেও কিছু-কিছু মানুষ তাঁদের কষ্ট দেয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাগ্য মানে ভজনা। এক-এক জনের inner core-এ

(মর্ম্মদেশে) এক-এক রকম পঙ্কিল বৃত্তি-চাহিদা থাকে। ধর, কেউ হয়তো বেশ্যাসক্ত। সে তো ছুটবে তার প্রবৃত্তির তুষ্টিসাধনের দিকে। তখন তুমি তাকে লাখ ভালবাস না কেন, আদর কর না কেন, তোমার প্রতি তার টান বেশ্যার প্রতি টানের চাইতে বেশী না হ'লে তুমি তাকে ফেরাতে পারবে না। বরং সে তোমার ভালবাসা সত্ত্বেও তোমাকে প্রত্যাঘাত করবে, তোমাকে তার চাহিদাপূরণের অন্তরায় মনে ক'রে।

শরৎদা—আমাদের জীবনে যে suffering (দুঃখ-কষ্ট) আসে, সেটা কি পরমপিতার আশীর্ব্বাদ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Suffering (দুঃখ-কষ্ট) আশীর্ব্বাদ হয়, যদি তা' principle (আদর্শ)-এর জন্য হয়। ততখানি interest (অনুরাগ) যদি থাকে, show (লোকদেখান) না হ'য়ে real love (প্রকৃত ভালবাসা) যদি থাকে। ধরুন এই রাত এগারটার সময় আমি আপনাকে বললাম রাবড়ী আনার কথা;—এই রাত্রে এখান থেকে বাজারে গিয়ে রাবড়ী আনা তো কম পরিশ্রমের ব্যাপার নয়, রাস্তায় আপনার কষ্টই হবে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যখন আপনি রাবড়ীটা নিয়ে আমাকে খেতে দিলেন, আমি খেলাম। আপনার তখন মহাসুখ। কোন কষ্টবোধ থাকে না। এই প্রলোভনেই মানুষের কাছে কষ্ট আর কষ্ট থাকে না। কিন্তু ভালবাসা নেই, forced (বাধ্য) হ'য়ে আপনাকে যেতে হ'লে পা যেন আর এগুতেই চা'বে না। বিরক্তি ও কষ্ট মনে হবে। হয়তো খানিকটা দূর ঘুরে এসে বললেন—পেলাম না। তা ব'লেও অবশ্য শান্তি পাবেন না। মনে একটা খোঁচা লেগে থাকবে। তার ফলে বাড়ী যেয়ে হয়তো তিনদিন অসুখ হ'য়ে পড়ে থাকবেন। আসল জিনিস love, adherence, interest (ভালবাসা, নিষ্ঠা, অনুরাগ)।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গক্রমে বললেন—অনেক সময় আমাদের interest (স্বার্থ) হয় money (অর্থ), man (মানুষ) নয়। ফলের উপর interest (স্বার্থ) হয় গাছকে বাদ দিয়ে। কিন্তু একটা শসা গাছ থেকেই যদি শসা পেতে হয়, তাহ'লে সেই শসা গাছটারই কতখানি যত্ন নেওয়া লাগে, তার সেবা করা লাগে, nurture (পোষণ) দেওয়া লাগে। সেবার মধ্যে আছে তিনটি জিনিস—পরিপোষণ, পরিরক্ষণ আর পরিপূরণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিকটতম পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে বললেন—তোমরা আমার কাছে থাক, আমার immediate girdle (অব্যবহিত বেষ্টনী)। তোমাদের যদি glow (দীপ্তি) না থাকে, সেজন্য যদি এদিকে-ওদিকে ঘুরতে হয়, সে কি ভাল?

সতীত্ব সম্বন্ধে কথা ওঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নারীর সতীত্ব একান্তই প্রয়োজন—female (নারী)-এর husband (স্বামী)-এর প্রতি concentric attachment-এ (সুকেন্দ্রিক অনুরাগে) তার psychophysical being

ও ovum (শারীর-মানস সত্তা ও ডিম্বকোষ) এমনতর receptive ও adjusted (গ্রহণমুখর ও নিয়ন্ত্রিত) হ'য়ে থাকে যে husband (স্বামী)-এর sperm with its varied chromosomes fully receive (রকমারি ক্রমজম-সহ শুক্রকীট পুরোপুরি গ্রহণ) ক'রে sprout ক'রে (গজিয়ে) তুলতে পারে।

রামকানালীতে কী-কী করতে হবে সেই সম্পর্কে বললেন—আগে তো অনেক সময় অনেক কথা বলেছি—আরো কয়েকটা কথা মনে পড়ছে।

যে village-professor (গ্রাম্য-আচার্য্য)-দের কথা বলেছি তাদের জন্য একটা শিক্ষাকেন্দ্র করা দরকার। নিজেদের হাটবাজার, ইলেকট্রিক প্ল্যান্ট, জলসরবরাহের ব্যবস্থা, লাইব্রেরী, ২-টা অতিথিশালা, তার মধ্যে একটা ইউরোপীয়ান ও আমেরিক্যানদের জন্য আধুনিক ব্যবস্থা-সমন্বিত, আপাততঃ শ'তিনেক বিভিন্ন ধরণের বসবাসের বাড়ী, এক-এক জাতীয় কর্ম্মীদের বাড়ী বিশেষ এক-একদিকে থাকবে, আশ্রমের পাশ ঘিরে ক্ষাত্রবীর্য্যসম্পন্ন কৃষকদল থাকবে, কামার, কুমোর, ধোপা, নাপিত, তাঁতি, মেকানিক, টেকনিসিয়ান, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, উকিল, প্রফেসর, শিক্ষক এবং উচ্চস্তরের ও সর্ব্ববর্ণের নানা কাজে পারদর্শী লোক এনে বসাতে হবে। কৃষিকাজ তো থাকবেই। হোসিয়ারী, কেমিক্যাল ওয়ার্ক'স, প্রেস, সিমেণ্ট ফ্যাক্টরী, গ্লাস ফ্যাক্টরী, সিরামিক ইণ্ডাষ্ট্রী ইত্যাদি করতে হবে। অবস্থা-অনুযায়ী আরো ব্যবস্থা করা লাগবে।

কোন একজনের বিষয়ে কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বিধি হিসাবে ইষ্টভৃতি ও স্বস্ত্যয়নী যে পরম মঙ্গলজনক আমি এইটেই বুঝি ও এইটেই বলতে পারি। করা না-করা যে যেমনতর বোঝে তেমনি করবে ও ফলও পাবে তদনুযায়ী। ভগবান—যে যেমন তেমনি করেই সবার কাছেই সমান। আমরা কর্ম্মঠ আগ্রহাকুল হ'য়ে তাঁতে যত আত্মনিবেদিত হই, তাঁর দিকে তত এগুই, আর তাঁর আলোকও তেমনতরই পেতে থাকি।

২০শে জুলাই, ১৯৪৮, ৪ঠা শ্রাবণ, মঙ্গলবার শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় ব'সে পূজনীয় খেপুদাকে নিম্নলিখিত চিঠিটি ব'লে গেলেন। প্রফুল্ল লিখে নিল।

খেপু!

তোমার ও অর্চ্চনার অসুখের সংবাদে উদ্বেগের সহিত দিন কাটাচ্ছি। তুমি কেমন আছ? কী অসুখ হয়েছে? বীরেনদার কাছে শুনলাম—সেইরকম হাপের টান, কেউ-কেউ বলে জ্বর, বুকের দোষ, হাঁপি—কিছু টের পাচ্ছি না। তুমি কী ওষুধ ব্যবহার করছ? কোন ডাক্তার দেখেছে তোমাকে? অর্চ্চনার কী জ্বর হয়েছে? কে তাকে দেখছে? বিস্তারিত খবর এবং সুস্থ সংবাদ পেলে খুশি হতাম। শুনেছিলাম বাদলেরও নাকি জ্বর হয়েছিল। সে কেমন আছে?

কেউ বলে সে নাকি পাবনায় গিয়েছে। যদি পাবনায় যেয়ে থাকে সে কি একলাই গেছে?—ইত্যাদি খবর তুমি নিজে যদি না লিখতে পার সম্ভব হলে কাউকে দিয়ে লেখালে সুখী হতাম।

এদিকে শিয়ারশোলের রাজা এখানে এসেছিলেন। তিনি আমাদিগকে রাণীগঞ্জে নিতে বিশেষ অনুরোধ করছেন। আমাদের mission (উদ্দেশ্য), ideology (ভাবধারা) তাঁর খুবই ভাল লাগে। তিনি বলেন তিনি আমাদের তাঁর সম্ভাব্যতায় যা'-কিছু আছে তা' দিয়ে সর্ব্বরকমে সাহায্য করতে কসুর করবেন না। আর রাণীগঞ্জ ছাড়া বরাকর যদি পছন্দ হয় সেখানে আমরা গেলেও তাঁর সাথেও touch-এ (সংস্পর্শে) থাকতে পারি। তাও তিনি ভালই মনে করেন। তিনি কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ—বাংলার স্থায়ী বাসিন্দা। নেহেরুদের পরিবারের মানুষ। এঁরা খুবই সমৃদ্ধিশালী ও সদাচারপরায়ণ। পরমপিতার দয়ায় তুমি সুস্থ হ'য়ে এখানে আসলে আলোচনা ক'রে একটা কিছু ঠিক করা যাবে। তিনি রামকানালী খুবই পছন্দ করেন। আর বরাকর নাকি প্রায় দিক দিয়েই রামকানালীর মতই সুন্দর, স্বাস্থ্যপ্রদ। রাণীগঞ্জও খুব ভাল, তবে রামকানালী বা বরাকরের মতন অতো স্বাস্থ্যপ্রদ নয়। আর industrially (শিল্পের দিক দিয়ে) খুবই উচ্চ, এমন-কি monarch (রাজা) বললেও চলে। চাকরী-বাকরী চলা-ফেরারও খুব সুবিধা। দু'খানা লেদ নিয়ে বসলেও একজনের ফেলেজেলে হাজার টাকা উপায় হতে পারে—এমনতরই নাকি।

মেদিনীপুরের জমির ব্যাপারে এক ভদ্রলোক তোমার through দিয়ে (মাধ্যমে) আমার কাছে একখানা appeal (আবেদন) পাঠিয়েছেন। আমি তাঁকে লিখে দিলাম, আমার মেজ ভাই ও-সব ব্যাপার নিয়ে deal (কাজ) করছেন। আপনি তার কাছে উপস্থিত হবেন।

আমার শরীর, মন কিছুই ভাল না। দিন-দিনই অবশ স্থবির হ'য়ে উঠছি। তোমাদের সুস্থ সংবাদ পেলে হয়তো খানিকটা স্বস্থ হ'য়ে থাকতে পারি।

খুকী কেমন আছে? পাগলু, শান্তু, কানু, তোতা, মঞ্জু—এরা কেমন আছে? শরবিন্দু তার স্ত্রী সহ ভাল আছে তো?

আমার আন্তরিক 'রাম্বা' জেনো। যারা চায় সবাইকেই দিও।

ইতি—

তোমারই

দীন দাদা

৫ই শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৫৫ (ইং ২১।৭।১৯৪৮)

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় এসে বসেছেন। রামশঙ্করদার সঙ্গে অনেক সময় দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতি

সম্পর্কে আলোচনা করলেন। ইষ্ট, ধর্ম্ম ও কৃষ্টিমুখী চলন বাদ দিয়ে যে প্রকৃত কল্যাণ হবার নয় সে-কথা নানাভাবে বুঝিয়ে বললেন।

এরপর শরৎদা (হালদার) আসলেন—পাতিত্য সম্বন্ধে আলোচনা হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জীবনবর্দ্ধনবিমুখী চলনই পাতিত্য।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—গোরক্ষনাথকেই নাথ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখবেন—কয় বর্ণই আছে, সব নাথ একরকম নয়।

শরৎদা—মুচি কি প্রতিলোম?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব ভাল ক'রে খুঁজে দেখতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—অনুলোম-ক্রমে বিহিতভাবে বাইরের অহিন্দু সমাজ থেকেও মেয়ে আনা যায়। কিন্তু মেয়ে যত্রতত্র দেওয়া চলে না।

শরৎদা চীনাদের সম্বন্ধে কথা তুললেন। ওদের মধ্যে বর্ণ আছে কিনা সে-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুনেছি, ওদের এক শ্রেণী সম্বন্ধে মনুসংহিতায় ক্ষত্রিয় বলে উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু তারা দীর্ঘদিন কৃষ্টির সঙ্গে সংস্রবচ্যুত হওয়ায় পাতিত্য লাভ করেছে। আমার মনে হয়, তপস্যা ও বীজোৎকর্ষে মানুষের পাতিত্যের নিরসন হ'তে পারে। এমন-কি আমার মনে হয়, প্রতিলোম-জাতকদের পর্য্যন্ত ধীরে-ধীরে তপস্যা ও বীজোৎকর্ষের ভিতর-দিয়ে কিছু-কিছু সংশোধন হ'তে পারে। মেয়েদের উচ্চবংশে বিয়ে যদি হয় এবং স্বামীর উপর টান যদি থাকে তা'হলে অনেক কাজ হয়। কিন্তু প্রতিলোম পুরুষ-জাতকদের পরিবর্ত্তনের জন্য লাগে তার নিজের কঠোর তপস্যা। অপকৃষ্টা একটা স্ত্রী সে যদি উৎকৃষ্টকে ভজনা করে, দেখা যাবে তার ভোল বদলে গেছে। সে আর ইল্লত বরদাস্ত করে না। একেবারে আগুন হ'য়ে যায়।

আর একটা ধরেন—যে-গরু দুধ কম দেয়, ভাল দুধেল গরুর বাচ্চা দিয়ে তার গর্ভাধান হ'লে তার দুধের পরিমাণ বেড়ে যাবে। এটা আমাদের দেখা আছে। এই যে দুধটা বাড়লো, তার কারণ ঐ যে বীজ পড়লো, তাকে পোষণ দিতে গিয়ে তার সমগ্র দেহবিধানে অতোখানি পরিবর্ত্তন আসলো। অতখানি বৈধানিক পরিবর্ত্তন যদি না হয়, তবে দুধ বাড়লো কি ক'রে?

আবার ধরেন, একজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে একজন বৈশ্যার যৌনমিলন হলো। সেখানে কিন্তু তার পেটের সন্তানকে nurture (পোষণ) দিতে গিয়ে তার দেহবিধানে পরিবর্ত্তন আসবে। ঐ-বীজই যেন তাকে টেনে লম্বা করে দেবে।

শুনেছি, আমেরিকায় নিকৃষ্ট জাতীয় যাঁড় দিয়ে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গাভীর গর্ভাধান আইনতঃ দণ্ডনীয়। তাই বলি, বিয়ে কিন্তু ফাজলামি নয়। এর উপর নির্ভর করে নিজের জীবন, পারিপার্শ্বিকের জীবন, সন্তানের জীবন। ফচাৎ

ক'রে যেখানে-সেখানে বিয়ে করলাম আর বললাম—ভালবাসা অবাধ। তা'তে হবে না, বিধি তা'তে ছাড়বে না।

কেষ্টদা—অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর প্রাণীর প্রজননের ব্যাপারে এত বিচারের প্রয়োজন আছে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর মধ্যেও ভাল-মন্দ আছে। ওর মধ্যে ভালটা দিয়ে breed (প্রজনন) করালে তার ফলে উন্নতি হয়।

কেষ্টদা—দেশী ষাঁড়ের বেশীর ভাগের দশাই যখন ভাল নয়, সেখানে দেশী ষাঁড় দিয়ে breed (প্রজনন) করালে কি উন্নতি হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Classify (শ্রেণীভাগ) ক'রে better (উন্নততর)-গুলি select (নির্ব্বাচন) ক'রে নিয়ে করলে কিছু improvement (উন্নতি) হবে।

কেষ্টদা—যেখানে একটা জাতির বেশীর ভাগ লোক অপকৃষ্টতা প্রাপ্তির দিকে চলেছে, তাদের জৈবগতভাবে উন্নত করা যায় কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবর্ণ ও অনুলোম অসবর্ণ বিয়ে ঠিকভাবে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করতে হয়। পুরুষ যেন কখনও মেয়ের তুলনায় নীচু ঘরের না হয়। বিয়ের সম্বন্ধে আমার যা'-যা' বলা আছে, তার সব দিকেই লক্ষ্য রেখে চলা লাগে। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে চিন্তাধারাগুলি ভাল ক'রে চারান দরকার।

কেষ্টদা—অতোদিনে তো অন্যজাতি এদের আক্রমণ ক'রে সাবাড় ক'রে দেবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জাতিকে শক্তিমান, সংহত, ঐক্যবদ্ধ ও উন্নত করার জন্য যে-সব কথা বলেছি তার সঙ্গে-সঙ্গে বিবাহের দিকে নজর দিতে হবে। যাজন, দীক্ষা, সেবা, সংগঠন, সদাচার, বর্ণাশ্রম, শিক্ষা, সাধনা কোন দিকে যেন ত্রুটি না থাকে। আর, আমাদের দেশে বিয়ে জিনিসটা এমন একটা ছোট গণ্ডীর মধ্যে এসে গেছে যে তাজা নূতন রক্তের সংমিশ্রণ হ'তে পারছে কমই। আজ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, যদিও সে কনৌজি ব্রাহ্মণেরই বংশ, তবু তার সঙ্গে কনৌজি ব্রাহ্মণের বিয়ে-থাওয়া হয় না। বেহারী ব্রাহ্মণের সঙ্গেও তার কোন বৈবাহিক সম্পর্ক নেই। Society (সমাজ)-টা expanded (বিস্তৃত) হ'লে newer higher blood (নূতন উন্নত রক্ত) পেতাম, তাতে জাতির উন্নতি ও সংহতির পক্ষে সুবিধা হতো।

কেষ্টদা—তাহ'লে proper interprovincial marriage (বিহিত আন্তঃ-প্রাদেশিক বিবাহ) হ'লে তো অনেকখানি improve করবে (উন্নতি হবে)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতে ঢের improve করবে যদি clan (বংশ)-গুলি ঠিকমত দেখে-শুনে করা যায়।

কেষ্টদা—বেহারী নিজেকে উন্নত মনে করবে, বাঙ্গালী নিজেকে উন্নত মনে করবে, এই নিয়েই তো মুশকিল হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিজ্ঞানসম্মতভাবে যে-যে বিষয় বিবেচনা করবার তা' ক'রে যেখানে বিধি-অনুযায়ী ঠিক-ঠিক মেলে সেখানে করতে হবে। অন্ধ-অহমিকার প্রশ্রয় দিলে সত্য থেকে বঞ্চিত হব আমরা।

এর কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—'একমেবাদ্বিতীয়ং শরণম্'—ঐ-টের আগে ওঁ দেওয়া ভুল হয়েছে। ওঁ বীজমন্ত্র, ওটা ও-ভাবে use (ব্যবহার) না করাই ভাল।

শরৎদা—আমাদের নামও তো ও-ভাবে গাওয়া ঠিক না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার নিষেধ করা ছিল। কিন্তু ঠেকান যায়নি।

কেষ্টদা—উপনয়নের আগে কি বীজ দেওয়া উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' পারা যায়।

কেষ্টদা—খুব ছেলে-বয়সে দীক্ষা দিলে অনেক সময় দীক্ষার মর্য্যাদা রাখতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি সেইজন্য বলি শুধু নাম ব'লে দেবার কথা। সেইসঙ্গে ইষ্টভৃতি ও সদাচার ইত্যাদি তো পালন ক'রে চলবেই।

এরপর কেষ্টদা প্রভৃতি কয়েকজন প্রণাম ক'রে উঠে পড়লেন।

প্রফুল্ল—একটা সিনেমায় এই কথাটা শুনেছিলাম—ভালবাসা না হ'লে ভাল বাসা (বাড়ী) হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—ভালবাসা না হ'লে ভাল ভাষাও হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর অমূল্যদাকে (ঘোষ) রামকানালীর কাজে জোর দিতে বললেন।

রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা)—আপনি সুপ্রজনন-মূলক ভাবধারা চারাতে বলেন, কিন্তু এ-সম্বন্ধে পুরুষদের মধ্যেই আলোচনা হয়, মায়েদের মাথায় এ-জিনিস নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাড়ীতে-বাড়ীতে convincing love-association (প্রত্যয়-প্রদীপী প্রীতি-সঙ্গ) না থাকায়, family (পরিবার)-এর ভিতর শিকড় গাড়ছে না। বাড়ীর সকলকে নিয়ে রোজ সব বিষয়ে normal conversation (স্বাভাবিক আলাপ-আলোচনা) চালানই লাগে, নচেৎ গলতি ঢোকে। ভাবধারা-গুলি মাথায় বসে না। আলাপ-আলোচনায় উদ্বুদ্ধ ক'রে সকলের মধ্যে conviction (প্রত্যয়) গজিয়ে তুলতে হয়। আর, এটা করতে হবে—lovingly (ভালবাসার সঙ্গে), normally (স্বাভাবিকভাবে), joyously (আনন্দের সঙ্গে), imposition (উপর চাপান)-এর মত ক'রে নয়। Day to day nurture (দৈনন্দিন পোষণ) চাই। পাঁচ বছরের ছেলেকে নাম দিয়ে তখন থেকে যে তা'র habit (অভ্যাস)-এর মধ্যে জিনিসগুলি ঢোকাতে হবে সেইটেই হয়তো ignore (উপেক্ষা) করলাম। পরে বড় হ'লে আর বাগে পেলাম না। কিন্তু তেমনভাব nurture (পোষণ) দেওয়া হ'লে ছেলেই হয়তো বাপকে খোঁচাবে ইষ্টপথে চলবার জন্য। কতজনে হয়তো নাম নিয়েছে, তার ছেলের উপর

control (আধিপত্য) নেই, বউয়ের উপর control (আধিপত্য) নেই। কিন্তু দিনের পর দিন আনন্দের মধ্য-দিয়ে গল্পচ্ছলে মিষ্টি ক'রে যদি তাদের মধ্যে ভাবগুলি চারান যায় এবং নিজেদের ইষ্টচলন যদি প্রাণ-উপচান স্বতঃস্ফূর্ত্ত রকমের হয়, তাহ'লে এমন হয় না। তাদেরও অজ্ঞাতসারে ইষ্টের উপর নেশা ধ'রে যায়। তাঁকে নিয়েই মেতে ওঠে। আমরা সেদিকে চেষ্টাই করি না, করতে গেলেও এমনভাবে করি যে, তারা হয়তো ধরতেই পারে না—তাদের জীবনের সঙ্গে এর কি অপরিহার্য্য সহজ সম্পর্ক, তাই convinced (প্রত্যয়দীপ্ত) হয় না। আর, ইষ্টভৃতি করার মত আমি বলি প্রতি পরিবারে ছেলেপিলেদের দিয়ে পিতৃভৃতি মাতৃভৃতি করার কথা। এমন ক'রে ছেলেপিলেদের মধ্যে auto-initiative active zeal (স্বতঃ-প্রণোদিত সক্রিয় উৎসাহ) গজিয়ে তুলতে হয়, যাতে তাদের মা-বাবাকে daily (প্রত্যহ) কিছু না দিয়েই ভাল লাগে না। মায়ের দেখা উচিত যাতে বাবাকে দেয়, বাবার দেখা উচিত যাতে মাকে দেয়। বাবা হয়তো জিজ্ঞাসা করবে—তুমি আজ তোমার মাকে কিছু দিয়েছ নাকি? সে হয়তো বলল—একটা বরবটি তুলে দিয়েছি। আবার ধর, মাকে হয়তো ছেলে একটা মার্ব্বেল এনে দিল, মা হয়তো বললো—তোমার বাবাকে তো কিছু দাওনি, তাঁকে দেবে না? সে হয়তো তখন বললো কাল আমি বাবাকে কুল এনে খাওয়াবই। মা হয়তো তখন বলল—পরের গাছের কুল না ব'লে এনো না কিন্তু, যাদের গাছ তাদের ব'লে-ক'য়ে খুশি ক'রে এনো। শুধু পাওয়ার কথাই ভেবো না, আমাদের বাড়ীর জিনিস যা' পার মাঝে-মাঝে তাদের দিও। এইভাবে normal moral training (স্বাভাবিক নৈতিক শিক্ষা)-ও দিয়ে দিতে হয়। তাই, superior (গুরুজন)-কে দেবার প্রবৃত্তি যাতে inevitable (অবশ্যম্ভাবী) ও irresistible (অনিবার্য্য) হয় তা' করাই চাই—দৈনন্দিন তীক্ষ্ণ নজরে। এতে দেখতে-দেখতে এক-একটা বাচ্চা দিকপাল হ'য়ে উঠবে। তাদের আর গোলামী করা লাগবে না। এই হ'লো শিক্ষার স্বস্তিমন্ত্র।

রাত হ'য়ে গেছে। সমবেত ভক্তবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনছেন দয়ালের অমৃত-বাণী। মাঝে-মাঝে সরোজিনীমা তাঁকে তামাক, জল, সুপারি দিচ্ছেন।

সুরেনদা (বিশ্বাস)—আমি অনেক বাড়ী থেকে অভিযোগ শুনেছি যে, কোন-কোন ঋত্বিক্ সেখানে যান, থাকেন, কিন্তু তাদের সবদিককার ভালমন্দ, সুখ-দুঃখের কোন খবরই নেন না বা তাদের সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে কোন চেষ্টাও করেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর আবেগভরে বললেন—ঋত্বিকের duty (কর্ত্তব্য) হ'লো তাই করা যাতে প্রত্যেকটা family (পরিবার) nurtured (পুষ্ট) হয়, exalted (উন্নত) হয়, developed (বিকশিত) হয়। এটা না হ'লে তার জীবনই ব্যর্থ। এই-ই যে ঋত্বিকের কাজ। সে আঁকুপাকু ক'রে সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করবে

যাতে কেউ হীন অবস্থায় না থাকে কোন দিক দিয়ে ; সবরকমে বেড়েই যেন ওঠে—হৃদয়ে, চরিত্রে, সম্পদে, সুখে, ইষ্টীপূত উৎসর্গে। এইরকম ঋত্বিক্ হ'লে আবার দেবজাতি গড়তে ক'দিন লাগে? ক'জনের মাথায় তা' আছে? ক'জন সেটা বোঝে? এ যাদের আছে, তারাই দাঁড়াবে, নতুবা দাঁড়াতে পারবে না, বাদ প'ড়ে যাবে, তবে আবার নূতন grow করবে (গজাবে)। তাই ঋত্বিকতার জন্য চাই best instinct (সর্ব্বোত্তম সংস্কার)-এর লোক। বলে 'বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ'। ঋত্বিকের কাজ সেই ব্রাহ্মণের কাজ। বেছে-বেছে লোক জোগাড় ক'রে তাদের training (শিক্ষা) দিয়ে তবে ঋত্বিক্ করতে হবে। এরা ঘরে-ঘরে সমাজে ছিটিয়ে দিতে থাকবে। আর, বাইরে চলবে paper propaganda (সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচার)। যাই করি ঘুরে-ফিরে দেড়লক্ষ specific initiates (বিশেষ দীক্ষা) চাই-ই—ও বিনে কাজ হবে না।

একটু পরে অমূল্যদা প্রভৃতি আশ্রমের স্থান-সম্পর্কে বলছিলেন—শহর থেকে দূরে থাকাই ভাল, নচেৎ অনেক সময় দেখা যায় শহরের মধ্যে থাকলে ছেলেপিলেরা সেখানকার খারাপ দিকটাই বেশী ক'রে অনুকরণ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আদত কথা—দড়িও শক্ত হওয়া চাই, খুঁটোও শক্ত হওয়া দরকার। দড়ি মানে টান আর খুঁটো মানে যাতে টান নিবদ্ধ থাকে। শক্ত খুঁটো আর শক্ত দড়ি হ'লে নিজে অন্যর টানে না প'ড়ে অন্যকেই টেনে আনতে পারে। ফলকথা, যজন-যাজন দুই-ই ছেলেবেলা থেকে হাড়মাংসের মধ্যে এমন ক'রে ঢুকিয়ে দিতে হয়, যাতে প্রাণ গেলেও তা' না ছাড়ে।

জিতেনদা (রায়)—যাজনের সময় 'দীক্ষা নাও' এই কথা বলা কি ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারাই ঋত্বিক্ ভাল, যাদের মুখে বলা লাগে না যে দীক্ষা নাও, কিন্তু যাদের ব্যক্তিত্ব এমন আকর্ষণী ও উদ্দীপনী যে লোকে তাদের ছাড়তে চায় না এবং তাদের সঙ্গ-সাহচর্য্যে ইষ্টের ভাবে উদ্দীপ্ত হ'য়ে নিজেরাই দীক্ষার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে। তা'ছাড়া আমরা যেন এ অমূল্য জিনিসকে যথাযোগ্য গুরুত্ব ও মর্য্যাদার সঙ্গে মানুষের সামনে ধরতে পারি। মোহর বেচতে গেলে তার মূল্য নিজেও বোঝা চাই এবং অপরকে বোঝাবারও ক্ষমতা থাকা চাই। প্রত্যয়বিহীন খেলো-রকমে যারা যাজন করে, তারা ধর্ম্ম-কৃষ্টি-ইষ্ট-সম্পর্কে একটা প্রাণদ উদ্দীপনার সৃষ্টি করতে পারে না।

সুরেনদা—এক জায়গায় ৭ জন লোক দীক্ষা নেবার জন্য প্রস্তুত হয়, পরে গিয়ে শুনি একজন কথা তুলেছে 'মা'র অনুমতি না নিয়ে দীক্ষা নেওয়া ঠিক নয়, এবং এইভাবে আর সকলকেও বুঝাচ্ছে, তখন আমি তাকে খুব ধমক দিলাম। তাতে সে দীক্ষা নিল না বটে, কিন্তু আর ৬ জন দীক্ষা নিল। তারা বুঝল যে, ওটা তার মিথ্যে অজুহাত। কারণ, সে তা'র মা'র সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে কোন সম্পর্ক'ই রাখে না। ওকে যে বকলাম, সেটা কি ভাল হ'লো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল হবে না কেন? যেখানে যেমন করলে ভাল হয়, সেখানে তেমন করাই ভাল।

খুব এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে গেল। রাত দশটার পর বৃষ্টি থামল। তখন অনেকেই বিদায় নিলেন।

৬ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৫ (ইং ২২।৭।১৯৪৮)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর উত্তর দিকের বারান্দায় পূর্ব্বকোণে তক্তপোষে শুভ্র শয্যায় সানন্দে ব'সে আছেন। পাশেই শ্রীশ্রীবড়মার ঘর। ঘরের দরজাটি খোলা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রীতি-উচ্ছল কণ্ঠে বললেন—বড় বৌ! কি কর?

শ্রীশ্রীবড়মা—কি আর করব? সেইদিন ভাতের সঙ্গে তোমার মুখে কাঁকর পড়েছিল, তাই চালগুলি নিজেই বেছে দিচ্ছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি কি ক'রে জানলে যে আমার মুখে কাঁকর পড়েছিল? তুমি বিব্রত হবে ভেবে আমি তো আলগোছে কাঁকরটি ফেলে দিয়েছি। তোমাকে তো কিছু বলিনি।

শ্রীশ্রীবড়মা—না বললে কি হয়? তোমার কখন কি অসুবিধা হয়, আমি একটু-একটু টের পাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্নেহল শ্রদ্ধার সুরে দরদ-কোমল কণ্ঠে বললেন—ধন্যি মানুষ তুমি। তোমার মত একজন আমার পিছনে তাল দেওয়ার না থাকলে আমি গিছিলাম আর কি!

অপার্থিব দাম্পত্য প্রেমের এই প্রাণস্পর্শী মধুর আলেখ্য প্রত্যক্ষ ক'রে উপস্থিত ভক্তবৃন্দের দু'নয়নে আনন্দাশ্রু উদ্গত হ'লো।

সামান্য ক'টি ঘরোয়া কথা। কিন্তু এর ভিতর-দিয়েই যেন সবার মনের দিগন্তে চকিত চমকে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো এক অপরূপ রূপলাবণ্যময় দিব্য-লীলার বিজলী-দীপ্তি।

প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন ক'রে শ্রীশ্রীবড়মা বললেন—সেদিন কল্যাণী, তিনা (শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রথমা ও দ্বিতীয়া পৌত্রী) ওরা ওদের মা'র সঙ্গে এসেছিল, বলছিল বাবুর (শ্রীশ্রীঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পৌত্র) নাকি মাকে ছেড়ে কলকাতায় মোটেই ভাল লাগে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর তা' তো হবারই পারে। বড়খোকা, মণির যেমন নেশা আছে তোমার উপর, কাজলার যেমন নেশা আছে তার মা'র উপর, ওরও তেমনি। এ এক রাজলক্ষণ। পরক্ষণে বললেন—আমি তো মা'র কথা লহমার তরেও ভুলতে পারি না (দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন)।

একটু থেমে বললেন—আবার সাধনা (শ্রীশ্রীঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা) যেমন আমা-ঝোঁকা ছিল, কল্যাণীও তেমনি বাপ-ঝোঁকা হইছে। এই ধারা বোধহয় বংশপরম্পরায় ব'য়ে চলে, অবশ্য যদি বিয়ের গোলমাল না হয়।

কালিদাসীমা তামাক সেজে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আপন মনে উদাসভাবে তামাক খাচ্ছেন আর কি যেন ভাবছেন।

তাঁর ভাবনার কারণ কী একটু পরে বোঝা গেল।

প্যারীদার শিশুকন্যা প্রীতি প্যারীদার ঘরে ব'সে কি যেন বায়না ধ'রে খুব কাঁদছিল। কিছুতেই তাকে থামান যাচ্ছিল না। এই ব্যাপারে শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবিত কণ্ঠে বললেন—আদর দিয়ে মেয়েটাকে নষ্ট করেছে। সংযম শেখাবার দিকে নজর দেয়নি। ফলকথা, আগলহারা বাৎসল্য বিকার সৃষ্টি করেছে। এখন একটু বাধাও সহ্য করতে পারে না। বেশী বাধাও দেওয়া চলে না, তাতে হয়তো শরীর অসুস্থ হ'য়ে পড়তে পারে। এখন বুদ্ধি না হ'লে আর ঠিক হবে না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর অশ্বত্থ গাছের নীচে তাঁবুতে এসে বসলেন—প্যারীদা (নন্দী), কালিদাসীমা, সরোজিনীমা, অরুণ (জোয়ার্দ্দার), পণ্ডিত (ভট্টাচার্য্য), কাশীদা (রায়চৌধুরী), বিজয় রায়দার মা প্রভৃতি গড়গড়া, তামাক, টিকে, দেশলাই, জলের ঘটি, সুপারির কৌটা, দাঁতখোটা, পিকদানি, জলরাখার খাঁচ-কাটা পিঁড়ি প্রভৃতি সঙ্গে নিয়ে পিছনে-পিছনে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের হাঁটার এক মোহন, সুঠাম, অনন্য ছন্দ ও গতিভঙ্গিমা আছে। প্রতিটি পদক্ষেপের মধ্যে এবং কটিদেশ ও বাহুযুগলের দোলনে আছে এক অপূর্ব্ব তাল, মান, লয়, এক মনোলোভন শোভন সুরসঙ্গীত। দুচোখ ভরে দেখার মত জিনিস বটে! শুধু তাই নয়, নিখিলনাথ এই নরবরের প্রতিটি যা'-কিছু বিশ্বচরাচরের শাশ্বত ধ্যানের ধন, যা' মানুষকে উত্তোলিত ক'রে তোলে সক্রিয় কারণ-লীনতার তুরীয় ভূমিতে।

নোয়াখালির দীনেশদাকে দূর থেকে আসতে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর সোল্লাসে উচ্চৈঃস্বরে বললেন—কি রে দীনেশ! কখন আলি?

দীনেশদার চোখে-মুখে এক অকহ আনন্দের হিল্লোল জেগে উঠলো। তিনি দ্রুতপদে অগ্রসর হ'তে-হ'তে হাসিমুখে বললেন—আজ সকালে আসছি বাবা!

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোথায় উঠিছিস্?

দীনেশদা—গেষ্ট হাউসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জিনিসপত্র সাবধানে রাখিছিস্ তো? আর প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে পূজা-আর্চ্চা ক'রে কিছু মুখে দিয়ে নিছিস্ তো?

দীনেশদা প্রণামান্তে বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—বয়! গল্প শুনি। খবর সব ভাল তো?

দীনেশদা—আপনার দয়ায় ভালই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার দয়ায় ।.....................আর কি খবর?

দীনেশদা—আমি আজকাল কৈলাসহরে আছি। কিছুদিন আগে দেখতাম সৎসঙ্গের নাম শুনলে লোকে খুব শ্রদ্ধা করতো। কিন্তু এখন দেখি লোকে যেন সৎসঙ্গের নাম শুনতে পারে না। অবশ্য, আমাদেরও যে দোষ নেই তা নয়। আমাদের কোন-কোন কর্ম্মী মানুষের সঙ্গে অযথা বিরোধ সৃষ্টি করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! আমাদেরই ত্রুটি। আমরা লোকের সঙ্গে ব্যবহার করতে জানি না। যদি ইষ্টনিষ্ঠা বজায় রেখে তেমনতর প্রাণকাড়া ব্যবহার করতে পারি, মানুষ তখন আমাদের পর ভাববে কেন? বরং ভাল না বেসে পারবে না। ফলকথা, সেবাপ্রীতি দিয়ে সবাইকে আপন ক'রে নিতে হবে। সেইটেই তো আমাদের কাজ। তা' যদি না পারি, লোককে যদি অসন্তুষ্ট ও শ্রদ্ধাহারা ক'রে তুলি, সেটা তো আমাদের পক্ষে একটা মস্ত lisqualification (অবগুণ)। পরমপিতার দিকে আমরা যত এগোই, মানুষকে কাছে টানার শক্তি তত আমাদের বৃদ্ধি পায়।

সূর্য্যস্নাত ধরিত্রী। আকাশ, বাতাস, চতুর্দ্দিকের পরিবেশ নির্ম্মল ও মধুময়। এই আনন্দ-মধুর পরিমণ্ডলে তাঁর শ্রবণসুখকর মনাহরণ আলাপন শুনে সবার অন্তর এখন সুধাসিক্ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর ললিতমধুর ভাবগাম্ভীর্য্য নিয়ে কিছু সময় নিস্তব্ধভাবে আকাশের দিকে চেয়ে আছেন। তাঁর মন যেন তখন বিচরণ করছে কোন সুদূরে, মানুষের ধরাছোঁয়া নাগালের বাইরে। হঠাৎ প্রফুল্লর দিকে চেয়ে স্মিতবদনে টকাটক পর-পর বলে গেলেন।

'নিরাকরণ যেখানে নিঝুম,
ব্যভিচারও সেখানে বেধুম।'
'স্বেচ্ছাচার যেখানে সমর্থিত,
সত্তাচার সেখানে অবগুণ্ঠিত।'
'ধর্ম্ম যেখানে ব্যাহত,
নিরাপত্তাও সেখানে শঙ্কিত।'
'প্রেম যেখানে প্রাঞ্জল,
    প্রাণও সেখানে সবল—
    আবার কৌশলও কুশল সেখানে।'
'মৃত্যু যেখানে ধনিক,
ব্যভিচারও তথায় বণিক।'
'সত্তার সৌন্দর্য্য—
    কদর্য্য যা'—
        তার অপনোদক।'

'মন যেমন যুক্ত,
চলনও তেমনি মুক্ত।'
'প্রীতি যা'তে ছিন্ন,
ভালবাসা তাতেই,—
অন্যে নয় কিন্তু।'
'ব্যভিচারিণী যেখানে প্রীতি,
ব্যর্থ সেখানে আরতি।'

লেখাগুলি দেবার পর শ্রীশ্রীঠাকুরকে পর-পর প'ড়ে শোনান হ'ল। শ্রীশ্রীঠাকুর উপস্থিত সবার দিকে চেয়ে কয়েকবার জিজ্ঞাসা করলেন—ঠিক আছে তো?

সবাই এক বাক্যে বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ! খুব সহজ ও সুন্দর হয়েছে।

এখন বেলা সওয়া দশটা। এমন সময় কাজলভাই এসে দাঁড়ালেন, শ্রীশ্রীঠাকুর 'বাপাই সোনা! বাপাই সোনা' ব'লে আদর করতে-করতে কাজলভাই-সহ বাড়ীর মধ্যে পরমপূজনীয়া ছোটমার ঘরের দিকে গেলেন।

আজ বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর পর-পর অনেকগুলি অপূর্ব্ব বাণী দিলেন। এখন বেশ রাত হয়েছে। দয়াল দিব্যভাবে মাতোয়ারা হ'য়ে আশ্রম-প্রাঙ্গণে ভক্তজন পরিবেষ্টিত হ'য়ে ব'সে আছেন। এক মধুর আবেশে সবাই বিভোর। এমন সময় দেওঘরের স্থানীয় এক ব্যক্তি এসে প্রণামান্তে প্রশ্ন করলেন—'ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং, মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ'—কথাটার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর সহজ ক'রে বললেন—ধর্ম্মের তত্ত্ব বা তাহাত্ব সাধারণ মানুষের বোধের ঊর্দ্ধ্বে থাকে, কারণ, এটা ধ'রে, ক'রে, চ'লে উপলব্ধি করতে হয়। এইটিই ধর্ম্মের প্রাণমর্ম্ম। তার আগ পর্য্যন্ত তা আমাদের বোধের কাছে ধরা পড়ে না, এককথায় বলা চলে—তা' তখনও পর্য্যন্ত আমাদের কাছে সুপ্ত, লুপ্ত ও গুপ্ত থাকে। মহাজন মানে বেত্তাপুরুষ, যিনি বিধিমাফিক ক'রে চ'লে মূল বস্তুটা সত্তা দিয়ে অনুভব ক'রে তার সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে গেছেন। তাঁকে কয় ধর্ম্মমূর্ত্তি। তিনি যে-পথ ধ'রে চলেছেন, সেই পথ ধ'রে চলতে হবে। এককথায়, তিনিই ধর্ম্মের পথ ও গন্তব্য। জানপ্রাণ দিয়ে তাঁকে ভালবেসে কাঁটায়-কাঁটায় তাঁকে অনুসরণ ক'রে চলতে হবে। নচেৎ তথাকথিত লাখ আলোচনায় ধর্ম্মের মর্ম্ম আমাদের কাছে revealed (প্রকাশিত) হয় না। আলোচনা মানেও আমি বুঝি চলার জন্য সম্যক দেখা। চোখটা তাঁতেই নিবদ্ধ রাখতে হয়। তিনিই দ্রষ্টব্য। তাঁর সঙ্গ করতে হয় শ্রদ্ধা ও সেবার সঙ্গে। তাঁর প্রতিটি চলা-বলার তাৎপর্য্য অনুধাবন করতে হয়। প্রয়োজনমত প্রশ্ন ক'রে বুঝে নিতে হয়। তাঁতে সক্রিয়ভাবে তন্ময় হলেই ধর্ম্ম জেগে ওঠে আমাদের জীবনে। এই চলন সত্তা বা অস্তিত্বকে নিটোলভাবে ধ'রে রাখে ক্রমবৃদ্ধিপর ক'রে, তাই একে কয় ধর্ম্ম।

বৃত্তিমুখী হ'লে সত্তা পয়মালের দিকে যায়। জীবনটাই সঙ্গীন হ'য়ে ওঠে। ওটা ঝাড়েমূলে লোপাট হবার পথ।

ভদ্রলোক মুগ্ধ হ'য়ে বললেন—এমন সহজ সুন্দর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা কোনদিন পাইনি ধর্ম্মের।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিনীতভাবে বললেন—আমারও কোন বিদ্যে-বুদ্ধি নেই। শাস্ত্র-টাস্ত্র জানি না। আকাট মুখ্যু মানুষ। পরমপিতা যা' চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, তাই বলি নাংলা ভাষায়। ভাল করে গুছিয়ে বলতেও শিখিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অহংলেশহীন উক্তিগুলি শুনে ভদ্রলোকের চোখ ছলছল ক'রে উঠলো। তিনি ভাববিহ্বল অন্তরে ভূলুণ্ঠিত হ'য়ে প্রণাম ক'রে বিদায় গ্রহণে উদ্যত হলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এখানেই তো থাকেন, ফাঁক পেলেই চ'লে আসবেন। মাঝে-মধ্যে দেখতে পেলে খুশি হব। নিজে তো যেতে পারি না কোথাও।

ভদ্রলোক বললেন—আজ্ঞে, চেষ্টা করব। সংসারী জীব। নানান তালে জড়িয়ে থাকি, তাই ইচ্ছা থাকলেও পেরে উঠি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্'। তাঁর জন্য যদি সংসার হয়, তবে নানান তাল এক তালে পর্য্যবসিত হয়। তখন অসঙ্গতিজনিত ক্লান্তি ক'মে যায়, সঙ্গতিপ্রসূত শান্তির জোয়ার আসে জীবনে।

ভদ্রলোক কতকটা স্বগতভাবে উক্তি করলেন—এমন মধুর কথা শুনিনি কখনও কানে।

তিনি চ'লে যাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর আপন মনে বললেন—একজন সৎসঙ্গীর কথাবার্ত্তা, আদবকায়দা, চালচলন এমন হওয়া উচিত যাতে মানুষ তাকে পেয়ে ছাড়তে চাইবে না, মনে করবে কত অন্তরঙ্গ বন্ধু।

শ্রীশ্রীঠাকুর এখন একবার তারিয়ে-তারিয়ে তাম্রকূট সেবন করলেন। নিজের শ্রীমুখ-নির্গত কুণ্ডলীকৃত ধূম্ররাশি নিজেই কৌতুকভরে দেখতে লাগলেন। তাঁর শ্রীঅঙ্গ ক্ষণে-ক্ষণে আনন্দ-দোলনে দুলে-দুলে ফুলে-ফুলে উঠছিল। আহা সে কি অপরূপ রূপ! কার সাধ্য তাঁর দিক থেকে চোখ ফেরায়? কি যে যাদু, কি যে মধু, কি যে অপার রহস্য তাঁর, ভাষায় তার কি কোন বর্ণনা হয়? একমাত্র তিনিই তাঁর তুলনা।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় এসে বসলেন। জনৈক দাদা চট্টগ্রামের কয়েকটি স্থানে যে সৎসঙ্গ-বিরোধী ভাব দেখা দিয়েছে সেই সম্বন্ধে বিস্তারিত বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর নীরবে ধৈর্য্য-সহকারে সব কথা শুনে দৃঢ় প্রত্যয়ব্যঞ্জক কণ্ঠে

বললেন—যারাই জীবন চায়, বাঁচতে চায়, বাড়তে চায়—এমনতর যে-কেউই হোক, সৎসঙ্গের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না। সৎসঙ্গের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো মানে নিজের সত্তা-সম্বর্দ্ধনার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। আমার মনে হয় আমরা ঠিক মতন পরিবেশন করতে পারি না, তাই মানুষের মধ্যে বিরুদ্ধ ভাব দেখা দেয়। নিজেদের ত্রুটি সংশোধন না ক'রে অপরের দোষ নিয়ে কচলাকচলি করা ভাল না। মানুষকে আপন ভাবতে হয়, আপন ক'রে তুলতে হয় শিষ্ট সেবা ও ব্যবহার দিয়ে।

একটি দাদা ব্যবসা-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের মতামত জানতে চাইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—ব্যবসা করতে হ'লে বিধি-মাফিক করা চাই। প্রফুল্লর কাছে জেনে নিস্ কী-কী করতে হয়। যে নিজে বাঁচতে চায় at the cost of another (অন্যের বিনিময়ে), এই যার ব্যবসায়ের মূলমন্ত্র, সে কখনও দাঁড়াতে পারে না। যাকে দিয়ে পরিপোষিত হবে, পরিরক্ষিত হবে, পরিপূরিত হবে, তাকে পরিপোষণ, পরিরক্ষণ ও পরিপূরণ করার ধান্ধা যার নাই, এক কথায় আত্মকেন্দ্রিক বা স্বার্থান্ধ যে, অন্যের দিকটা, তার অভাব, প্রয়োজন ও দুঃখ-কষ্টের দিকটা অনুধাবন ক'রে যে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চলতে পারে না—সেবা-সুন্দর লাভাবহ কৃতী-চলন নিয়ে, প্রকৃতপক্ষে ব্যবসায়-সম্বন্ধেই তার সম্যক ধারণা জন্মে না। তাই সে successful-ও (কৃতকার্য্যও) হয় না। অনুসন্ধিৎসু সেবাবুদ্ধি যদি থাকে, ব্যবহার যদি ভাল হয়, লাভজনক পরিচালনা যদি থাকে, কথাখেলাপ যদি না করে, নিজে প্রত্যক্ষভাবে যদি ব্যবসায়ের সবদিক সম্বন্ধে পরিচিত, জড়িত ও সজাগ থাকে, মূলধনে যদি হাত না দেয়, বরং লাভের কিছু অংশ খাটিয়ে মূলধন বাড়িয়ে যদি চলে, তাহ'লে ব্যবসায়ে সাধারণতঃ অকৃতকার্য্য হয় না। আর, সবসময় হিসাবপত্র খুব গোছালভাবে রাখতে হয়। ভাগে কারবার করবার মত চরিত্র আমাদের মধ্যে কমই গজিয়েছে। তাই একাকী যতটা যা' করতে পারা যায়, তাই করাই ভাল। লোক রাখতে গেলে দেখেশুনে সৎলোক রাখতে হয়। তাও সবসময় কড়া নজর রেখে চলতে হয়। ব্যবসাদার যদি খুব হুঁশওয়ালা মানুষ না হয়, চারচোখা দৃষ্টি যদি না থাকে তার, তা'হলে কিন্তু খুব মুশকিল। আমি যে স্বস্ত্যয়নীর কথা এত ক'রে বলি, স্বস্ত্যয়নীর সেই পাঁচটি নীতি যদি কারুর চরিত্রে রপ্ত থাকে, তা'হলে সৎ ও স্বাধীনভাবে জীবিকা-অৰ্জ্জনের ক্ষমতা তার আপনা থেকেই গজিয়ে ওঠে। ওই যে আমার বলা আছে—স্বভাবগুণে অভাব নষ্ট/এটা কিন্তু খাঁটি স্পষ্ট, স্বভাবদোষে অভাব ঘটে,/সৎক্রিয়তায় বিভব বটে—ও একেবারে মোক্ষম কথা। ব্যক্তি ও জাতির ইষ্টনৈতিক ভিত্তি যদি ভালভাবে গ'ড়ে ওঠে, তা'হলে অর্থনৈতিক দুর্দ্দশা ঘুচতে দেরী লাগে না। শিক্ষার মধ্যেও তাই এই মূলের দিকে বেশী ক'রে নজর দিতে হয়। শিক্ষকের যদি চাকরের মনোবৃত্তি হয়, তা'হলে তার হাতে ছাত্র গ'ড়ে ওঠে না। বিয়ে, দীক্ষা ও শিক্ষাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে পারলে

জাতটাকে জাগাতে বেশীদিন লাগে না। তোমরা যার-যার নিজের ধান্ধা নিয়ে ঘোর, আমি যা' বলি সেদিকে যদি সবচাইতে বেশী নজর দেও, তাহলে তোমাদের ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানও কিন্তু আপসে আপ হ'য়ে উঠতে থাকবে।

এরপর শরৎদার (হালদার) সঙ্গে চতুরাশ্রম সম্পর্কে কথা উঠল। শরৎদা বললেন—রামকৃষ্ণদেব বলেছেন—সন্ন্যাসীর কোন বাধা-নিষেধ নেই—কিন্তু তারও চলনা এমন হওয়া চাই যাতে বেচালে পা না পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সন্ন্যাসী মানে যার মন ইষ্টে সম্যকভাবে ন্যস্ত। প্রতি মুহূর্ত্তে যে ইষ্টে বিচরণ করে তার বেচালে পা পড়বে কি ক'রে? তার চলাই তাঁতে, তাঁকে নিয়ে, তাঁরই জন্য। তাই সে পদ্মপাদের মত হ'য়ে যায়। তার পায়ে-পায়ে পদ্ম ফোটে।

শরৎদা—কালীদা কি যেন একটা গান করেন আপনার রচনা—বেদ-বিধি ছাড়ি ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি তো কখনও বেদ-বিধি ছাড়া হন না। তাঁর কখনও বেচালে পা-ই পড়ে না। তিনিই যে বেদের মূর্ত্তি। কথাটার তাৎপর্য্য বোধহয় এমনতর যে, তিনি বেদের জটিল কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে না গিয়ে যুগোপযোগীভাবে মানুষের বেদনা-হরণের সহজ পথ দেখিয়ে দেন। সে-পথও বেদেরই পথ অর্থাৎ বেত্তাপুরুষের নির্দ্দেশিত পথ।

খানিকটা পরে ননীমা বলছিলেন—সংসারে বেশী জিনিসপত্র ভাল লাগে না। মনে হয় কিছু বাসন বিক্রয় ক'রে একটা কুকার কিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—জিনিস তো লাগেই, গৃহস্থ যখন হয়েছি, সবার জন্য প্রস্তুত থাকাই লাগে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর অনেকগুলি বাণী বললেন! বাণীগুলি দেবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—সবাইকে প'ড়ে শোনা তো, দেখ্ তো সবাই বুঝতে পারে নাকি?

বাণীগুলি পড়ার পর উপস্থিত দাদারা ও মায়েরা বললেন—বেশ ভালভাবেই বোঝা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখিস্ আমাকে খুশি করার জন্য স্তোকবাক্য বলিস্ না। যদি কোন জায়গায় অসুবিধে থাকে, স্পষ্ট ক'রে বলিস্ ও বুঝে নিস্। আমি চাই যে তোমরা আমার কথাগুলি বোঝ ও সেই অনুযায়ী চলো। তা'-হলেই আমার বলাগুলি সার্থক হবে। তোমাদের দেখে আবার কত লোক জীবনের পথ পেয়ে যাবে। সেই আদত কাজ যদি না হয় তা'হলে কি হলো?

এরপর অনেকেই বিদায় নিলেন।

পূর্ব্বপ্রসঙ্গ ধ'রে শ্রীশ্রীঠাকুর মন্তব্য করলেন—ধর্ম্ম বলতে মানুষ মনে করে mystic (রহস্যময়) কিছু, যা' বোঝা যাবে না, বোঝা যায় না—এমনতর।

কিন্তু ধর্ম্ম-সম্বন্ধে normal conception (সহজ বোধ বা ধারণা) আমাদের লোপ পেয়ে গেছে। ....ধরো, বৈদ্যনাথ কই, আচ্ছা বৈদ্যনাথ মানে কী?

উক্ত ভদ্রলোক—শিব।

শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যাখ্যা ক'রে বললেন—বৈদ্য মানে আমি বুঝি যিনি জানেন। তাহ'লে বৈদ্যনাথ মানে যাঁরা জানেন, তাঁদের মাষ্টার। অজ্ঞতা থেকেই মানুষের যত অমঙ্গলের উৎপত্তি, আবার জ্ঞানময় চেতন-চলন থেকেই হয় মঙ্গলের আবির্ভাব। তাই, বৈদ্যনাথ স্বতঃই শিব, অর্থাৎ মূর্ত্ত মঙ্গল। যাঁকে পূজা করলে আমাদের curative force (রোগ-নিরাময়কারী শক্তি) বেড়ে যায়, ভিতরের আরোগ্যকারিণী শক্তির অনুজ্ঞা লাভ হয়, তাকে বলে বৈদ্যনাথ, তাই ধন্না দেয়। সাধারণভাবে বৈদ্য বলতে লোকে বোঝে চিকিৎসক। ওরা কয় doctor, আমরা কই বৈদ্য। Doctor মানেও জ্ঞানী। যিনি curative force (রোগ-আরোগ্যকারী শক্তি) বাড়িয়ে তুলে রোগ-নিরসনের মাধ্যমে মানুষের মঙ্গল সাধন করতে অদ্বিতীয় তিনিই বৈদ্যনাথ এবং তিনিই শিব অর্থাৎ মঙ্গলময়।

শরৎদা—Curative force (রোগ-আরোগ্যকারী শক্তি) কি শুধু শারীরিক দিক থেকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক রকমের হবে, আর এক রকমের হবে না, তা তো হয় না। ওটা হওয়া চাই সর্ব্বতোমুখী। Physical, psychical, spiritual (শারীরিক, মানসিক, আত্মিক) সবরকম ব্যাধিজয়ের শক্তি না বাড়লে তো পুরো মঙ্গল হয় না। প্রত্যেকটার সঙ্গে প্রত্যেকটা যে অচ্ছেদ্যভাবে জড়ানো।

৭ই শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩৫৫ (ইং ২৩।৭।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে অশ্বত্থ গাছের তলায় তাসুতে শুভ্র শয্যায় উপবিষ্ট। মুখে তাঁর আনন্দমধুর হাসি, চোখে তাঁর এক অপূর্ব্ব দিব্য বিভা। এসে প্রণাম ক'রে উঠতে না উঠতেই সোহাগসিঞ্চিত কণ্ঠে বললেন—কি রে প্রফুল্ল! লিখবি নাকি? সকাল থেকে কত কথা মাথায় knock করছে (ঘা দিচ্ছে), তাড়াতাড়ি লিখে ফেল্, না হ'লে উবে যাবিনি।

তখন-তখনই লেখা সুরু হ'লো—

যা মানুষের পক্ষে শুভ
অর্থাৎ, সত্তাকে সুস্থ রাখে,
তাই-ই সত্য,
আর, যথার্থ এমন যা' মানুষের পক্ষে অশুভকর,
তাও মিথ্যা অর্থাৎ অশুভ বা
অমঙ্গলবাহী;

তাই, সত্যের সাধনা মানেই হচ্ছে—
সক্রিয় লোককল্যাণী চলন,
আর, তাতে সিদ্ধ হওয়া।

পর-পর কয়েকটি লেখা দিলেন।

একটু তাম্রকূট সেবন করার পর কৌতুকভরে কয়েকটি পাখীর খেলা দেখছেন। খেলার মধ্যে তাদের কি আনন্দ! সে আনন্দ যেন তাঁরই। দেখছেন আর খুশিতে উছলে উঠছেন।

একটু পরে কলকাতা থেকে আগত বিমলদাকে কথায়-কথায় বললেন—আমার ইচ্ছা করে—প্রত্যেকটা বাড়ীতে থাকবে তার বাহির-বাড়ী, একটা ছোট লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরি, একটা কামারশালা ও কাঠের কাজের ঘর অর্থাৎ ছোটখাট একটা workshop (কারখানা) মতন। সেখানে একটা লেদ্, একটা বোরিং মেসিন, একটা ড্রিল, হাতুড়ি, বাটাল এই রকম কয়েকটা জিনিস থাকলেই হবে। আরো থাকা চাই তিন থেকে পাঁচজনের থাকার উপযোগী একটা অতিথিশালা, অন্ততঃ ৫ শয্যাবিশিষ্ট একটা শুশ্রূষা-ঘর বা segregation room (রোগীকে আলাদা করে রাখার ঘর), কৃষি-উদ্যান, গোশালা, কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠান, children's reading club (শিশুদের পড়ার আড্ডা)। তা ছাড়া নিজেদের বাসোপযোগী ঘরদোর, ঠাকুরঘর প্রভৃতি তো থাকবেই। নিজেদের থাকার ঘরের সঙ্গে অন্ততঃ তিনজন আত্মীয় থাকবার মত accommodation (স্থান) রাখা লাগে। প্রত্যেকটা বাড়ী যদি এমন হয় এবং village-professor (গ্রাম্য-আচার্য্য)-রা যদি বাড়ীতে গিয়ে কুটিরশিল্প, উন্নত ধরণের কৃষি ও কার্য্যকরী গবেষণা-পরিচালনার রীতি ইত্যাদি শেখায় এবং সবাইকে দিয়ে লাইব্রেরীটা utilise (সদ্ব্যবহার) করায়, তবে প্রত্যেকটা বাড়ীই একটা normal educational and industrial institution (স্বাভাবিক শিক্ষা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান) হ'য়ে উঠবে। তাছাড়া, আশ্রমের মধ্যে যে-সব ব্যবস্থা রাখার কথা বলেছি, সেগুলি যদি থাকে, তা'হলে automatically (আপনা থেকে) একটা ইউনিভার্সিটি গ'ড়ে উঠবে। বাড়ীর অঙ্গ হিসাবে বাহির-বাড়ীর কথা বলেছি, কর্ত্তা ব্যক্তি সেখানে বসলেন—পাশে লাইব্রেরী ঘরটা থাকলো, তিনি নিজে পড়াশুনা, আলাপ-আলোচনা, চর্চ্চা করলেন সকলকে নিয়ে, তাতে একটা educational atmosphere (শিক্ষার আবহাওয়া) আপনা থেকেই গজিয়ে ওঠে। গোশালা, কৃষি-উদ্যান ইত্যাদি সবই থাকবে মানে ancient (প্রাচীন)-কে modernise (আধুনিক) করতে হবে। প্রত্যেকটা বাড়ীতে এমন হ'লে মানুষের সবরকম instinct (সহজাত সংস্কার) nurture (পোষণ) পেয়ে developed (বিকশিত) হ'য়ে উঠবে। মানুষগুলি যদি চৌকস ও করিৎকর্ম্মা না হ'য়ে ওঠে নিজ-নিজ বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে, ইষ্টনিষ্ঠাকে spine

(মেরুদণ্ড) ক'রে, পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়ে ;—তবে ধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য রূপায়িত হ'য়ে বোধগম্য হ'য়ে উঠবে না লোকের কাছে।

বিমলদা—যারা art (কলা) পড়বে, তাদের কারখানার দরকার হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কামারের কাজ, বিজলীবাতির কাজ, যন্ত্রপাতির কাজ, মিস্ত্রীর কাজ এবং বিজ্ঞান ইত্যাদি সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা, অনুরাগ ও অভিজ্ঞতা না থাকলে শুধু art-এ (কলায়) ভেসে গেলে, সে-art (কলা) ফলপ্রসূ হবে না। Scientific view-ওয়ালা (বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন) art (কলা)-ই effective (কার্য্যকরী) হতে পারে। ধর, মিস্ত্রীর কাজ যদি জানা না থাকে, তবে একটা ছিদ্র করবার জন্য হয়তো দৌড়াতে হবে মিস্ত্রীবাড়ী, নচেৎ অসহায়। দৈনন্দিন জীবনে ছোটখাট যে-সব কাজের জন্য সাধারণতঃ আমাদের পরমুখাপেক্ষী হ'তে হয়, সেগুলি যদি কেউ নিজ হাতে ক'রে নিতে পারে, তাহ'লে তার আত্মপ্রত্যয় বেড়ে যায়, পছন্দমত কোন একটা কাজ ভাল ক'রে শিখে নিয়ে স্বাধীনভাবে রুজি-রোজগার করতে পারে। শিক্ষায় দেখতে হবে যাতে কেউ বেকার না থাকে। ছেলেবেলা থেকে পারিবারিক জীবনে হাতে-কলমে করার উপর দাঁড়িয়ে যদি শিক্ষাটা সুরু হয়, তাহলে পরের চাকরী করার প্রয়োজন ও প্রবৃত্তি দুই-ই ক'মে যাবে। আমার ধারণা মানুষের হাত পটু হ'লে সঙ্গে-সঙ্গে তার মাথাও খোলে। সে হয় কাজের মানুষ, যা'কে দিয়ে পরিবেশ উপকৃত হয়। আমি যেমন বলি তেমনভাবে বাড়ীগুলি সাজিয়ে-গুছিয়ে-বিছিয়ে নিতে পারলে, ম্যাট্রিক পাশ করার জন্য স্কুল লাগবে না। বাড়ী ব'সেই চলবে। সেইজন্য village-professor (গ্রাম্য-আচার্য্য)-দের কথা বলছি, and not college-professors (এবং কলেজী অধ্যাপকদের কথা নয়)। তারা গোড়া থেকে all-round education (সর্ব্বতোমুখী শিক্ষা) দিয়ে বনিয়াদ পাকা ক'রে দেবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে-খেতে উদাস দৃষ্টিতে কিছু সময় দূর আকাশের দিকে চেয়ে থাকলেন। তারপর বললেন—ওখানে পাবনায় ৩০।৩৫ বছর ধ'রে যা' করেছিলাম, এদিকে নতুন আশ্রমে ৫ বছরে তার থেকে বেশী করা লাগবে। আশ্রমের কৃষকপল্লীতে যে বাড়ীগুলি হবে, সে-সব বাড়ীতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিশিক্ষা যাতে হয় তেমনতর প্রাথমিক সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থা সব রাখা লাগবে with other educational facilities (অন্য সব রকমের শিক্ষার সুবিধাসহ)।

প্রফুল্ল—রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা ছেলেদের খুব চৌকস ক'রে ছেড়ে দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাতে এক তুড়ি মেরে আনন্দে ডগমগ হ'য়ে বললেন—আমাদের তার উপর দিয়ে হবে। একেবারে fourth dimension (চতুর্থ মাত্রা) হ'য়ে যাবে। আমি যা' বলি, করলে তা' হ'তে বাধ্য। লোকে দেখে নেবে শিক্ষা কা'কে বলে। তবে তোমাদের করা চাই। শুনলে, জানলে, করলে না, তাতে

কিন্তু যে তিমিরে, সে তিমিরে।

এক-এক জন ক'রে আসছেন, প্রণাম ক'রে বসছেন, আবার কেউ-কেউ উঠে যাচ্ছেন। প্যারীদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে একটা ওষুধ খেতে দিলেন। ওষুধ খাওয়াবার পর তিনি ব'সে আছেন কাছে। শ্রীশ্রীঠাকুর পা-টিপে দিতে ইঙ্গিত করলেন। প্যারীদা প্রীত অন্তরে ভক্তিভরে তাঁর কুসুমপেলব রাতুল চরণযুগল টিপে দিতে লাগলেন। সুর-নর-বন্দিত ঐ অভয় চরণ সেবার অধিকার যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরা কতই না ভাগ্যবান!

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—ছেলেদের একটা period (সময়) আসে, যখন mechanical taste (যন্ত্রসম্বন্ধীয় আগ্রহ) গজায়। তখন হয়তো যন্ত্রপাতি ঘাঁটে। তার mechanism (মরকোচ)-টা শিখতে চায়। একটা ভাল ঘড়িই হয়তো ভেঙ্গে ফেলল তার mechanism (যান্ত্রিক বিন্যাস) দেখবার জন্য। এ-রকম কিছু ক'রে বসলে তাকে শাস্তি দিতে নেই, বরং তার কৌতূহল যাতে পরিপূরিত হয় তেমনতর ব্যবস্থা ক'রে দিতে হয় সম্ভাব্য সব রকমে। ধর, একজন হয়তো ঘড়ি সারে বা রেডিও সারে ও বানায়, তার সঙ্গে যুতে দিলে। সে কাজগুলি হাতে-কলমে শিখে ও জেনে নিল। কারও কাছে কিছু শিখতে দিতে গেলে মানুষ বুঝে দেওয়া লাগে, আবার শ্যেনদৃষ্টি রাখা লাগে, যাতে তার সান্নিধ্যে কোন বদভ্যাস আয়ত্ত না করে। কোন-কোন ছেলে সদলবলে রেললাইন ক'রে গাড়ী-গাড়ী খেলে, আবার 'পি' 'পি' ক'রে whistle (সিটি) মারে। সে কি মজা! তখন যেন এক নতুন জগতের মধ্যে তাদের প্রাণ, মন, মগজ ঢুকে যায়। এইরকম অন্যান্য taste (আগ্রহ)-ও এক-এক period-এ (সময়ে) গজায়। কখনও গাছে ওঠা, কখনও সাইকেল চড়া, কখনও সাঁতার শেখা, কখনও ছবি আঁকা, কখনও গান শেখা। এইরকম কত কী? যে সময় যে taste (আগ্রহ) গজায়, তখনই সেই বিষয়ে শিক্ষার সুযোগ দিলে taste (আগ্রহ)-টা সফল হয়। এতে ক'রে ধীরে-ধীরে নানা ব্যাপারে দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জ্জন ক'রে প্রত্যেকে তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী চৌকস হ'য়ে ওঠার সুযোগ পায়।

সুরেনদা (বিশ্বাস)—ছেলে-পেলে যা' করে তা' কি normal instinct (সহজ সংস্কার) থেকে করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' না হ'লে ও করে কেন? অনেক সময় nurture (পোষণ) পায় না। তাই কত সুন্দর-সুন্দর সম্ভাবনা মাঠে মারা যায়।

দূর থেকে প্রকাশদা (বসু) ও রাজেনদা (মজুমদার)-কে আসতে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে রহস্য ক'রে বললেন—ঐ যে মাণিকজোড় আসছে। প্রকাশ কিন্তু রাজেনের থেকে অনেক বড়। তবু দু'জনের মধ্যে খুব ভাব, যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। পরস্পরের মধ্যে ভাব দেখলেই আমার খুব সুখ লাগে। আমাদের

এখানে ঝগড়া-মারামারিও আছে, আবার মিলও আছে খুব। কেউ যদি বিপন্ন হয়, তখন দেখা যায় কত লোকে বুক দিয়ে এসে পড়ে। পরমপিতার দয়ায় আপ্‌সে-আপ এক সুদৃঢ় সংহতির ভিত তৈরী হ'য়ে গেছে।

সুরেনদা পূর্ব্বপ্রসঙ্গের সূত্র ধ'রে বললেন—কোন্‌টা জন্মগত প্রবণতা-প্রসূত, তা' বোঝা যাবে কি ক'রে? ধরুণ, আপনি যে গাড়ী-গাড়ী খেলার কথা বলছিলেন, সেটা তো পরিবেশে গাড়ী দেখে তার দ্বারা influenced (প্রভাবিত) হ'য়ে তা' অনুকরণ করার প্রবৃত্তি থেকে হ'তে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Influence (প্রভাব)-টা যে নিল, ভিতরে তার mechanism (মরকোচ) না থাকলে receive (গ্রহণ) করতে পারত না। সকল পাখী পড়ে না, যারা পড়ে, বুঝবে তাদের ঐ mechanism (যন্ত্রণ-বিন্যাস) আছে।

এরপর শরৎদা (হালদার) আসলেন। শরৎদা এসে প্রণাম ক'রে উঠতেই শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসন্ন বদনে বসতে ইঙ্গিত করলেন। তিনি বসার পর দয়ালের কাছে প্রশ্ন করলেন—এ্যাডাম ও ইভকে তো বলে প্রথম পিতা-মাতা। একই পিতা-মাতা থেকে যদি সব মানুষ এসে থাকে তবে তো সমগ্র মনুষ্যজাতির একই instinct (সহজাত সংস্কার) হ'য়ে দাঁড়ায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Acquisition (অর্জ্জিত গুণ) থেকে instinct (সহজাত সংস্কার) হয়। Acquisition (অর্জ্জিত গুণ) biologically set up করলে (জৈব-স্তরে প্রতিষ্ঠিত হ'লে) instinct (সহজাত সংস্কার) হয়। Acquisition that is biologically materialised and sprouts accordingly is instinct (অর্জ্জিত গুণ বা বিদ্যা যা জৈব ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয় ও তদনুযায়ী উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে, তাই-ই সহজ সংস্কার)। Pedigreed dog (ভাল বংশাবলীসম্পন্ন কুকুর) কয়, সব কুকুরের কিন্তু ঐ ধরণের গুণ থাকে না। একটার হয়তো প্রভুর উপর প্রবল টান হ'লো, সেই trait (গুণ)-টা হয়তো তার সন্তান-সন্ততিতে চারিয়ে গেল, এইভাবে কয়েক generation (পুরুষ) পর সেটা হয়তো instinct-এ (সহজাত সংস্কারে) set করলো (পর্য্যবসিত হ'লো)। এ্যাডাম ও ইভের কথা বললেন, কিন্তু আমরা বলি ব্রহ্মার মানসপুত্র। তার সেই কথাটাই আমার মনে ধরে। আচ্ছা, আব্রাহাম কে?

শরৎদা—এ্যাডাম ও ইভের অনেক পরে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা বলি ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছেন মন থেকে। একই মা'র পেটে জন্মেও আপনার পাঁচ ছেলে পাঁচ রকম হয়, তার কারণ, এক-একজনের মধ্যে এক-এক সময়ে আপনার তদানীন্তন মানস অর্থাৎ মন যা' কিনা আপনার স্ত্রীর দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছে, তা' materialised হয়েছে into being (জীবনে বাস্তবায়িত হয়েছে)। তবে সেখানে instinct (সহজাত সংস্কার)-এর ঐক্য থাকে—অবশ্য এক-এক জনের মধ্যে এক-একটা দিক অর্থাৎ যে মানসতরঙ্গ তাতে

materialised হয়েছে into being (জীবনে রূপায়িত হয়েছে), সেই অনুযায়ীই পার্থক্য দেখা যায়। যা হো'ক, এক pair (দম্পতি) থেকে কিন্তু বিভিন্ন বর্ণের উদ্ভব হয়নি। একেরই ঔরসজাত সব হ'লে instinct (সহজাত সংস্কার)-এর এত group (বিভাগ) হ'তো না—আর সেগুলি evolve-ও করতো না (বিবর্ত্তিতও হতো না)। Diminutive form (খর্ব্বাকৃতি) হ'য়ে যেত, হয়তো বা extinct (অবলুপ্ত) হ'য়ে যেত। এ-সব তাঁর মন দিয়ে গড়া। যেমন, মন দিয়ে বিহিত উপাদান ও উপকরণের সাহায্যে রকমারি পুতুল গড়ে। বিভিন্ন সময়ে তিনি এই চার রকম গড়েছেন। এ ছিল তাঁর কল্পলোকে। চার রকম gene (জনি)-ই গোড়া থেকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর মনোজাত বাসনা ও পরিকল্পনা মত।

শরৎদা—জীববিজ্ঞান-সম্মতভাবে এটা কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ হলো ব্রহ্মার অর্থাৎ বৃহতের বা বৃদ্ধির মানসপুত্র। তিনি মনোগত ভাব-অনুযায়ী যা'-কিছু সৃষ্টি করলেন। এটার biological aspect (জীববিজ্ঞানগত দিক) এই বলতে পারি, তাঁর ইচ্ছাতে, কল্পনাতে যা' ছিল, তা' উৎসৃজনের উপযোগী জৈব মসলা উৎপাদন বা সংগ্রহ ক'রে তিনি তা' সৃষ্টি ক'রে তুললেন। তাঁর মধ্যে যেমন কল্পনা ছিল, সে-কল্পনাকে মূর্ত্ত করার ক্ষমতাও তাঁর মধ্যে অনুস্যূত ছিল। মাকড়সা যেমন তার নিজের মুখের নাল দিয়ে জাল সৃষ্টি করার ক্ষমতা ধরে।

শরৎদা—ব্রহ্মা চারবর্ণ'ই কি সৃষ্টি করলেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! Originally (গোড়ায়) যে-রকম instinct (সহজাত সংস্কার)-এর রূপ দিয়ে দিলেন, তার permutation combination-এ (রকমারি বিন্যাস ও সংযোগে) বহু sub-group (উপবিভাগ)-ও হ'লো। Same parents (একই পিতামাতা) হ'লে এমন হ'তো না।

ভক্তবৃন্দ আসছেন, যাচ্ছেন। কেউ-কেউ প্রণামান্তে উপবেশন করছেন আর নয়নভরে তাঁর দেবদুর্লভ পরম পবিত্র ভুবনমোহন শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করছেন। তাঁর অপরূপ রূপসায়রে অবগাহন ক'রে ত্রিতাপদগ্ধ জীবের তাপিতপ্রাণ শান্ত সুশীতল হ'য়ে উঠেছে। সবার মনপ্রাণ এখন এক মধুর আবেশে বিভোর।

প্রফুল্ল—তাঁর মানস কল্পনা কেমন ক'রে জৈবভূমিতে রকমারি রূপ পরিগ্রহ করলো বিশদভাবে বুঝতে ইচ্ছা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিমুখে বললেন—ধর, এই যে protoplasm (মূলীভূত জৈব উপাদান) বলে, সূর্য্য আছে, আর protoplasm (মূলীভূত জৈব উপাদান) আছে। সূর্য্যের আলোতে protoplasm (মূলীভূত জৈব উপাদান)-গুলি enlivened (সঞ্জীবিত) হয়। সূর্য্যের আলো সকলেই পায়, কিন্তু প্রত্যেকটা

protoplasm (জৈব উপাদান) তার মত receive (গ্রহণ) ক'রে এক-এক রকম হয়। সূর্য্যই তো এখানে breeding factor (জন্মদাতা), পার্থক্যের কারণ স্থান, কাল, পাত্রের difference (পার্থক্য)। মানসপুত্র কি রকম? ধর, যেমন রেডিওর short wave (হ্রস্বতরঙ্গ), long wave (দীর্ঘতরঙ্গ), medium wave (মধ্যতরঙ্গ) ইত্যাদি নানা রকম wave (তরঙ্গ) থাকতে পারে। যেমন ইচ্ছা wave (তরঙ্গ) transmit (সম্প্রেরণ) করতে পারি। তেমনি ব্রহ্মাই যেন সর্ব্বসম্ভাবনাময় transmitter (সম্প্রেরক)। সেখানে adjustment (বিন্যাস) যেমন ক'রে দেওয়া হচ্ছে, বাইরে reproduction (উৎসৃজন) তেমনি হচ্ছে। তাঁর মনের তরঙ্গের এক-এক layer (স্তর)-এর ভিতর-দিয়ে এক-এক সৃষ্টি materialised (রূপায়িত) হচ্ছে। আমাদেরও সন্তানজননের বেলায় স্থান-কাল-অবস্থা-অনুযায়ী ও মনের ভাবভূমির পার্থক্য অনুসারে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের সন্তান জন্মায়।

শরৎদা—চার রকম instinct (সহজাত সংস্কার) গোড়াতেই যদি থাকে, তবে acquisition (অর্জ্জিত গুণ) instinct-এ (সহজাত সংস্কারে) পরিণত হওয়ার কথা আসে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—রকমটা unfurl করে (বিকশিত হয়)। আরো acquire (অর্জ্জন) করে। Acquisition (অর্জ্জিত বিদ্যা)-টা আবার instinct-এ (সহজাত সংস্কারে) পরিণত হবার পথে চলে। ছিল—করল—আরো হ'লো—এই রকম আর কী? গোড়া থেকে বৈশিষ্ট্য থাকে আর সেই বৈশিষ্ট্য তার নিজস্ব রকমে প্রস্ফুটিত হ'তে-হ'তে চলে।

শরৎদা—আপনি ব্রহ্মসত্তাকে স্বীকার করেন কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের অনেকে তো এই conscious intelligent will (সচেতন বোধিবান ইচ্ছা)-এর কথা স্বীকার করেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যিনি স্বয়ম্ভূ বা ব্রহ্ম, তিনি telligent being অর্থাৎ বোধির বীজসত্তা। এটা অবশ্য আমার কথা। সর্ব্বভাবাতীত দ্বৈত ও বহুত্ব বিবর্জ্জিত যে চরম একত্ব তা' সৃজনলীলার প্রাক্‌কালীন অবস্থা, সেখানে সৃষ্টির সব-কিছু সম্ভাব্যতা লীন অবস্থায় থাকে, মালুম হয় না। মানুষ যখন সমগ্র সত্তা দিয়ে সেই চরম একত্বের সঙ্গে একাত্ম বা সমাহিত হয়, তখনই তাঁকে বোধ করতে পারে। এ হ'লো পরাবিদ্যা বা পরাবিজ্ঞানের রাজ্যের কথা। বিজ্ঞানের সঙ্গে এর কোন বিরোধ নেই। বিজ্ঞান করছে প্রকৃতির সন্ধান আর সাধুসন্তরা করছেন প্রকৃতির উৎসের সন্ধান। আমি যে চরম অবস্থার কথা বললাম তা' থেকেই intelligent being (বোধিবান সত্তা) আসলো। Telligence অর্থাৎ বোধির বীজসত্তা যখন biologically formed (জৈবভাবে গঠিত) হ'লো, তখনই তা' intelligence (বোধি) হ'লো। Protoplasm (জীবনের মূল উপাদান)-

এর উপর sunray (সূর্য্যকিরণ) প'ড়ে যখন organised being (সংগঠিত সত্তা) হ'ল, তখন তার life ও activity (জীবন ও সক্রিয়তা) জাগলো, তার প্রচেষ্টা হলো নিজেকে ও activity (সক্রিয়তা)-কে আরো করা। এই প্রকৃতির দরুন telligence (বোধির বীজসত্তা) সৃষ্টির মধ্যে এসে intelligence হ'ল।

শরৎদা—প্রত্যেক এক বহু হ'তে চায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেক সত্তার মধ্যে আছে—self-preservation (আত্ম-সংরক্ষণ), self-protection (আত্মপালন), self-procreation (আত্ম-বিস্তার)-এর tendency (প্রবণতা)। এইগুলির conflict (দ্বন্দ্ব)-এর ভিতর-দিয়ে আসলো—কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য্য—এই ষড়রিপু।

শরৎদা—Self-protection (আত্মপালন) আর self-preservation (আত্মসংরক্ষণ) এই দু'য়ের মধ্যে তফাৎ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গায় মশা পড়লো, পট ক'রে হাতটা সেখানে গিয়ে পড়লো। এটা হয় self-protection (আত্মপালন)-এর বুদ্ধি থেকে। ক্ষুধা লেগেছে, খাচ্ছি—এটা হ'লো self-preservation (আত্মসংরক্ষণ)। আর self-procreation (আত্মবিস্তার) থেকে হয় মেয়েলোকের 'পরে টান। বহু হতে চাই, তাই মেয়েলোকের উপর ঝোঁক হয়। মেয়েছেলের আবার পুরুষের উপর ঝোঁক হয়। পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে।

শরৎদা—পুরুষের মেয়েদের উপর ঝোঁক হওয়াটা কি disease (ব্যাধি) নয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জীবনধারণের জন্য খাওয়াটা যদি disease (ব্যাধি) না হয়, তবে এটা disease (ব্যাধি) হবে কেন? সত্তালোপী ঝোঁক যদি না হয়, স্বাভাবিক সুস্থ রকম যদি হয়, তবে তাকে disease (ব্যাধি) বলবেন কেন? নেশাটা কী? তাদের গায় কি এমন কোন গন্ধ আছে, না তাদের সোনার গা যে গায় গা ঘষলে তোমার শরীর সোনা হয়ে যাবে? আদত কথা তার মধ্যে এমন mechanism (মরকোচ) আছে যাতে being (সত্তা) বহু হওয়ার সুযোগ পায়। Enjoyment (উপভোগ) জিনিসটা একটা অবস্থার মধ্য-দিয়ে আর একটা অবস্থায় যাওয়ার যে বোধ তাই-ই। অবশ্য এই অবস্থান্তরটা সত্তার যত পোষণবর্দ্ধনী হয় এবং বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি যত না করে, ততই তা' প্রকৃত উপভোগ্য হয়।

প্রফুল্ল—কি রকম?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক্ষিদে পেয়েছে, খাওয়ার ডাক টের পাচ্ছ ভিতরে। তখন ভাত পেলে, ভাত খাচ্ছ, ভাত মুখে দিচ্ছ আর কি মধুর! ক্ষুধার অবস্থাটার পরিবর্ত্তন হ'চ্ছে, তাই তো আরাম। পেট ভরে গেলে তখন আর মধুর লাগে না। কারণ, তখন আর অবস্থার পরিবর্ত্তনের দরকার নেই। তাই বলে Hunger is the best sauce (ক্ষুধাই সর্ব্বোত্তম স্বাদের জনক)।

রাজেনদা—Suffering (দুর্ভোগ)-ও তো অবস্থার পরিবর্ত্তন!

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন-কোন suffering (দুর্ভোগ)-এর মধ্যেও এক ধরণের enjoyment (উপভোগ) থাকে। যেমন চুলকানির মধ্যে কষ্টও থাকে আবার আরামও থাকে। সুখ-সুবিধা যখন নীরস ও একঘেয়ে হ'য়ে ওঠে, তখন অনেকে কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে বৈচিত্র্য ও নূতন জীবনের স্বাদ খুঁজে পায়।

That which hinders existence or intention is suffering, that which exalts existence or intention is enjoyment (যা' অস্তিত্ব বা উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে তাই দুঃখ, আর যা' অস্তিত্ব বা উদ্দেশ্যকে উন্নীত করে, তাই সুখ।) Difference (পার্থক্য) এইখানে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েক মিনিট নীরবে থেকে বললেন—God created man after His own image (ঈশ্বর নিজের প্রতিকৃতিতে মানুষ গড়েছিলেন) কথাটাই ঠিক। ও-কথাটা মানসপুত্রের মতই। Man (মানুষ) মানেই এখানে creation (সৃষ্টি) অর্থাৎ সৃষ্টির সবকিছুই। Man (মনুষ্য) কথা মন থেকে, যেমন মনুষ্য মন থেকে। মানুষ মানে মনের তরঙ্গবিশেষ।

শরৎদা—প্রত্যেকের ভাবসাম্য বোধহয় মূলে এক আছেন বলে সম্ভব হয়। আর প্রত্যেকে এক-একটা বিশিষ্ট ভাবতরঙ্গের materialisation (রূপায়ণ) ব'লে বোধহয় ভাববৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—God is equitably equal to all (ভগবান বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী প্রত্যেকের প্রতি সমান), কিন্তু আমরা যতই তাঁর দিকে এগোব, ততই তাঁর দয়া পাব। ভাবসাম্য কথাটার থেকে সত্তাসাম্য কথাটাই ঠিক। আছে সত্তাসাম্য ও ভাববৈশিষ্ট্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে প্রাঙ্গণে ভক্তগণ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে তক্তপোষে শুভ্রশয্যায় উপবিষ্ট। হাউজারম্যানদার প্রেরিত ৭০ বছরের এফিমেরিস আসলো। শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে সাবধান ক'রে রেখে দিতে বললেন।

মন্মথদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) আসলেন কলকাতা থেকে। শ্রীশ্রীঠাকুর কথাবার্ত্তা বলতে লাগলেন।

তিনি খুশিমনে বললেন—মন্মথর চেহারা ফিরে গেছে।

শরৎদা (হালদার)—অত যাজন করলে শরীর ভাল না হ'য়ে যায় কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাকে বলে wine of life (জীবন-রসায়ন) যাজন তাই-ই।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে জনৈক মাকে বলছিলেন—মানুষের ভাল করা যায় না। সে নিজের খেয়াল ও বুদ্ধি তো ছাড়ে না। যখন বেকায়দায় পড়ে, তখনও নিজের সংশোধন না ক'রে অবস্থার প্রতিকার চায়।

একটু পরে পুষ্প-মা আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর স্নেহল কণ্ঠে বললেন—পুষ্পরাণী আসছ?

'হ্যাঁ' ব'লে পুষ্প-মা প্রণাম করলেন।

একটু পরে পুষ্প-মা বললেন—খুব তাড়াতাড়ি এলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—খুব ভাল। পাখীদের মত। পাখীরা যেমন ভোরে বেরিয়ে যায়। সারাদিন ঘোরে-ফেরে কাজকর্ম্ম করে। যোগাড়-টোগাড় ক'রে কাজ সেরে সন্ধ্যা হ'লেই ফিরে আসে নিজের জায়গায়। সব জায়গাতেই তো গাছপালা আছে, তবু কেন ওখানে আসে?

পুষ্প-মা—আমরা এখান থেকে গেলেই আপনি ভুলে যান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ভুলি না, ভুললে তো বাঁচতাম।

পুষ্প-মা—নিরামিষ আহারে নাকি রাগ কমে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হিংস্রবুদ্ধি ক'মে যায়, তবে হিংস্র হ'লে ভীষণ হয়। সাধারণতঃ অত্যাচার না করলে হিংস্র হয় না। নিরামিষাশী soldier (সৈন্য) যারা, তারা নাকি tired (ক্লান্ত) হয় কম। তারা রোখে দেরীতে, তবে একবার রুখলে এমন হয় যে নিকেশ করবে তবে ছাড়বে। Tenacity (লাগোয়া বুদ্ধি) ভীষণ হয়। সিংহ কিন্তু একটা attempt-এ (চেষ্টায়) unsuccessful (ব্যর্থ) হ'লে, তখন আর তার আক্রমণ করবার প্রবৃত্তি থাকে না। মহিষ কিন্তু গোঁ ধরলে আর রক্ষা নাই। নিরামিষাশীরা সাধারণতঃ একটু meek (নম্র) হয়, meek (নম্র)-ও হয়, রোখালও হয়। রুখলে ভীষণ।

শরৎদা—চার বর্ণের মধ্যে প্রত্যেকে উপরের দিকে যেতে পারে। তাহ'লে কি বুঝব মৌলিকগুণ সবার মধ্যে সবটা আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ন্যাংড়া আমের নিকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্ট পর্য্যন্ত বিভিন্ন রকমারি আছে। কিন্তু প্রত্যেক রকমের ন্যাংড়ারই উৎকৃষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে। বিহিত প্রক্রিয়ায় নীচু যে সে উঁচুর পথে যায়, উঁচু উচ্চতমে পর্য্যবসিত হয়। সেইজন্য ব্রাহ্মণত্বই প্রত্যেক বর্ণের লোকের পরাকাষ্ঠা এবং সে সম্ভাবনা সবারই আছে।

শরৎদা—যেমন সত্ত্ব, রজো, তমো—তিনরকম গুণই তো সবার মধ্যে আছে এবং এরই রকমারি সমাবেশ বিভিন্ন মানুষের মধ্যে দেখা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! সত্ত্ব এসেছে অস্-ধাতু থেকে। অস্-ধাতুর মানে গতি, দীপ্তি, আদান, উৎপত্তি, বিদ্যমানতা, স্থিতি, ক্ষেপণ। রজো এসেছে রঞ্জ্-ধাতু থেকে যার মানে অনুরাগ, আসক্তি, বর্ণান্তরোৎপাদন। আর, তমো হ'ল তম্-ধাতু, যার মানে গ্লানি, আকাঙ্ক্ষা। তাহ'লেই বুঝুন তিনগুণের বৈশিষ্ট্য।

শরৎদা—Protoplasm (আদিম জীবকোষ) কি ক'রে হলো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Conflict (সংঘাত)-এর ভিতর-দিয়ে হয়েছে। প্রথম একটা হ'লো, তার conflict-এ (সংঘাতে) আর একটা হ'ল, এইভাবে হয়েছে।

এরপর মন্মথদা আবার আসলেন। এখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর

খানিকটা আগেই তাঁবুতে এসে বসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর মন্মথদাকে বললেন—তুই যেভাবে মানুষের ভবিষ্যৎ বলিস্, সে তো এক অসাধারণ কান্ড। লোকের কাছে যা' শুনি সে তো অসম্ভব, হাত না দেখেই নাকি বলিস্। আর, মণিকে তুই যেভাবে যত্ন করেছিস্, সে তো একমুখে ব'লে পারে না।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর মন্মথদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোর ক্লান্তি আসে না?

মন্মথদা—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনুরাগ যত কম, ক্লান্তি তত বেশী।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর আনন্দোদ্বেল কণ্ঠে মেঘনাদবধ কাব্য থেকে একটা অংশ—

"অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞ তুমি
অবিদিত নহে কিছু"............ইত্যাদি

ভাবভঙ্গীসহ কয়েকবার আবৃত্তি ক'রে শোনালেন।

তারপরে আপন মনে বললেন—কওয়া যায় না কোন্ আগাছা কি অসম্ভব ওষুধ, যা' হয়তো বিশ্বের সব অসুখ নষ্ট ক'রে দিতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর আবার আবেগভরে আবৃত্তি করলেন—

"সম্মুখের বাণী নিক তোরে টানি মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হতে
অতল আঁধারে অকূল আলোতে।"

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—একজন কাজ যতই করুক, মূলকে বাদ দিয়ে যখন ডালপালার দিকে নজর বেশী দেয়, তখন ঠকে, কিছুই আর গজিয়ে তুলতে পারে না, বার-বার পাঁকে পড়ে।

প্রবোধদা (মিত্র)—মানুষের বুদ্ধি যদি পূর্ব্বকর্ম্মফল দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহ'লে মানুষ তো নিরুপায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে সবই কাজে লাগে, যদি মূল ধ'রে থাকে, নচেৎ ছিটকে যায়। কর্ম্মটা মূলকে পরিপূরণ করে এমন হওয়া উচিত। Star spurns him who ignores the fundament (ভাগ্য তাকেই ঘৃণা করে, যে মূলকে উপেক্ষা করে)। খনা নাকি বলেছেন—

"যে কোষ্ঠীতে নাই বামুনের পো
তাকে নিয়ে জলে থো।"

অর্থাৎ, কেন্দ্রে বা কোণে বৃহস্পতি না থাকলে নাকি খারাপ হয়। তবে মানুষ ইচ্ছা করলে সব অবস্থা থেকেই ভালর দিকে হাত বাড়াতে পারে।

শরৎদা—কেউ হয়তো খারাপ করতে এমনভাবে predestined (পূর্ব্ব থেকে ভাগ্যনির্দ্ধারিত) যে তার ভালভাবে চলতে ইচ্ছাই জাগে না!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে সে নিজেকে নিজে ঐভাবে predestined

(ভাগ্যবশ) করেছে। Freedom (স্বাধীনতা) আছে, অন্যরকম করতে পারে, কিন্তু করে না, সেও ঐ freedom (স্বাধীনতা)-এর ব্যাপার। আপনার ধরুন আফিং খাওয়ার নেশা, আপনি খাবেনই। আপনার freedom (স্বাধীনতা)-কে আপনি ঐভাবে use (ব্যবহার) করছেন, out of free choice (স্বাধীন ইচ্ছা থেকে) আপনি ঐভাবে obsessed (অভিভূত) হয়েছেন। Freedom (স্বাধীনতা) আছে ব'লে আপনি ভালও করতে পারেন, মন্দও করতে পারেন।

প্রবোধদা (মিত্র)—তাহলে আমাদের free will (স্বাধীন ইচ্ছা) আছেই?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ!

প্রবোধদা—সেটা কি এতখানি যে আমরা স্বকর্ম্মকৃত মন্দ থেকে রেহাই পেতে পারি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! তা' আছেই। বদ্ধ অবস্থা একটা সাময়িক ব্যাপার।

শরৎদা—গীতায় যে আছে—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।

মানুষ তো সেদিক থেকে নিরুপায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুভসম্বেগ, শুভসংস্কারটাও মায়া, তা' মঙ্গলই করে। ভাল-মন্দ সব-কিছুই মঙ্গলের কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়, যদি মানুষ সর্ব্বতোভাবে ইষ্টের শরণাগত ও ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন হয়। মায়াকে মিসমার করার এই হ'ল সহজ-সরল পথ। মুশকিলটাই তখন আসান হ'য়ে দাঁড়ায়। মঙ্গলময় মঙ্গলের পথ সর্ব্বদাই মুক্ত রেখেছেন। ভাবনার কিছু নেই দুনিয়ায়, অবশ্য যদি নিজেকে নিজে ফাঁকি না দিই।

শরৎদা—ভগবান বোধহয় সব কথা বলেন না কখনো, কিছু বাকী রেখে দেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার দয়ায় আপনারা একটা everlasting torch (চিরস্থায়ী টর্চ্চ) পেয়েছেন হাতে! যদি use (ব্যবহার) করতে পারেন, beyond may be achieved (পরাজ্ঞান লাভ করা যেতে পারে।)

শরৎদা—আমার মনে হয়, দাবা খেলার সময় ভাল খেলোয়াড় যেমন চাল বলে না, খেলার বিধি-অনুযায়ী খেলে যায়, অবতার মহাপুরুষও তেমনি জীবনের বিধিগুলি দিয়ে যান, কিন্তু ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্বন্ধে সব বলেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—বিধি থাকলেই বলা থাকলো। বিধিকে অনুসরণ না করলে আমরা বাধিত হই না। অনুসরণ করাই আমাদের জানিয়ে দেয় কিসে কী হয়। তখন বোঝা যায় "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহহম্" কথার সার্থকতা কোথায়।

শরৎদা—তিনি যদি সর্ব্বশক্তিমান হন, তবে তিনি বিধি দিয়ে সীমায়িত হবেন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবানই বিধি।

প্রফুল্ল—মথুরবাবুর সঙ্গে একদিন রামকৃষ্ণদেবের কথা হচ্ছিল। মথুরবাবু বলছিলেন—ভগবান নিয়মের অধীন। তাতে রাকৃষ্ণদেব বললেন—তিনি যা' ইচ্ছা করতে পারেন। তখন মথুরবাবু বললেন—তাহ'লে কি তিনি এই লাল জবাফুলের গাছে সাদা জবাফুল ফোটাতে পারেন? রামকৃষ্ণদেব বললেন তাঁর ইচ্ছা হ'লে ফুটতে পারে। কয়েকদিন পরে দেখা গেল—লাল জবাফুলের গাছে একডালে সাদা ফুল আর এক ডালে লাল ফুল ফুটে আছে। তখন পরমহংসদেব মথুরবাবুকে ডেকে দেখালেন। —এ ব্যাপারটাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর ইচ্ছা হ'লে তো হয়ই, তবে সেও হওয়ার বিধিকে অনুসরণ ক'রে। আমরা হয়তো সব ক্ষেত্রে তা' বুঝতে পারি না। আর, ইচ্ছা মানে পুনঃ-পুনঃ করা।

শরৎদা—চলাফেরায় জপের কথা বলেছেন, তার সঙ্গে তো ধ্যান হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যতটুকু হয়, ওতেই হয়। যেমন শিস দিতে-দিতে, চিন্তা করতে-করতে পথ চলা যায়। চলা-ফেরায় জপের effect (ফল) মন্ত্রসাধন বা ঘুমের সময়ও পাওয়া যায়।

সুরেনদা (সেন)—উপুড় হ'য়ে শুয়ে যদি ধ্যান করা যায়, তার ফল কি হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—উপুড় হ'য়ে শুয়ে ধ্যান করতে হয় না। ওতে heart ও lungs (হৃৎপিণ্ড ও শ্বাসনালী)-এর উপর চাপ পড়ে, তাতে প্রাণ আইঢাই করে। প্রয়োজনমত চিৎ হ'য়ে শুয়ে করলে তেমন হয় না।

সুরেনদা (সেন)—খাওয়ার পর gazing করলে (ধ্যানের পূর্ব্বে ইষ্টের প্রতিকৃতির দিকে বিশেষভাবে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে) কি হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পেটে ভাত পড়লে পেটের দিকে বেশী circulation (রক্ত চলাচল) হয়, মাথাটা খানিকটা anaemic (রক্তশূন্য) হ'য়ে পড়ে। ঐ সময় গেজিং না করা ভাল।

জিতেনদা (রায়)—নামধ্যানের পরই যদি শবাসন করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখন-তখনই করা ঠিক নয়। পরে করতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর আপনমনে বললেন—তমোগুণ নিয়ে আসে আলস্য, জড়তা, ভ্রম, প্রমাদ, মোহ ইত্যাদি। এতে মানুষকে স্থবির ক'রে তোলে, এগোতে দেয় না। তমোগুণ প্রবল হ'লে ইহকাল, পরকাল দুই-ই ক্ষুণ্ণ হয়। তমো আক্রমণ করলে তাকে কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে নেই। ও একরকমের বিকার বিশেষ। তাই আমি কর্ম্মপ্রবণতার উপর অতো জোর দিই। গীতায় আছে—'সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ, সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতা'। প্রথম-প্রথম কর্ম্মের মধ্যে দোষ-ত্রুটি থাকেই, কিন্তু কর্ম্ম যতই সুকেন্দ্রিক হয়, ততই তা' ত্রুটিমুক্ত হ'তে থাকে। কর্ম্ম ছাড়া মানুষের প্রকৃত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাও হয় না। রজোগুণ হ'ল অনুরাগে রঙ্গীন হ'য়ে তৎপূরণী কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ার সম্বেগ।

এর মধ্যে আসক্তি ও কর্ম্মপ্রবণতা দুই-ই প্রবল থাকে। রজোগুণ যদি ইষ্টানুগ হয় তাহ'লে তা' মঙ্গলেরই কারণ হয়। তখন অহংকার ও সক্রিয়-আসক্তি দুই-ই সুনিয়ন্ত্রিত হ'তে থাকে। সত্ত্বগুণের প্রধান লক্ষণ হ'ল তা' সত্তাপ্রধান, তার লক্ষ্য হ'ল যা'তে সত্তা উন্নত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তাই করা।

শরৎদা—সত্ত্বগুণের মধ্যে সমতার ভাব তো থাকেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্তায় যেমন-যেমন লাগে।

শরৎদা—সঙ্গতি, সমতা ও সমন্বয় না থাকলে তো বিকার উপস্থিত হয়। এগুলি তো লাগেই!

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ!

একটু পরে বললেন—এক-এক সময় দয়াল রাশ ঠেলে দেন। কোথা থেকে যে কথা জোয়ায় ঠাওর পাই না, আবার এক-এক সময় মনে হয় যেন আমি বেকুব, কোন আক্কেল আছে তা' মনে হয় না। ঐ যে বলে তিনি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র, এ একেবারে ঠিক কথা। টের পাই তিনি আমাকে প্রতি পদক্ষেপে হাত ধ'রে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন।

তাঁর মর্ম্মস্পর্শী কথাগুলি শুনে সবার আত্মাভিমান যেন তখনকার মত বিদায় নিল এবং গভীর ভাব, ভক্তি ও আত্মনিবেদনের আবেগ যেন গজিয়ে উঠলো প্রত্যেকের প্রাণে।

কয়েক মিনিট বাদে শৈলমা আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর উল্লসিত ভঙ্গীতে বললেন—এই যে এসে গেছে ডাক্তার। এবার কও দেখি তোমার খবর।

শৈলমা (প্রণামান্তে)—আমাকে যারা জব্দ করতে এসেছিল, আপনার দয়ায় তারাই জব্দ হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—তোর তেজের সঙ্গে কি ওরা পারে? তোর সঙ্গে কার তুলনা?

দয়ালের মুখে এই প্রশংসাবাক্য শুনে শৈলমা খুশিতে ডগমগ।

শৈলমা ওখান থেকে চলে যাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে-হাসতে বললেন—একটু-একটু পাগলামি থাকা বোধহয় মন্দ নয়, অবশ্য যদি সেটা সুখের পাগলামি হয়। সুখের পাগল যারা, তারা হরদম স্ফূর্ত্তি করে। একরকম আছে দুঃখের পাগল, সবসময় তাদের অবর্ণনীয় কষ্ট।

সুরেনদা—গাঁজা খেয়ে দেবদেবী দর্শন হয়, সে কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গঞ্জিকাতত্ত্ব সেটা।

সকলের হাস্য।

রাত বাড়ছে। ভক্তবৃন্দ মুগ্ধ আবেশে তাঁর অমৃত-কথা শুনছেন ও অনিমেষ নয়নে দেখছেন তাঁর ত্রিতাপনাশন নয়নাভিরাম রূপ।

মেণ্টুভাই (বসু)—অনুরাগ জিনিসটা normal (স্বাভাবিক), না, গজিয়ে তুলতে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনুরাগ আছেই—ইন্ধন দিয়ে নিতে হয়।

মেণ্টুভাই—ইন্ধন দেওয়া কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনুকূল বাক্য, অনুকূল ব্যবহার, অনুকূল চিন্তা, অনুকূল চলনই অনুরাগে ইন্ধন দেওয়া। অনুরাগ হ'ল fire of life (জীবনাগ্নি)। এই অনুরাগ যত ব্যভিচারিণী হয়, মানুষ তত শ্লথ ও বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়, callous (অনমনীয় ও বোধহারা) হ'য়ে পড়ে।

মেণ্টুভাই—ব্যভিচারিণী অনুরাগ মানে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার টান আছে আমার উপর, সেই স্বার্থ পুষ্ট হ'চ্ছে যাকে দিয়ে বা যা' দিয়ে, তাকে এবং তা' তোমার ভাল লাগছে—এই হ'ল concentric love (সুকেন্দ্রিক ভালবাসা)। আর এই ভালবাসা বা ভাল লাগাটা ততক্ষণ দাঁড়াচ্ছে যতক্ষণ তাকে দিয়ে তোমার বাঞ্ছিতের স্বার্থ পুষ্ট হচ্ছে, যে-মুহূর্তে তার মধ্যে উল্টো ভাব দেখলে, সে-মুহূর্তেই তুমি neutral (নিরপেক্ষ) হ'য়ে গেলে তার প্রতি—ভালও নয়, মন্দও নয় এমনতর ভাব। আর একরকম আছে, তোমার ভালবাসার কোন মূল centre (কেন্দ্র) নেই—যা'র মাপকাঠিতে তুমি সব মেপে দেখছ। তোমার বৃত্তির ইন্ধন যখন যে যোগাচ্ছে, তার প্রতি তখন টান হচ্ছে। এমনতর অনুরাগ ব্যভিচারিণী অনুরাগ। একরকম আছে—মঠ-মন্দির, গাছতলা যা' দেখছে সব জায়গায় মাথা খুঁড়ছে, সাধু দেখছে তো নাম নিয়ে রাখছে, নিষ্ঠার বালাই নেই। এককথায় বহুনৈষ্ঠিক, তাদের কিন্তু রক্ষা নেই।

সত্যিকার জিনিস হ'ল—অকাট্য, অচ্ছেদ্য, অবিচ্ছিন্ন অনুরাগ থাকবে একজনে—আর তার অনুকূলে যা'—এমন-কি একটা গাছ কিংবা একটা কুটোও যদি প্রেমাস্পদের অনুকূল হয়, তাও-ও তার কাছে প্রীতিকর মনে হবে। এর ফলে 'যত্র-যত্র দৃষ্টি পড়ে তত্র-তত্র ইষ্ট স্ফুরে' এমনতর রকম হ'য়ে ওঠে।

শরৎদা—ঘটে-ঘটে ইষ্টস্ফুরণ হয় যেখানে, সেখানে তো অনুকূল-প্রতিকূল থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেষ্টঠাকুর যেমন ব্যাধের হাতে মারা গিয়েছিলেন। একটা ব্যাধ দেখলেই তাঁর ভক্তের মন কিন্তু বিষণ্ণ হ'য়ে যাবে। মনটা হয়তো আঁতকেই উঠবে সেই ঘটনা স্মরণ ক'রে। প্রতিকূলের মধ্য-দিয়েও তাঁর কথাই স্মরণ হবে। মনে পড়তে থাকবে ঠাকুর শুয়েছিলেন, কেমন লাল টুকটুকে পা দু'খানি। ঐ পা দু'খানি মাটিতে ফেলে যখন হাঁটতেন, তখন কেমন সুন্দরই না দেখাতো! কি অপূর্ব তাঁর জীবন! কি মধুর তাঁর লীলা! অমনভাবে শুয়েছিলেন, হরিণ ভেবে মেরে ফেলল। কেনই বা ভাল ক'রে না দেখে-শুনে তীর ছুঁড়লো।

ব্যাধের প্রতি বিরূপ ভাবকে কেন্দ্র ক'রেও কেষ্টঠাকুরের স্মৃতিরই উদ্দীপন হ'তে থাকবে, কত কথাই মনে পড়বে। আবার হয়তো সে একটা তমাল গাছ দেখল, দেখে তার খুবই ভাল লাগবে, মনে হবে—একদিন তিনি কোন তমাল তলায় এসে দাঁড়াতেন, প্রাণকাড়া সুরে বাঁশী বাজাতেন, গোপীরা সব গৃহকাজ ফেলে ছুটে এসে মিলিত হ'তো সেখানে, কত আনন্দের সুরধুনী বয়ে যেত সেই তমাল গাছের তলায়, হুড়-হুড় ক'রে প্রভুর বৃন্দাবন-লীলার কত মধুময় স্মৃতি তার মনে ভীড় ক'রে আসবে, ভাবভক্তিতে আত্মহারা হ'য়ে সে হয়তো তখন তমাল গাছটাকে সোহাগভরে জড়িয়ে না ধ'রেই পারবে না। সাচ্চা অনুরাগ যার জাগে প্রেষ্ঠ ছাড়া একটা লহমাও তার কাটে না, প্রতিটি নিঃশ্বাসে তার প্রেষ্ঠপ্রীতি ঝ'রে পড়ে। এর ছিটে-ফোঁটার সাধও যে পায় তার জীবন ধন্য হ'য়ে যায়, দুনিয়ার কোন প্রলোভন, কোন তাড়ন, পীড়ন, নির্য্যাতন তাকে টলাতে পারে না। নিষ্ঠার চরিত্রই এমনতর।

৮ই শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৫৫ (ইং ২৪।৭।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে অশ্বত্থতলায় ব'সে আছেন। খুলনার খগেনদা (ঘোষ) এসে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়াতেই শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিমুখে বললেন—বসেন। খবর সব ভাল তো?

খগেনদা ব'সে বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ!

কাজকর্ম্মের প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বিশেষ্ট দেড় লাখ লোকের দীক্ষা তাড়াতাড়িই চাই। একশ' জন, এমন-কি পঞ্চাশ জন ঋত্বিক্ sincerely (আন্তরিকভাবে) লাগলেই হয়।

খগেনদা—আমরা চেষ্টা করছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাছোড়বান্দা হ'য়ে লাগ।

কাছে এক টুকরো ছুঁচোল বাঁশ প'ড়ে আছে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর অরুণকে (জোয়ার্দ্দার) বললেন—ফেলে দে, কা'র পায় লাগবে।

অরুণ ফেলে দেবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি এসে বসার পরই আমার ওটার উপর লক্ষ্য পড়েছে, কিন্তু তখন কিছু বলিনি এই ভেবে যে, হয়তো তোমাদের কারও নজর পড়বে ওদিকে এবং তোমরা কেউ ওটা ফেলে দেবে, কিন্তু দেখলাম তোমাদের কারও খেয়াল হ'ল না। তখন নিজে বলতে বাধ্য হলাম। নিজের ও পারিপার্শ্বিকের সম্বন্ধে উদগ্র সত্তাপোষণী আগ্রহ না থাকলে সক্রিয় চেতন চলন জাগে কম।

প্রমথদা (দে)—নিজের সম্বন্ধে সত্তাপোষণী আগ্রহ তো প্রত্যেকেরই থাকে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রবৃত্তি-অভিভূতিতে ঐ আগ্রহ অনেকখানি আচ্ছন্ন হ'য়ে থাকে,

তাই ইন্দ্রিয়গুলি ও চেতনা ঠিকমত সজাগ হয় না। ইষ্টের প্রতি টান এবং পারিপার্শ্বিকের প্রতি ইষ্টানুগ অনুসন্ধিৎসু সেবাবুদ্ধি যত গজায়, ততই সত্তাপোষণী আগ্রহ তাজা হ'য়ে ওঠে। তা' সপরিবেশ নিজের কল্যাণ যাতে হয় তা' ক'রে চলেই এবং তা' ইষ্টসেবার অপরিহার্য্য অঙ্গ হিসাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গক্রমে চট্টগ্রামের এক দাদাকে বললেন—আশ্রমের জন্য নানা-রকম শিল্পকর্ম্ম জানা লোক ঠিক করা লাগে, যাতে তারা স্থায়ীভাবে এসে বসবাস ও কাজকর্ম্ম করে। এরা খুব devoted (ভক্তিমান) হওয়া চাই, যাতে পয়সার লোভে অন্যত্র চ'লে না যায়। আশ্রমটা এমন ক'রে তোলা চাই, যাতে কোন কাজের জন্য বাইরে ছোটা না লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পর-পর কয়েকটি বাণী দিলেন। প্রথম বাণীটি এই—

যে কাজে তুমি যতখানি গোজামিল দেবে,
তার মধ্যে ততখানি গোঁজা অমিল থাকবেই থাকবে,
কৃতকার্য্যতাও সেখানে তেমনতরই ব্যাধিগ্রস্ত।

গোটা দশেকের সময় শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তজন-পরিবৃত হ'য়ে বড়াল-বাংলোর ঘরে নিজ শয্যায় এসে বসলেন।

পুষ্পমা জিজ্ঞাসা করলেন—অনেকের কাছে তো আদর্শ সম্বন্ধে বলি, সবাই শোনে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানে, তাদের রকমের ভিতর-দিয়ে বলতে পারি না বা ধরতে পারি না। কথা কইব ব'লে কইলে হয় না। সাধারণ গল্পগুজবের মধ্য-দিয়ে অগ্রসর হ'তে হয়। সেজেগুজে যাজন করতে গেলে লোকে সন্দেহ করে। কথা কইলেই তো শোনে না। তার affair ও problem (বিষয় ও সমস্যা)-এর মধ্য-দিয়ে proceed ক'রে (অগ্রসর হ'য়ে) এই inevitable conclusion-এ (অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধান্তে) এনে দিতে হবে, যাতে না বুঝে রেহাই থাকে না। রামদাস যেমন বলেছেন—"বেছে-বেছে আত্মীয় সন্তান সহৃদয় বুদ্ধিমান........." ঐভাবে দরদের সঙ্গে বলতে হয়। কোন লোক যদি বোঝে যে তুমি তাকে সত্যিই ভালবাস ও সত্যিই তার মঙ্গল চাও এবং তুমি যা' বলছ তা' তোমার বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত আর এই বলার মধ্যে তোমার কোন উপদেষ্টার অহঙ্কার নেই বরং আছে ভাব, ভক্তি ও প্রাপ্তির উচ্ছল আনন্দ, তখন অজ্ঞাতসারে তার মন মজে ওঠে। সে ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে অমনতর শান্তি ও আনন্দ লাভের আশায়। প্রাণস্পর্শী যুক্তি, আবেগ ও প্রত্যয়ের প্রভাবই হয় অন্যরকম। তা' সত্তা থেকে বেরোয় কিনা, তাই অপরের সত্তাকে সহজেই আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ করে।

পুষ্পমা—যাজনে unsuccessful (অকৃতকার্য্য) হ'লে মন কেমন লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মন খারাপ করতে নেই, বরং ভেবে দেখতে হয় নিজের defect (ত্রুটি)-টা কোথায় এবং কী, আর তা' rectify (সংশোধন) করতে হয়।

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উত্তরাস্য হ'য়ে তক্তপোষে শুভ্র-শয্যায় সমাসীন। উজ্জ্বল বিজলী-আলোকে তাঁর অপরূপ রূপলাবণ্য পরম মনোহর রূপ ধারণ করেছে। বাইরেও আলোয় আলোময়। তাঁকে ঘিরে সর্ব্বত্রই যেন এক অনাবিল আনন্দের স্রোত বইছে। শরৎদা (হালদার), সুরেনদা (বিশ্বাস), মন্মথদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), বিমলদা (মুখোপাধ্যায়), প্রফুল্লদা (মুখোপাধ্যায়), প্রকাশদা (বসু), রাজেনদা (মজুমদার), সরোজিনীমা, হেমপ্রভা-মা, রাণীমা, ননীমা, পুষ্পমা প্রভৃতি অনেকেই তাঁর সুখসান্নিধ্য উপভোগ করছেন।

শরৎদা—জন্মের সময় এক সেকেণ্ডের difference-এও (পার্থক্যেও) কি জাতকের জীবনে difference (পার্থক্য) হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Planet (গ্রহ) তো always on motion (সর্ব্বদা গতিশীল)। এই মুহূর্ত্তে যে-স্থানে পরের মুহূর্ত্তে সে-স্থানে থাকে না, তাই change (পরিবর্ত্তন) হয়ই। তবে change (পরিবর্ত্তন)-টা একই category (শ্রেণী)-র মধ্যে হবে।

শরৎদা—এই মুহূর্ত্তে যে জন্মগ্রহণ করল, সে হয়তো হ'ল রাজা, এক মুহূর্ত্ত পরে যার জন্ম হ'ল, তার হয়তো খোঁজই নেই, অজ্ঞাত অখ্যাত দরিদ্রের জীবন যাপন করছে। আপনি যখন জন্মগ্রহণ করেছেন, তার এক সেকেণ্ড আগে-পরেও হয়তো ধারে-কাছে লোক জন্মেছে, তারা কী হয়েছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মতোই হয়তো এক রকম হয়েছে। সে হয়তো নেংটিপরা মহারাজ হয়েছে। একই সমাবেশের মধ্যে হ'লে একই রকমের মধ্যে difference (পার্থক্য) হয়।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর আপনমনে বললেন—Desire (কামনা) সকলেরই থাকে। বুদ্ধদেবের ছিল, শ্রীকৃষ্ণেরও ছিল, আপনাদেরও আছে, আমারও আছে। কিন্তু যার (কামনা) যত concentric (সুকেন্দ্রিক), সে তত adjusted (নিয়ন্ত্রিত), তার activity (কর্ম্ম)-ও তেমনতর।

প্রবোধদা (মিত্র)—Desire (কামনা) আর will-এ (ইচ্ছায়) তফাৎ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Will (ইচ্ছা)-টা সব সময় active (সক্রিয়), desire (কামনা)-টা হ'ল কর্ম্মোন্মুখ intention (অভিপ্রায়)। মনে পোলাও খাবার সখ হ'ল, সেটা একটা জিনিস, আর সে-অভিপ্রায়কে বাস্তবে পরিপূরণ করার জন্য active (সক্রিয়) হ'য়ে ওঠা আর-একটা জিনিস। Desire (কামনা)-টা intense (তীব্র) হ'লে will (ইচ্ছা) হয়।

প্রবোধদা—Will (ইচ্ছা) কি urge (আকূতি) থেকে আসে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! Urge (আকূতি) যখন active (সক্রিয়) হয়, তখন হয় energy (শক্তি)।

শরৎদা—সার জেম্‌স্‌ জিন্‌স্‌ নামক একজন বৈজ্ঞানিক বলেছেন—সূর্য্য হয়তো একদিন মরে যাবে, তা' কি সম্ভব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পৃথিবীটাও তো একদিন সূর্য্যের অঙ্গীভূত ছিল। সূর্য্যটা হয়তো একদিন একটা planet (গ্রহ) হবে। আর-একটা সূর্য্যের আবির্ভাব হয়তো হবে। এই ধরণের change (পরিবর্ত্তন) হবে। 'কত চতুরানন মরি মরি যাওত।' তাঁর লীলার কি কোন অন্ত আছে?

শরৎদা—সূর্য্যের অতো তাপের মধ্যে কি জীবন আছে? না, সূর্য্য জীবনহীন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অতো তাপের সঙ্গে সঙ্গতিশীল যে জীবন তা হয়তো থাকতে পারে।

শরৎদা—ভগবানের সৃষ্টি যখন, তখন বোধহয় জীবন সর্ব্বত্র আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার তো মনে হয় জীবন নেই এমন স্থান নেই। তবে জীবনের রূপ যেখানে যেমন সেখানে তেমন।

রথীন (ভট্টাচার্য্য)—চন্দ্রে কি মানুষের মত জীব আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Complex (প্রবৃত্তি)-অনুযায়ী প্রাণীর চেহারা হয়। সেটা মানুষের বেলায় যেমন সত্য, অন্যের বেলায়ও তেমনি সত্য। আমি তো দেখি সব রকমের প্রাণীই এক-এক রকমের মানুষ। আমরা আমাদের মত ক'রে বুঝি। কিন্তু প্রাণের যে কত রকমারি অভিব্যক্তি হ'তে পারে তার ইয়ত্তা নেই। আমি দেখি ধূলিকণাটাও প্রাণময়।

প্রবোধদা—মানুষ কি কখনো মরে নীচের দিকে যেতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—উঁচুর দিকে যেমন যেতে পারে, নীচুর দিকেও তেমনি যেতে পারে কর্ম্ম ও ভাব অনুযায়ী। Evolution (বিবর্ত্তন) যেমন হয়, তেমনি devolution (অপবর্ত্তন)-ও হয়।

সুরেনদা—একটা ছাগল ছিল, সে নাকি আগের জন্মে হৃদয় (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাগ্নে) ছিল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাবতাম ঐ-রকম।

সুরেনদা—এমন কী অকাম করলে মানুষের এই পরিণতি হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর, একজনের হয়তো কিছু ধর্ম্মবুদ্ধি আছে। কিন্তু এমনতর ক্রিয়া ও চিন্তায় রত থেকে তার মৃত্যু হ'লো যেটা হয়তো ছাগলেরই জীবনের সামিল। তারপরে তার ছাগল-জন্ম হবে। কিন্তু আগের জন্মে একটু ধর্ম্মবোধ থাকার দরুন ছাগল হয়েও হয়তো মহাপুরুষের সংসর্গে এসে পড়ে। সেখানে তাঁকে দেখে, তাঁর সামনেই হয়তো এসে দাঁড়িয়ে থাকে আর মনটা তার হু-হু করে। তাঁর 'পরে টানে পরজন্মে সে হয়তো আবার মানুষ হয়। There are more things in heaven and earth than are dreamt of in your philosophy, Horatio (হে হোরেশিও!

তোমার দর্শনের কল্পনার অতীত অনেক কিছু স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে বর্ত্তমান।)

এরপর প্রবোধদা, সুরেনদা, শরৎদা সকলেই বাইবেলের 'রেভেলেশন' অধ্যায়ের কথা তুললেন, যেখানে আছে ১৪৪০০০ sealed (চিহ্নিত) লোকের কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কতকটা আমার চাওয়া বিশিষ্ট দেড়লাখের মত। Sealed (ছাপমারা) মানে ক্রাইষ্ট যাদের মধ্যে ছাপমারা হ'য়ে থাকেন, যাদের মনে ক্রাইষ্ট লেগেই থাকেন।

বাইবেলে একটি কথা আছে soaked in the blood of Christ (ক্রাইষ্টের রক্তে অনুষিক্ত)। সেই সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তার মানে fired up with the zeal and ardour of fulfilling Christ (ক্রাইষ্টকে পরিপূরণের উৎসাহ-উদ্দীপনায় প্রদীপ্ত)।

আজ্ঞাচক্রে থাকার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজ্ঞাচক্রে বাস করা মানে to live in the horizon of His command (পরমপুরুষের নির্দ্দেশের দিগন্তে বসবাস করা)। ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠায় নিনড় হ'য়ে থাকা।

সুরেনদা কাজকর্ম্ম সম্পর্কে বললেন—একটা লোককে দীক্ষা দিতেই তো কত দেরী লেগে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথমটা দেরী হয়, পরে কয়েকটা whip অর্থাৎ অমাত্য যদি জুটে যায়, তারা আবার লেগে যায়। তখন দীক্ষা ক্রমপ্রগতিতে বেড়ে চলে। তাছাড়া প্রত্যয় যার যত পাকা, তার সান্নিধ্যে মানুষ প্রবুদ্ধও হয় তত সত্বর।

প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়-দার দিকে চেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তাড়াতাড়ি দেড়-লাখ ক'রে ফেল। 'সখা! ভুল ক'রে ভালবেসো না।' ভালবাসতে হবে কাকে ঠিক থাকে যেন, ভালবাসা যেন ভুল জায়গায় গিয়ে না পড়ে। Fundamental (মূল) বাদ দিয়ে যা' কর, তার মূল্য হবে না। কয়টি মেয়ে বর দেখতে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে কেউ-কেউ আলো নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আলোয় তেল ছিল না। ক'জনের তেল ছিল তো পলতে ছিল না। কয়েকজন আলো নিভিয়ে ঘুমিয়েছিল। কিন্তু ক'জন আলো জ্বালিয়ে বসেছিল—আসা মাত্র অভ্যর্থনা ক'রে বসাবে। তারপর তিনি আসলেন। যারা আলো জ্বালিয়ে বসেছিল, তারাই দেখতে পেল। যারা অপ্রস্তুত ছিল, তাদের আর সে-ঘরে ঢুকতে দেওয়া হ'লো না, দরজা বন্ধ হ'য়ে গেল। তাই আমি বলি, দেড়লাখের ব্যাপারে এখনও হুঁশিয়ার ও তৎপর যদি না হও, সময়কে উপেক্ষা ক'রে যদি চল—ব্যর্থই হবে। বর দেখার বুদ্ধি আছে কিন্তু ইচ্ছা নেই, সেইজন্য ঢিলে হ'য়ে যায়। আমি বলি—বিধাতার রোষ যদি আসে তার কথা তোমাদের বহু বলেছিলাম, অমুক সময় অমুকটা করতে বলেছিলাম, অমুক সময় অমুকটা বলেছিলাম, তোমরা আমার কথা শোননি,

কোনটাই করনি। স্বর্গরাজ্যে তোমাদের অধিকার নেই। মরুভূমিতে চ'লে যাও, যেখানে ধান জন্মে না, গাছ জন্মে না, সেখানে চ'লে যাও, তবে কেমন হবে? ....আমাদের একটা শোনার বাবুগিরি আছে মাত্র, করার ধার ধারি না। এই জিনিস শুনতে ভাল লাগে, সেটাও শুভ সংস্কারের লক্ষণ। কিন্তু না করলে কিছু হবার নয়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর পুষ্পমাকে বললেন—একটা গান করবি নাকি?

পুষ্পমাকে ইতস্ততঃ করতে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বিনা হারমোনিয়ামে গান গাইতে শিখতে হয়। 'গাহি গীত শোনাতে তোমায়'—এইভাবে যা' আসে খালি গলায় গাইবি।

পুষ্পমা—গান গাই কোথায়, আর গানের একটা mood (ভাব) আছে, সব সময় গান হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Mood (ভাব) ক'রে নিতে পারি। থিয়েটারে যেমন এক-এক সময় এক-এক mood (ভাব) করে। এই মুহূর্ত্তে এক রকম, তার পরমুহূর্ত্তে আর এক-রকম।

পুষ্পমা একটা গান করলেন—কত আর এ মন্দির দ্বার রাখিব খুলি!

গানের শেষে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বেশ!

শ্রীশ্রীঠাকুর একটা বাণী দিলেন—

ঈশ্বরের সাথে কোন সর্ত্ত করতে যেও না,
নিঃসর্ত্তে তাঁকে ভালবাস, সেবা কর
আর তাঁকে পাও নিঃসর্ত্তে।

শরৎদা—নিঃসর্ত্তে পাওয়াটা কি রকম?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বরফ নিজেকে যতখানি জলে দেয়, বরফ ততখানি জল হয় বা পায়।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যাকুলভাবে বললেন—আসল কথাই হ'লো দৈনিক অন্ততঃ তিন টাকা ক'রে ইষ্টভৃতি করবে এমনতর দেড়লাখ লোককে সত্বর দীক্ষা দেওয়া। 'যেখানে সেখানে যাওরে মাকু চরকি ছাড়া নও।' যা'-কিছুই করতে চাও, ঐ specific (বিশিষ্ট) দেড়লাখ ছাড়া রাস্তা নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর পুষ্পমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—স্বদেশী গান জানিস্ না? কুঞ্জে-কুঞ্জে গাহে পাখী—সেই গানটা?

পুষ্পমা—ধনধান্যে পুষ্পে ভরা! ঐ গানটা গাইব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ!............আমার ঐ গানটা মনে হ'লে বাংলার কথা মনে প'ড়ে বুকটার মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে! একটা অদ্ভুত sensation (ভাব) feel (বোধ) করি।

পুষ্পমা গানটা গাওয়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর আবেগভরে বললেন—আমার মা

এমনতর, এই মাকে কি আর ফিরে পাব?

সুরেনদা—এখানে আসার ক'দিন আগে এই গানটা আমার মনে ভেসে উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবই তো ভেসে ওঠে, জেগে ওঠে, কিন্তু আমার specific (বিশিষ্ট) দেড়লাখ কই? মায়ের পূজোর ফুল যারা?

৯ই শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৫৫ (ইং ২৫।৭।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উপবিষ্ট। কাছে ছিলেন দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), পঙ্কজদা (সান্যাল), পূজনীয়া সানুদি, মায়া মাসীমা, কালিদাসীমা, ননীমা প্রভৃতি। ঘরোয়া কথাবার্ত্তা চলছিল।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে গিয়ে অশ্বত্থ গাছের তলায় তাঁবুতে বসলেন—ধীরে-ধীরে ভক্তসমাবেশ বাড়তে লাগলো।

একটু পরে ধূর্জটিদা (নিয়োগী) আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—কাজলকে পড়াবার জন্য একজন মানুষ ঠিক করা লাগে। ছেলেদের teacher (শিক্ষক) হওয়া চাই majestic (মহত্ত্বপূর্ণ), man of character (চরিত্রবান) ও loving (ভালবাসাময়)।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) জিজ্ঞাসা করলেন—শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের mother (মা) একটা বইয়ে লিখেছেন—মনকে শূন্য করা মানেই মনের ধারণক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়া। আমরা তো জানি—ধ্যানে ধারণক্ষমতা বাড়ে। শূন্য করায় কী হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যখন একদিকে আগ্রহ হয়, তখন অন্যদিকে আগ্রহ স্তিমিত হয়ে আসে। 'যোগশ্চিত্তবৃত্তোর্নিরোধঃ'—সেই কথাটাই ঘুরিয়ে কওয়া। মন কি এমনি শূন্য হয়? যোগ যদি হয়, তবে vacant (শূন্য) হয়। প্রেষ্ঠের কথা ভাবছি, তাই নিয়েই রত আছি, তখন মনটা অন্য দিক থেকে aloof (আলগা) হয়। তাছাড়া মন শূন্য করার চেষ্টা করলে তা' আরো উত্তাল হ'য়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে প্রাঙ্গণে তক্তপোষে বসে আছেন।

তিনি মন্মথদাকে (বন্দ্যোপাধ্যায়) লক্ষ্য ক'রে বললেন—আমি কাল পুষ্পকে রামদাসের 'যাজন-নীতি' সম্বন্ধে বলেছি।

সেই প্রসঙ্গে পুষ্পমাকে বললেন—দীক্ষা দিইয়ে মানুষ আমার কাছে আনবি। তোর উপর শ্রদ্ধা গজালে, তবে তোর প্রেষ্ঠের উপরও শ্রদ্ধা হবে। গীতায় যে দিব্যচক্ষুর কথা আছে, তাও ঐ শ্রদ্ধার চক্ষু। মানুষের বিহিত শ্রদ্ধা জাগানই বড় কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লদাকে (মুখোপাধ্যায়) বললেন—ভাল দেখে একটা প্রেস

কিনবি, মেসিন যেন ভাল হয়।

প্রকাশদা (বসু) এই প্রসঙ্গে বললেন—আপনার গাড়ীখানা এত ভাল ভেবে কেনা হ'ল, কিন্তু তাতে নাকি অনেক defect (দোষ)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রণিধানী স্বভাব ও অভ্যাস কম মানুষেরই আছে। ও অনেকটা জন্মগত ব্যাপার।

প্রফুল্ল—বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান না থাকলে, অনেক সময় অনেক জিনিস বোঝা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রণিধানী স্বভাব থাকলে দেখেশুনে বোঝে। প্রথম যখন ইঞ্জিন আশ্রমে এলো, আমি কি ওর কিছু জানি বা বুঝি? ফিট করার সময় কিছুতেই ফিট হয় না। দেখেশুনে আমি একটা suggestion (নির্দ্দেশ) দিলাম, সেইভাবে ফিট হ'য়ে গেল। যারা ভাবে পারব না, বুঝব না এবং বুঝতে চেষ্টাও করে না, তারা পারে না। Art (কলা) পড়লে অনেকের ঐ রকম ধাঁজ হয়। পাঁচটা জিনিস inquisitively observe (অনুসন্ধিৎসা-সহকারে পর্য্যবেক্ষণ) করতে-করতে বোঝে, নানা বিষয় দেখতে-দেখতে common sense (সাধারণ জ্ঞান)-ও হয়। শেষের দিকে অটলের ধারণা হয়েছিল আমি খুব ভাল মিস্ত্রী। ষ্টোভলণ্ঠন করার সময় প্রথম-প্রথম আমার suggestion (নির্দ্দেশ) receive (গ্রহণ) করতে চাইত না। তাই দেখে আমিও বিশেষ কিছু বলতাম না। যখন অনেক খেটেখুটে হালে পানি পায় না, একটু ধরিয়ে দিলাম, তাতে উতরে গেল। তখন বলে—'আগে বলেননি কেন?' আমি ভাবি—'বললেও তুমি শোন কৈ?'

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁবুর মধ্যে উপবিষ্ট। মুক্তাগাছার জ্ঞানদা (চক্রবর্ত্তী) প্রভৃতি আসলেন। জ্ঞানদা তাঁর কর্ম্মকর্ত্তা ক্যাপ্টেন দত্ত সম্বন্ধে বললেন—তিনি মানুষের কাছ থেকে শৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ আদায় ক'রে নিতে অদ্বিতীয়। সেই প্রসঙ্গে তাঁর চরিত্র ও চলনের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লোক ভাল। ওর কাছে থাকলে লোক মরচে পড়তে পারে না। শুনে আমার ভাল লাগছে। আমিও ঐরকম ভাবি কিন্তু করতে পারি না। কাজে যাদের ভালবাসা আছে, তারা ঐ-রকম করে, কিন্তু মানুষের উপর ভালবাসা বেশী হ'লে, প্রত্যেকের অবস্থায় নিজেকে ফেলে, যে-ক্ষেত্রে তার মঙ্গলের জন্য যা' করণীয় তাই করা লাগে। একঢালা রকমে শুধু কাজের কথা ভেবে সব করা যায় না। অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে একটু cruel (নিষ্ঠুর) না হ'লে মানুষের কিছু করাও যায় না। কিন্তু আমার মমতা এত বেশী যে কারও প্রতি যেন তেমন কঠোর হ'তে পারি না। তবে আমি যাকে যতই ভালবাসি না কেন, তাতে তার বিশেষ কোন লাভ নেই। আমাকে ভালবেসে আমার খুশির জন্য যারা চলে ও করে তারাই প্রকৃত লাভবান হয়।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সার্থকভাষী হওয়া ভাল।

সুশীলদা (বসু)—কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি হয়তো একজনের সঙ্গে কথা কচ্ছেন, সেও তার কথা বলছে। তার কথার মধ্য-দিয়েই আপনি হয়তো তার অজ্ঞাতসারে কায়দা ক'রে তাকে আদর্শের দিকে টেনে নিচ্ছেন, একে বলে সার্থক-ভাষণ। আদর্শ যার যত সত্তাগত হ'য়ে ওঠেন, সে ততই সুষ্ঠুভাবে এই কাজটি করতে পারে। কেউ-কেউ আছে আদর্শকে জোর ক'রে একজনের উপর চাপিয়ে দিতে চায়, তাতে সুবিধা হয় না।

Organisation (সংগঠন) সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেকটা ব্যষ্টি যেখানে আদর্শের পরিপূরণের জন্য সক্রিয় হ'য়ে ওঠে, সেখানে গজিয়ে ওঠে organisation (সংগঠন)। কতকগুলি ভিজে বালু হয়তো একত্র করলেন, এই একত্র-করণকে organisation (সংগঠন) বলা যায় না। Organisation (সংগঠন) হবে তখন, যখন এমন একটা জীবনীশক্তি সৃষ্টি করতে পারবেন যা' দিয়ে প্রত্যেকটি বালুকণা enlivened and active (সঞ্জীবিত ও সক্রিয়) হ'য়ে উঠবে for the common principle (অভিন্ন আদর্শের জন্য)।

সুশীলদা—শরীরের প্রত্যেকটা cell (কোষ) যেমন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেকটা cell (কোষ) বেঁচে থাকতে চায়, আর তার জন্য কাজ করে। প্রত্যেকটা organ (প্রত্যঙ্গ) কাজ করে for its own life as also that of other organs and the entire organism (তার নিজের, অন্যান্য প্রত্যঙ্গের এবং সমগ্র দেহবিধানের জীবনের জন্য)। প্রত্যেকে functional activity (যথোচিত কার্য্য)-এর মধ্য-দিয়ে প্রত্যেককে help (সাহায্য) করে ও nurture (পোষণ) দেয়। এইভাবে common life (অভিন্ন জীবন) ঠিক রাখে। একেই বলে organised body (সংগঠিত দেহ)।

সুশীলদা—প্রত্যেকেই actively helpful to himself, others and the life-principle (প্রতি অঙ্গই নিজের, অন্যান্য অঙ্গের ও জীবনের সক্রিয় সাহায্যকারী)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! তবে শরীরের এক টুকরো মাংস শরীর থেকে কেটে নিয়ে আলাদা ক'রে রেখে দিলেন, তা' কিন্তু সঞ্জীবিত ও সংগঠিত থাকবে না। মূল সঞ্জীবনী শক্তিধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'লে তা' প্রাণহীন হ'য়ে যায়।

একটু পরে সুরেনদা (বিশ্বাস), মাদারদা (কুণ্ডু), বলাইদা (দে) প্রভৃতি আসলেন।

বলাইদা নিজের সমস্যাদির কথা নিবেদন ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন—ঠাকুর!

এখন কী করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্ফূর্ত্তি ক'রে ব্যবসা ও সেইসঙ্গে যাজন কর্। Successful (কৃতকার্য্য) হওয়াই চাই। যা'কে পয়লা নম্বরের ভাবি, সেই যদি কেবল আছাড় খায়, তবে যে আমি একটা example (দৃষ্টান্ত)-ও দেখাতে পারি না। তোদের প্রত্যেককে নিয়েই তো আমি।

এরপর 'তুমি সার্থকভাষী হও...............' ব'লে একটি বাণী দিলেন।

সেই প্রসঙ্গে বললেন—যা'রা tactful (কৌশলী) নয়, যাদের বোধ কম, তারা চাপান দেয়, তারা কোন বিষয় মানুষের মাথায় গজিয়ে তুলতে পারে কম। তার কথা দিয়ে তাকে ধরতে হয়। যা'কে বলে Socratic dialogue (সক্রেটিশের কথোপকথন)। একজন হয়তো বলল, 'আমি ধর্ম্ম টর্ম্ম মানি না'। তুমি হয়তো তখন বললে আমিও সে-ধর্ম্মের কথা কচ্ছি না। তারপরে সে তার কথা বলতে লাগল। তখন তার কথার মধ্য-দিয়ে manipulate (নিয়ন্ত্রণ) করতে হয়, ফলে সে নিজের কথায় আটকে যাবে, অনেক তথাকথিত বড়-বড় লোকে ধর্ম্ম মানে না। তাই সাধারণ কেউ-কেউ ভাবে ধর্ম্ম মানলে বুঝি antiquated (সেকেলে) হ'য়ে যাবে, তার সম্মান কমে যাবে, ওতে তার দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাবে, তাই বলে, 'ধর্ম্ম মানি না'। যখন ঐ কথা বলে তখনকার মত সায় দিয়ে সুকৌশলে অগ্রসর হ'তে হয়। এইভাবে অগ্রসর হ'লে তার নিজের কথায় inconsistency (অসঙ্গতি) তার নিজের কাছেই ধরা পড়ে। মানুষ বাঁচতে চায়, বাড়তে চায়, সুখে থাকতে চায়, সত্তাপোষণী প্রতিষ্ঠা চায়, অথচ বলে 'ধর্ম্ম মানি না', তার মানে ধর্ম্ম নামটায়ই তার যত আপত্তি। ধর্ম্ম বলতেই সে হয়তো যা' ধর্ম্ম নয়, তাই বোঝে, তাই ওভাবে আপত্তি করে। ধর্ম্ম কথার মানে বুঝলে কারও বলার জো নেই—ধর্ম্ম মানি না। যাজকের কাজ হ'ল অহং-এ আঘাত না ক'রে, জোর ক'রে চাপান না দিয়ে, কৌশলে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সহজভাবে মানুষের মধ্যে ধর্ম্মের প্রয়োজন-বোধ ফুটিয়ে তোলা।

১০ই শ্রাবণ, সোমবার, ১৩৫৫ (ইং ২৬।৭।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে প্রাঙ্গণে ইজিচেয়ারে ব'সে আছেন। সুশীলদা (বসু), শরৎদা (হালদার) প্রভৃতি কাছে আছেন।

একজন ঋত্বিক্ বললেন—বেকায়দায় প'ড়ে ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী ভেঙ্গে ফেলেছি। আয় তো এক দক্ষিণা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওখানে গোল হ'লে বুঝতে হবে, সেটা একটা খারাপ লক্ষণ, তখন জীবনের অন্য সব ব্যাপারেও গোল ঢুকে যাবে। আবার ওটা ঠিক থাকলে অন্য তুচ্ছ গোল আটকাতে পারে কম। সেগুলি বরং শুধরে যেতে থাকে, অবশ্য চেষ্টা চাই। মানুষ আয়ের কথা কয়, কিন্তু আয় যে কে করে তা' জানে

না। আয় করে নিষ্ঠাবান চরিত্র, আর তাকেই ঘায়েল ক'রে সুরাহা করতে চায়।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষকে ভালবাস কিন্তু এমনভাবে নয় যাতে তার মন্দটা প্রশ্রয় পায়। মন্দ মানে তা'ই যা' তা'র বাঁচা-বাড়ার পরিপন্থী।

এরপর উপস্থিত জনৈক দাদাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—ওকে যেদিন দেখব, ও তার দলের মধ্যে প'ড়ে দলের কাছে yield (নতিস্বীকার) করছে না, তাদের mould (নিয়ন্ত্রণ) করতে পারছে, সেদিন বুঝব ওর কিছু হয়েছে। মদের টেবিলে ২৫ জন হয়তো একসঙ্গে বসেছে, সকলকে মদ দিচ্ছে। সকলেই মদ খাচ্ছে। ও বসে আছে, মদ খাচ্ছে না, কিন্তু তারা মদ খাওয়ার সময় ওর ঈশ্বরীয় কথার মদ এমনভাবে দিচ্ছে যে তাদের মদের নেশা ছুটে যেয়ে ওর কথার মদের নেশা তাদের পেয়ে বসছে। তারা ঐ দিকেই ঝুঁকে পড়ছে। সত্যি কথা বলতে কি ইষ্টনেশার মত এমন জীবনীয় নেশা আর হয় না।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কোন দুর্ব্বলতা পুষে রাখলে, তা' জীবনের সব ক্ষেত্রে ছড়িয়ে যায়।

সুশীলদা—একজনের একটা হয়তো দুর্ব্বলতা আছে। অন্য সব ব্যাপারে সে যদি শক্তিমান হয়, তাহ'লে কি হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চরিত্রগত গভীর দুর্ব্বলতার ফলে গুণপনাও ব্যাহত ও নিষ্ফল হ'তে পারে। একজন হয়তো করিৎকর্ম্মা লোক, সে হয়তো একজন মস্তবড় মন্ত্রী, কিন্তু তার যদি মদ ও মেয়েমানুষের উপর লোভ থাকে, ঐ ফাঁক দিয়ে যে কত সময় কত বিপর্য্যয় ঘটে যেতে পারে তার ঠিক নেই। কিন্তু সে যদি strong (শক্ত) হয়, তাকে যারা ইতর প্রলোভনের ফাঁদে ফেলতে আসে, তারাই ঘায়েল হয়ে যায়।

সুশীলদা—শুনেছি রাসবিহারীবাবুর মদ খাবার খুব অভ্যাস ছিল, অভ্যাসটা স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল, পড়াশুনা করতেন, কাজকর্ম্ম করতেন, টেবিলের উপর গ্লাসে মদ থাকতো, মাঝে-মাঝে চুমুক দিয়ে খেতেন। কিন্তু তাতে তাঁর কাজে বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত হতো না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐভাবে মদ খেলে তার effect (ফল) যা' হবার তা' হয়ই। নিতাইবাবুর লেনে একদিন পিঁয়াজ খেয়ে আমার সে-কি জ্বর। যে-ই পিঁয়াজ খাক তার শরীরেই অতোখানি অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি হয়। অবশ্য কিছুদিন খেতে-খেতে হয়তো habit (অভ্যাস) হ'য়ে যায়, তখন আর ঠিক পায় না।

সুশীলদা—Habit (অভ্যাস) হ'য়ে গেলে তখন বোধহয় অতো খারাপ করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবানের রাজ্যে বস্তুগুণ যাবে কোথায়?

শরৎদা—কদাচার সত্ত্বেও মেথররা তার ফলস্বরূপ যতখানি রোগাক্রান্ত হবার,

তা হয় না, এও তো দেখা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' দেখা যায় বটে, তবে ঐভাবে চলার ফলে তাদের nerve (স্নায়ু) dull (জড়) হ'য়ে যায়, fine (সূক্ষ্ম) জিনিস ধরতে পারে না। বুঝতে পারে না। সেটা একটা কম ক্ষতি না।

সুশীলদা—দেশবন্ধু অত মদ খেতেন, কিন্তু একদিনেই ছেড়ে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐখানে একটা মানুষের strength (শক্তি)। আগের ঐ অভ্যাস না থাকলে, তাঁর শরীর হয়তো আরো ভাল থাকত, হয়তো দীর্ঘায়ু হ'তেন। কী যে হ'ত, কী যে করতে পারতেন, কল্পনা ক'রে দেখেন।

শরৎদা—বেদান্তে নাকি ব্যষ্টিমুক্তি ও সমষ্টিমুক্তি দু'রকম মুক্তি আছে। এবং সমষ্টিমুক্তি না হ'লে নাকি ব্যষ্টির মুক্তি সম্পূর্ণ হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারও ঐ ধরণের কথা বলা আছে। ঐজন্য হয় লোক-সংগ্রহবুদ্ধি। আগে হওয়া লাগে—

"ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।"

মানুষ যত এই দিকে এগোয়, তত সে আত্মস্বার্থী জীবন থেকে মুক্ত হ'য়ে সমষ্টিজীবনে বিস্তারলাভ করে। বানপ্রস্থ মানে বিস্তারে গমন—বানপ্রস্থ না হ'লে সন্ন্যাস আসে না। ইষ্টস্বার্থী বিস্তারশীলতা যদি না বাড়ে, ক্ষুদ্র স্বার্থপরতায় যদি আমরা আবদ্ধ থাকি, তাহ'লে আমরা ইষ্টসর্ব্বস্ব হ'তে পারি না। সপরিবেশ ইষ্টসর্ব্বস্ব হওয়ার সাধনাই সমষ্টিমুক্তির সাধনা।

শরৎদা—আপনি ইষ্ট, অহং ও পরিবেশের সমন্বয় সাধনের কথা বলেন, কিন্তু আপনি গীতার যে শ্লোকের কথা বললেন, সেটা তো বিশেষ ক'রে ব্যক্তিগত সাধনার কথা, তার মধ্যে সমষ্টিগত মুক্তির কথা কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আছে, ব্যক্তিগত কামনা-বাসনার জ্বর থেকে মুক্ত হ'য়ে তাঁর স্বার্থপ্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করতে-করতে তা' আসে। সবার কল্যাণই তো তাঁর স্বার্থ।

শরৎদা—মহাপুরুষদের চরিত্রে প্রশংসাপ্রবণতাকে প্রবল দেখা যায়। এর কারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালবাসা ও শুভবুদ্ধি থাকলে স্বাভাবিকভাবেই এটা আসে। প্রশংসা করলে, একজনের সদ্‌গুণগুলিকে বড় ক'রে তুলে ধরলে, সেই আলোতে অবগুণগুলি কমে যায়, কিন্তু অবগুণের কথা বেশী বললে সদ্‌গুণ কমে যেতে চায়।

শরৎদা—সৎসঙ্গ যদি অন্য কোন ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একীভূত হ'য়ে কাজ করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি নিজের বুদ্ধিতে কিছু করি না, পরমপিতাই আমাকে

করান, বলান, চালান। সত্তাসম্বর্দ্ধনাকামী প্রত্যেকেরই স্থান আছে এখানে স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে। প্রত্যেক মহাপুরুষকে অবিকৃতভাবে পরিবেষণ করা ও ধর্ম্মের গ্লানি দূর করাই আমাদের mission (উদ্দেশ্য)। আমাদের মত ক'রে এ কাজ যদি কোন প্রতিষ্ঠান করে, তাদের সঙ্গে আমাদের মিল আছেই। আবার ধরেন, কোন পূর্ব্বতনের নাম ক'রে কোন সংস্থা যদি তাঁর নীতি-বিরোধী কিছু করে, সেখানে আপনি সায় দেন কি ক'রে? পূর্ব্বতনকে ভালবাসেন ব'লেই তা' পারেন না। তাঁকে প্রতিষ্ঠা করাই যে আপনার কাজ। তাঁর প্রকৃত ভক্ত যে সে আপনার পরম বান্ধব। আমি বলি—একজন সত্যিকার হিন্দু, একজন সত্যিকার মুসলমান, একজন সত্যিকার বৌদ্ধ, একজন সত্যিকার খ্রীষ্টানে কোন তফাৎ নেই। পূর্ব্বতনদের প্রত্যেকের প্রতিষ্ঠা ও পরিপূরণের ভিতর-দিয়ে মানবজাতির মিলনসাধনই ক'রে চলেছে সৎসঙ্গ। অবতার-মহাপুরুষ মাত্রই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ। এটা আমরা বিশেষ ক'রে অনুভব করতে পারি যুগ-পুরুষোত্তমকে দেখে। তিনি সবার, সবাই তাঁর। সব-কিছুর মধ্যে থেকেও সব-কিছুর ঊর্দ্ধে তিনি। তিনি যেখানে থাকুন, প্রত্যেকের মধ্যেই আদর্শনিষ্ঠার উদ্বোধন ক'রে তোলেন। আমাদের মাপকাঠিতে মাপতে গেলে ভুল ক'রে বসি আমরা। তিনি চলেন তাঁর নিজস্ব বন্ধনমুক্ত রকমে। তাঁর লক্ষ্য divine unity (ভাগবত ঐক্য)।

শরৎদা—মহাপুরুষরা মানুষকে utilise (সদ্ব্যবহার) করতে চান, না শুধু তাদের উন্নতিই চান?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Utilise (ব্যবহার) কথায় যদি bad sense (খারাপ অর্থ) না থাকে, তাহলে বলতে পারেন utilise (ব্যবহার) করেন। আদত কথা তিনি চান সব-কিছুর ভিতর-দিয়ে একটা মানুষের consummation (চরম পরিণতি), সেই-ই তাঁর লক্ষ্য। আমার নিজের কথা আমি বলতে পারি, অবশ্য আমি অসাধারণ কিছু নই। আমি যে আপনাদের প্রশংসা করি, তা' আমার কোন কাজ হাসিল করার জন্য নয়। অর্থাৎ, কাম বাগিয়ে নিলাম, এখন তেইশ মারাক গে পথে-পথে, সেভাবে নয়। আপনাদের পূর্ণ বিকাশ যাতে হয়, তাই-ই আমি চাই। সপরিবেশ প্রত্যেকের পূর্ণ বিকাশ ও সার্থকতাই আমার স্বার্থ। সেই ধান্ধায় ঘুরি আমি। ব্যাপার যদি এই হয়, অন্যভাবে কাউকে কাজে লাগাতে পারি না, লাগালেও লাগাই ঐজন্য। আপনাদের মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশই যেখানে আমার প্রকৃত স্বার্থ, সেখানে অন্যরকম করি কি ক'রে? যে-দিক দিয়েই তাকিয়ে দেখেন, এর উল্টো কিছু করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে নির্ম্মল উন্মুক্ত আকাশতলে প্রাঙ্গণে তক্তপোষে শুভ্রশয্যায় উপবিষ্ট।

জনৈকা সেবাশুশ্রূষাকারিণী মা নিজের ত্রুটির সমর্থনে অশোভনভাবে

তর্ক করছিলেন।

তাই শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন—ভালবাসলে ভাল করারই চেষ্টা করে, যে ভালবাসায় আত্মম্ভরিতা আছে তা' ভালবাসা নয়। অন্য কিছু। বৈষ্ণবরা কয় সেবা-অপরাধ। সেবা করতে যেয়ে হামবড়াই ভাব আসলে তাতেই হয় সেবা-অপরাধ। তখন আর সেবাবুদ্ধি থাকে না, ধর্ম্ম নষ্ট হয়।

সুশীলদা—সেবায় ত্রুটিবিচ্যুতিকেই তো সেবা-অপরাধ বলে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—হামবড়াই-ভাবে ত্রুটিবিচ্যুতি বাড়ে। দীনভাব থাকলে analysis (বিশ্লেষণ) হয়। নিজের ত্রুটি নিজের কাছে ধরা পড়ে, সংশোধন করতে পারে। নচেৎ নিজের ত্রুটি সমর্থন করার জন্যই হয়তো কত পাণ্ডিত্য দেখায়। কৃতঘ্নতার রকমও দেখা যায়। বহুরকম নমুনাই একটু নজর করলেই চোখে পড়ে, বিশেষতঃ এখানকার সেবা-নিরতা মায়েদের কারও-কারও মধ্যে। অবশ্য সবাই একরকম নয়।

শ্রীঅরবিন্দের ওখানে শুনেছি একজন ফরাসী মা আছেন—নাম মীরা রীষা। তিনি নাকি শ্রীঅরবিন্দের গায়ে একটা কাঁটার আঁচড়ও লাগতে দেন না।

শরৎদা—যেমন বিজ্ঞ তেমনি ভক্তিমতী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভক্তিমতী না হ'লে বিজ্ঞতা অন্যধরণের হ'তো। শুনেছি গৌরীমা, গোলাপমা, নিবেদিতা ইত্যাদি ভক্ত ছিলেন, তাঁরাও চমৎকার। আমাদের কা'রও-কা'রও রকম—'খামখেয়ালে ভজলি গুরু, হ'তে মানুষ হলি গরু'।

শ্রীশ্রীঠাকুর রামকানালীর কর্ম্মীদের সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত হ'তে বললেন এবং পারস্পরিক সঙ্গতি-সহকারে কাজ করতে বললেন।

অমূল্যদা (ঘোষ) কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমি কাজ করতে পারি, কিন্তু যাঁরা কাজ করবেন না, অথচ বিদ্বান, বুদ্ধিমান পদস্থ লোক তাঁদের manipulate (নিয়ন্ত্রণ) করার কথা বুঝি না। আমি যেমন তাঁদের manipulate (নিয়ন্ত্রণ) করতে পারি না, তাঁরাও তো আমাকে manipulate (নিয়ন্ত্রণ) করতে পারেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' পারলে তো হ'তোই। খাঁটি কাজের মানুষ ক'টা, manipulation (নিয়ন্ত্রণ)-ই তো মস্ত ব্যাপার! উপযুক্ত সংখ্যক leading man (চালক) থাকলে সবাইকে কাজে লাগাতে পারত। তোমরা যদি মানুষ না হও, তোমাদেরও যদি manipulate (নিয়ন্ত্রণ) করতে হয়, তবে হ'লো কি? আমি তো বুড়ো হ'য়ে গেলাম। অনেকেরই active interest (সক্রিয় অন্তরাস) নেই, কিন্তু ক'রে দিলে enjoy (উপভোগ) করতে পারে। তাতে কি কাজ হয়?

১২ই শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৫৫ (ইং ২৮।৭।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে অশ্বত্থগাছের তলায় আনন্দে মাতোয়ারা হ'য়ে ব'সে আছেন। শরৎদা (হালদার), দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), প্রবোধদা (মিত্র), সুরেনদা (সেন) প্রভৃতি উপস্থিত আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটি ছড়া দিলেন—

শ্রদ্ধা যেথায়—সমর্থনে
উথলে ওঠে মন,
বিরোধ যা' তার নিরোধ করেই
ক'রে সফল পণ।

তারপর বললেন—শ্রদ্ধা হ'লেই এই হয়, ভক্তি হ'লে যে কী হয় কওয়া যায় না। ভক্তিতে আছে ভজনা, অনুরাগ, সেবা, দান ইত্যাদি। ভাগ্যও ওই। ভজনা না থাকলে ভাগ্য হয় না। ভাগ্যহীন মানে ভজনাহীন।

একজন কর্ম্মীর বিবাহের উদগ্র আগ্রহ সম্বন্ধে শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর আপসোসের সুরে বললেন—আমার ঈপ্সিত দেড় লাখ দীক্ষার কথা ভুলে যায়, কিন্তু বিয়ের কথা ভোলে না। প্রাণ থাকুক না থাকুক প্রেম চলে। লোক মেলে অনেক, কিন্তু মানুষের মত মানুষ মেলা কঠিন।

শরৎদা কাজ-কর্ম্ম সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাছা-বাছা চালক ধরণের মানুষ এবং দীক্ষিতের বিপুল সংখ্যা এই দুটোরই দরকার আছে। শুধু একটাতে হয় না। সাধারণ সৎসঙ্গীদের মধ্যে অনেকেরই খুব প্রাণ আছে। দোষ আমাদের উপরওয়ালাদের অনেকের। এদের প্রত্যেকের মধ্যে যদি সত্যিকার ইষ্টপ্রাণতা ও ইষ্টার্থী পারস্পরিকতা গজিয়ে না ওঠে তা'হলে organisation (সংগঠন) ঠিক-ঠিক গ'ড়ে উঠবে না। আমার মনে হয় ঋত্বিকী যদি সবাই মিলে ভাল ক'রে চালু করে, তাতে সকলেরই ভাল হবে। এটাই দুর্ভাগ্য যে, মানুষ কথামত চলতে চায় না, আবার বোঝেও না, প্রত্যেকে নিজের মত এক-এক philosophy (দর্শন) গ'ড়ে নিয়েছে, সেই অজ্ঞতার বাহাদুরী নিয়েই চলতে চায়।

শরৎদা—এক দাদা ঋত্বিকী করান সম্পর্কে বলছিলেন তিনি ওভাবে ভিক্ষায় রাজী না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কত রকম অবাঞ্ছিত উপায়ে নেওয়া ভাল লাগে, কিন্তু ঋত্বিকী করার বেলাতেই যত আপত্তি! আর ভিক্ষা করছি তো আমি। মাথাই ঐ রকম। মনে হয়—An unserving mind is destined to suffer (দুর্ভোগই সেবাহীনের ভাগ্য)।

হরিদাসদা (সিংহ)—মানুষ অনেক সময় নিজে যজমানদের কাছে বলতে

লজ্জা পায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে নিজে করে না। কেউ কোন আপত্তি করে না। অনেকদিন ধ'রে ওরা করে না দেখে আমি নিজে যখন সই করাতে আরম্ভ করলাম, তখন কাড়াকাড়ি প'ড়ে গেল—ঋত্বিকের জন্য ক'রে কৃতার্থ বোধ করে। কি আগ্রহ!

হরিদাসদা—জ্যোতিষ-শাস্ত্র আলোচনার utility (উপযোগিতা) কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথমতঃ অন্তর্দৃষ্টি বাড়ে, আরো ঢের থাকতে পারে, এইটে হ'লো primary utility (প্রাথমিক উপযোগিতা)।

শরৎদা—কত বড়-বড় জ্যোতিষী তো দেখলাম, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি যে বেশী তা' তো মনে হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরা research (গবেষণা) করে না। যা' আছে তার সঙ্গে মিল করে। অবশ্য অন্তর্দৃষ্টি কিছু থাকেই, নচেৎ বড় হয় কি ক'রে? সেটা যে আছে ঠিক পায় না, তবু খাটায়। যাই হোক, ইষ্টানুরাগ না থাকলে একটা meaningful integration of knowledge (জ্ঞানের সার্থক সংহতি) আসে না।

শরৎদা—নূতন কোন কর্ম্মী আসলে তার কোষ্ঠী দেখেন, তাতে কী হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতে এই বুঝি যে এই-এই গ্রহের সংস্থান আছে, এই হ'তে পারে। এই নিয়ে আলোচনা হয়। আমার কথা আমি বলতে পারি।

শরৎদা—একজনের খারাপ কোষ্ঠী হ'লে তো হতাশ হ'য়ে যেতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার রকম তো দেখেছেন, তেমনভাবে কই-ই না। ভাল না থাকলেও আলোচনার সময় গুঁজে-গুঁজে ঢুকাই। আমার চেষ্টা থাকে, তার সত্তা যাতে obsessed (অভিভূত) না হয়। খুঁজে-খুঁজে পথ বার করি—উদ্দীপ্ত করার ধান্ধা থাকেই। অনেক সময় জ্যোতিষীরা অকাম করে ঢের, এমন এক কথা ব'লে দিল যে বাঁচার পথ ঘাবড়ে নষ্ট হ'য়ে গেল।

শরৎদা—প্রবোধদা বলেন, তাঁর গ্রহ-সমাবেশ নাকি খুবই ভাল, অথচ তিনি কিছু জমিয়ে তুলতে পারলেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অহং-এ গড়া যে জিনিস সে-সম্বন্ধে মানুষ conscious (সচেতন) হয়। স্বভাবে গড়া যা' সে-সম্বন্ধে থাকে unconscious (অচেতন)। Heart (হৃদয়) আমাদের একটা main organ (প্রধান যন্ত্র)। Heart (হৃদয়) সতত ক্রিয়া ক'রে যাচ্ছে, কিন্তু সে-সম্বন্ধে আমরা যেন unconscious (অচেতন)। Heart (হৃদয়) নিজেও টের পাওয়াচ্ছে না যে সে চলছে। সে তার কাজ ক'রে যাচ্ছে। এটা হ'লো স্বভাবগত গুণের বৈশিষ্ট্য। চোখ দেখে, এত watchful (সজাগ), কতখানি কাজ যে সে করে, তা' যেন আমরা টেরই পাই না। চোখে একটা কুটো পড়লে বা কোন defect (দোষ) হ'লে, তখন টের পাই, তখন conscious (সচেতন) হই। তেমনি একজন মানুষ

হয়তো স্বভাবতঃই এমনভাবে চলে, কাজ করে, আলো দেয় যে মানুষ তার সংস্পর্শে enlightened (আলোকিত) হ'য়ে ওঠে, কিন্তু সে নিজেই হয়তো টের পায় না, সে কী করে। অহং-এর উপর প্রতিষ্ঠিত যা' সে-সম্বন্ধে মানুষের উগ্র চেতনা জাগে। Faculty naturalised is ever above ego (স্বাভাবিক গুণ চিরদিন অহং-এর ঊর্দ্ধে)।

প্রফুল্ল—স্বভাবগত গুণের বিকাশের ভিতর-দিয়েও তো মানুষ একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে তখনই সুখী হয়, আত্মপ্রসাদ লাভ করে, সপরিবেশ ইষ্ট যখন তৃপ্ত হন, নন্দিত হন, প্রীত হন। ওতেই মানুষ সার্থকতা বোধ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উঠে আসলেন। কাজলভাই সেই বারান্দার একদিকে লাটিম খেলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা! তুমি যদি এখানে লাটিম ঘুরাও, কী হ'তে পারে?

কাজল—মানুষের গায় লাগতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর কী হ'তে পারে?

কাজল—লাটিমের লোহার ধারে সান ফুটো হ'য়ে যেতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা কি ভাল? এ বাড়ী তো তোমাদের নয়। যিনি বাড়ী ভাড়া দিয়েছেন, তিনি কী মনে করবেন?

কাজল—অন্যের দেখাদেখি আমিও খেলছিলাম, আর মাটিতে যে ঘোরে না, বৃষ্টি হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই ব'লে অপরের বাড়ী তো নষ্ট করা যাবে না।

কাজল—আচ্ছা।

কাজল ওখান থেকে চ'লে যাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দেখেন, কেমন সহজে বোঝে, ধরে।

শরৎদা—Mechanism (মরকোচ) থাকলেই ধরে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Biological adjustment of instincts denotes spontaneous normal aptitude in gradations (সহজাত সংস্কারের জৈব সমাবেশ স্বতঃস্ফূর্ত্ত সহজ পর্য্যায়ী প্রবণতাকে সূচিত করে।)

১৩ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৫ (ইং ২৯।৭।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে অশ্বত্থতলায় ব'সে কয়েকটি বাণী দিলেন। অনেকেই উপস্থিত। পরে আলোচনা সুরু হ'লো।

বলাইদা (ঘোষ)—ভাল হওয়ার ইচ্ছা সত্ত্বেও মানুষ খারাপ করে কেন? এর থেকে রেহাই পাওয়া যায় কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ প্রবৃত্তি-প্রীতি ছাড়তে চায় না, অথচ ভাল থাকতে চায়। প্রবৃত্তি যখন ফোঁস দেয়, তখন সামলাতে পারে না। ভগবানের নেশা যাকে পায়, তাকে প্রবৃত্তি আর কি করবে? সে বলে—'কালী নামের গণ্ডী দিয়ে আছি রে শমন দাঁড়ায়ে, কটু বলবি দেব সাজা মাকে দেব ক'য়ে'।

শরৎদা (হালদার)—কর্ত্তা যখন একজন, যা'-কিছু তাঁর ইচ্ছাতেই তো হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁরই ইচ্ছায়, আমরা মূর্ত্ত হই তাঁর সত্তার উপর দাঁড়িয়ে আর সেই ইচ্ছা আমাদের ভিতর যেমনতর রূপ নেয় আমাদের ইচ্ছা হ'য়ে, আমরা তেমনতর করি। করাটা আমাদের পাওয়ায়, আর পাওয়াই হওয়া। আর এমনি ক'রেই আমরা করা, পাওয়া, হওয়ার ভিতর-দিয়ে গড়িয়ে-গড়িয়ে চলেছি। আর এই চলার অন্তর্নিহিত আকূতি যদি হয় তাঁকে পাওয়া, তবে চলি তাঁর দিকে, তাঁকে পাই আর পাওয়াটা সার্থক হয় তাঁতে এবং এমনি ক'রে যখন পাই অর্থাৎ আমার যা'-কিছু তাঁতে সার্থক হ'য়ে ওঠে যখন, আমার সবটার নির্ব্বাণ তখন তাঁতে।

শরৎদা—আমি বলছিলাম আমাদের সকলের জীবন তো একটা শৃঙ্খলে গাঁথা। তার মধ্যে জন্মজন্মান্তর, পারম্পর্য্য ইত্যাদি তো আছে। কেউ হয়তো বড়লোকের ঘরে জন্মাচ্ছে, কেউ হয়তো গরীবের ঘরে। বালীকে যখন রামচন্দ্র মারলেন, তারা তাঁকে অভিশাপ দিলেন, সে-অভিশাপের ফল কিন্তু ফললো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারম্পর্য্য আছেই, তার মধ্যেও ঐ আমাদের ইচ্ছাই ক্রিয়া করছে, তার জন্যই ছোটবড় হচ্ছে। ছেলের সত্তা যদিও আমারই, তার different identity (পৃথক আকার) যা' based on me (আমার উপর প্রতিষ্ঠিত) যেমনতর রূপ নিচ্ছে, তেমনতরই হচ্ছে। রাজা, নেতা, কুলি, মজুর যাই হো'ক, করার উপর দাঁড়িয়ে হওয়া। কুলি, মজুর, পোকা-মাকড়, গরু, ভেড়া যাই হ'য়ে থাকি, তখন আবার করার আকূতি যদি হন তিনি, তাঁকে পাওয়ার উদগ্র আগ্রহই যদি আমার সমস্ত করাগুলির মধ্যে অনুস্যূত থাকে, তবে হওয়াটা চললো তাঁর দিকে—গাড়ী হাওড়া বলে চললো। হাওড়া গেলে নির্ব্বাণ। অবশ্য জীবের বেলায় কোন্ স্থানে গিয়ে যে তার চলা থেমে গেলই, এ কথা বলা চলে না, তখন তাঁতে অচ্যুত চলন, বৃহতে চলন, সক্রিয় ব্রাহ্মী স্থিতি চলতে লাগলো।

হরিপদদা (সাহা) জনৈক দাদার সম্বন্ধে বললেন—সে আগে যে-সব নিষ্ঠা-মূলক কথা বলতো, এখন সম্পূর্ণ তার বিপরীত কথা বলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ হ'লো স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ থেকে বুদ্ধিনাশ হয়, বুদ্ধি-নাশের থেকে হয় সর্ব্বনাশ।

সরোজিনীমা—স্মৃতিভ্রংশ হয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বার্থবুদ্ধি থেকে।

জনৈক দাদা তাঁর স্ত্রীর অসুখ সম্পর্কে কী করণীয় শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে

জিজ্ঞাসা করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ব'লে দিলেন—কাকে দেখাতে হবে, কী করতে হবে।

কিন্তু সে-কথা মাথায় না নিয়ে তিনি অন্য ব্যবস্থার কথা ভাবতে লাগলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তা' অনুধাবন ক'রে বললেন—মানুষ নিজের মঙ্গল বুঝতে চায় না, একটা ঢাল দিয়ে রাখে সামনে, বৃত্তিস্বার্থের ঢাল।

সরোজিনীমা—একটা মানুষ যদি ভাল সংস্কার নিয়ে জন্মায়, তবে খারাপ পারিপার্শ্বিকের প্রভাব অতিক্রম ক'রে ফুটে বেরুতে পারে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! তবে nurture (পোষণ) চাই। একটা বাঁশের চারা যদি চাড়ি দিয়ে ঢেকে রাখা যায়, নরম তুলতুলে হবে। লম্বা হ'তে পারবে না, তবু বাঁশত্ব তাতে থাকবেই, কিন্তু ছেড়ে দাও, সাহায্য কর, দেখবে কী হ'য়ে যায়। অবশ্য কিছু-কিছু প্রতিকূলতা মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে বাড়িয়ে তুলে তাকে বড় হ'তে সাহায্য করে।

শরৎদা—'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি' কথার তাৎপর্য্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রকৃষ্টরূপে নষ্ট হয় না। ঐ বাঁশের মত গজিয়ে উঠবেই। কথাগুলি খুব মাপা, গীতার সব কথা অমনি adjusted (বিন্যস্ত)। Immediate sufferings (ত্বরিত দুঃখ) আসতে পারে, কিন্তু তার দ্বারা hindered (ব্যাহত) হ'লেও নষ্ট পায় না। ক্ষীণ হ'তে পারে, কিন্তু নষ্ট পায় না। কেন্নর মত, তখনকার মত হয়তো দলা পাকিয়ে গেল, আবার সোজা হ'য়ে চলতে লাগলো। মরলেও tenor of tour (চলার ধারা) ঠিক থাকবে, অবশ্য বাস্তব জীবনের চলনা সর্ব্বদা ইষ্টানুগ হওয়া চাই।

কলকাতার কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়দা কয়েকজন বন্ধু-সহ এসে বসলেন।

শরৎদা—অনেকে আপনার কাছে যাতায়াত করে, অথচ নাম করে না, ইষ্টভৃতি করে না, সে কি রকম?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চায়ের দোকানে যায় যেমন মানুষ, এখানেও তেমনি আসে। তবু আসার নেশা যদি থাকে এবং তার সঙ্গে যদি কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত না থাকে, ততটুকুও ভাল।

খানিকটা পরে শ্রীশ্রীঠাকুর আপন মনে বললেন—মুসোলিনী ইটালীর জন্য অতো করলো—একদিন তাকে কত খাতির দেখাল, সেই তাকেই মারলো, মারার পরও কি করলো!

শৈলমা (ডাক্তার)—আমাকে অমুক-অমুক এই সব আজে-বাজে কথা বলে, আমার আর সহ্য হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর (হেসে) বললেন—আমি তো তোকে কতবার বলেছি—

'লোকের কথা নিস্ নে কানে
ফিরিস্ নে আর হাজার টানে।'

শরৎদা—যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি না ক'রে আপনার কাজ যদি করে, তবে হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা না হ'লে করবে, যেমন দরদহীন চাকর মনিবের কাজ করে, ঢের করে কিন্তু তার চারিত্রিক বিকাশ কিছু হয় না, চাকর চাকরই থাকে, কিন্তু যে অনুরাগভরে গুরুর কাজ করে, তার সমস্ত কাজগুলি, করাগুলি, চিন্তাগুলি, পারাগুলি তাঁকে সার্থক করার জন্য নিয়োজিত করে, তার হওয়া ও পাওয়াটাও তাঁকে নিবেদন করে, যার ফলে তার সবকিছু meaningfully intergrated (সার্থকভাবে সংহত) হ'য়ে ওঠে, normally (স্বাভাবিকভাবে) সে প্রাজ্ঞ হ'য়ে ওঠে। একটা কুকুরেরও যদি প্রভুর উপর টান হয়, তাতেও সে নিজস্ব রকমে ধীরে-ধীরে প্রাজ্ঞ হ'য়ে ওঠে। প্রভুর সেবাই হয় তার প্রধান লক্ষ্য। সেবা মানে পরিপোষণ, পরিপূরণ, পরিরক্ষণ। তার ধান্ধাই থাকে ঐ। মাষ্টারের গায় কেউ একটু হাত লাগালে, সে হয়তো অমনি হাউ-হাউ করে ওঠে। তাকিয়ে যখন দেখল যে সে প্রভুর কোন ক্ষতি করার উদ্দেশ্য নিয়ে আসেনি, প্রভুকে ভালবাসে সে, তখন থামলো।

শরৎদা—কুকুর তো নামধ্যান করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মত ক'রে সে করে। ভাবে, কানটা থাকে সেই দিকে, চোখটা থাকে সেই দিকে, তার ধ্যান লেগেই থাকে। প্রভু আসে যখন, দূর থেকেই সাড়া টের পায়। টের পাওয়া মাত্র তখনই উঠে দাঁড়াল। তার চোখ, কান, মন সবসময় প্রভুর সেবায় সজাগ, উদগ্র, উন্মুখ, নিরলস। যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি হ'লো মানুষের উন্নতির main pivot (প্রধান স্তম্ভ)। এ না হ'লে উন্নতি ফস্কে যাবে। এই তিনটে পায়ার উপর দাঁড়িয়ে আছে জীবন। একটা সরিয়ে নিলে ততখানি খোঁড়া হ'য়ে পড়বে। যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, করলে কাটে মহাভীতি।

আজ টাটার কমলাক্ষদা (সরকার) এসেছেন, তাঁর মেয়ের বিয়ের একটা সম্বন্ধ সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুরের মতামত জানতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মেয়ের বিয়ে দিতে হলে দেওয়া উচিত আমার বরণীয় ঘরে। আর ছেলের বিয়ে দিতে গেলে দেওয়া উচিত সদৃশ সদ্বংশে অথচ একটু নীচু হ'লে ক্ষতি নেই।

কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়দাকে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি যা' বলেছিলাম তা' করলে আজ দেশের এ অবস্থা থাকতো না। যারা পারে তারা এ কাজ করার ফুরসত পায় না। যারা পারে না তারা চেষ্টা করতে চায়। এই রকম অবস্থায় চলেছে।

কেষ্টদা—সত্যিই সময় পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঝড়ের কুটোর মত, ঝড়কে control (সংযত) করার সাধ্য তার নেই। কুটোর ঝড় যদি হ'তো, তবে ঝড়টাকে control (সংযত) করতে

পারতো। করাগুলি আছে বিচ্ছিন্ন জোনাকী পোকার মত, কিন্তু দশহাজার জোনাকী পোকা একটা কাঠিতে আঠা লাগিয়ে রাখ, উজ্জ্বল আলো হ'য়ে যাবে।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর মাঠে তক্তপোষে শুভ্রশয্যায় সমাবিষ্ট। পূজনীয় বড়দা, কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার) প্রভৃতি আছেন।

কালিদাসীমা কাজলের কথা গল্প করছিলেন—কাজল একদিন রাস্তা দিয়ে যেতে-যেতে হঠাৎ মাজায় হাত দিয়ে দাঁড়ালো, মাজায় হাত দেওয়া দেখে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম—পেটে ব্যথা করছে কিনা। তাতে কাজল বলল—তোমরা তো কেবল পেটব্যথাই বোঝ, বড়দা এইভাবে হাঁটেন না? কালিদাসীমা আরো বললেন—ওর ধারণা বড়দার জ্ঞানের তুলনা হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অমনি ক'রেই ছেলেপেলে educated (শিক্ষিত) হয় যদি পরিবারে চরিত্র থাকে।

সন্ধ্যার পর কলকাতার এক অসুস্থ মা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আসলেন। তিনি আগামীকাল কলকাতায় যাবেন। যাবার আগে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে বিদায় নেবার সময় বললেন—ঠাকুর! আপনি আমার মাথায় একবার হাত দিয়ে দিলে আমি ভাল হ'য়ে যাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি বলছি—এতেই হবে, হাত দেওয়া লাগবে না। তুই চেষ্টা কর, ভাল হ'য়ে যাবি।

মা জিদ করতে লাগলেন, তখন শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দ্যাখ্, আমি তো' একটু তোদের কথা ভাবি, তোদের মঙ্গলামঙ্গল কিছু বুঝি। কোন্ সময় হাত দিলে ভাল হয়, কোন্ সময় ভাল হয় না, তোরা তা' জানিস্ না, আমি জানি। হাত দিলেই যে ভাল হয়, তা' নয়। সবসময় হাত দিলে ভাল হয় না।

কিছু সময় পরে কথা উঠলো কেন এখানে আশানুরূপ কাজ হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাজ হয় না আমার উপর মুখাপেক্ষিতার দরুন। আমার উপর আপনারা নির্ভর করেন বড় বেশী, যেন আমি সব ক'রে দেব। আর পঞ্চাননদাকে যেমন যা' বলতাম যে সময়ের মধ্যে করার জন্য, তা' আর কখনও পারত না। অল্পবিস্তর সকলেরই আপনাদের সে-দোষ আছে।

১৪ই শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩৫৫ (ইং ৩০।৭।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে অশ্বত্থতলার তাঁবুতে উপবিষ্ট। দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), প্রবোধদা (মিত্র), সুরেনদা (বিশ্বাস), পণ্ডিত-ভাই (ভট্টাচার্য্য), হরিদাসদা (সিংহ), পূজনীয় কাজলভাই, কালিদাসীমা, মায়া মাসিমা প্রভৃতি অনেকেই কাছে আছেন। তাঁর মধুর সান্নিধ্যে সবাই যেন স্বর্গসুখ উপভোগ করছেন।

কাজলভাইয়ের দিকে চেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে সুর ক'রে দুবার বললেন—

'বাচ্চা বুড়ো চাঁদের বরণ
লোকসমাজের তারণতরণ।'

কাজলভাই খুশিতে ডগমগ হ'য়ে উঠলেন। এমনি ক'রেই তিনি প্রতিনিয়ত প্রাণ ও প্রেরণা সঞ্চার ক'রে চলেন প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত সুপ্ত সম্ভাব্যতাকে জাগ্রত ক'রে তোলার জন্য।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণী দিলেন। বহিরাগত একটি ছেলে তার বাবার অসুখের বিবরণ দিয়ে বলল—অনেকদিন ধ'রে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা চলছে, কিন্তু তাতে বিশেষ কোন ফল হ'চ্ছে না। এখন কী করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রয়োজন হ'লে ডাক্তারবাবুর মত নিয়ে একজন অভিজ্ঞ এ্যালোপ্যাথের পরামর্শ নেওয়া ভাল।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর রামকানালি আশ্রমের জন্য দ্রুত অর্থসংগ্রহের কথা বললেন।

সন্ধ্যায় একদল স্থানীয় যুবক আসলেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করতে। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট। তিনি পরম আপনজনের মত তাদের ডেকে বসালেন এবং সহজভাবে নানাবিষয়ে কথাবার্ত্তা বলতে লাগলেন।

তাঁর প্রাণকাড়া প্রীতিসিক্ত ব্যবহারে যুবকবৃন্দ মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন।

তারা প্রণাম ক'রে বিদায় নেবার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে বললেন—যখনই সুবিধা হয় এসো।

যুবকবৃন্দ—এখানে আপনার কাছে এসে যে আনন্দ পেলাম, সেই লোভেই আসব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমাদের দেখে আমারও খুব ভাল লাগল।

কিছুক্ষণ বাদে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) আসলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন—'হিউম্যান ডেষ্টিনী' বইখানি পড়ছি। সেখানে লেখক mass psychology (গণমনোবিজ্ঞান) জানার প্রয়োজনীয়তার উপর খুব জোর দিয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো দরকার।

কেষ্টদা—গণমনোবিজ্ঞান কিন্তু ব্যষ্টিগত মনোবিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গণমনোবিজ্ঞান ব্যষ্টিগত মনোবিজ্ঞান থেকে আলাদা হ'তে পারে, কিন্তু তার মধ্যে এমন কিছু থাকে যা' দিয়ে ব্যষ্টি কতক অংশে পরিপূরিত হয়। কিন্তু সেইটুকুই ব্যষ্টির সব নয়। প্রত্যেকেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। তাই এ-দুটো না জানলে জানাটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। গোষ্ঠী যেমন ব্যষ্টিকে প্রভাবিত করে, ব্যষ্টিও তেমনি গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে। মানুষের মধ্যে যেমন কতকগুলি common factor (উপাদান-সামান্য) থাকে, তেমনি থাকে individual special factor (ব্যষ্টিগত বিশেষ উপাদান)। Analysis

(বিশ্লেষণ) ও synthesis (সংশ্লেষণ) এই দুই রকমের ভিতর-দিয়ে না গেলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না।

কেষ্টদা—বিজ্ঞানের মধ্যেও এই রকমটা আছে। যেমন রবার analyse (বিশ্লেষণ) ক'রে, তার মূল উপাদান কী সেটা জেনে, পরে সিন্থেটিক রবার তৈরী করা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রবার তৈরী করতে না পারলে কিন্তু হ'লো না। জ্ঞান মানুষকে দেয় আধিপত্য।

কেষ্টদা—ব্রহ্মবিৎ কেউ dreamer (স্বপ্নালু) ছিলেন না তাহ'লে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না! তাঁরা ছিলেন practical man (কাজের লোক)।

মেণ্টু (বসু)—সকলের অন্তর্নিহিত common (অভিন্ন) চাহিদা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পোকা-মাকড়, গাছপালা, জীবজন্তু, মানুষ সবার common (অভিন্ন) চাহিদা বাঁচা। বাঁচাটা static (নিথর) নয়, বাঁচা চায় বাড়া। বাঁচার জন্য চাই আত্মরক্ষণ, আত্মপোষণ ও আত্মবিস্তার। এর থেকে আসে আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, অস্মিতা। তার থেকে আসে প্রবৃত্তি—কাম ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য্য। এগুলির নিয়ন্ত্রণের জন্য লাগে অকাট্য আদর্শানুরাগ। তা' বাদ দিয়ে বাঁচা-বাড়ার প্রচেষ্টা সফল হয় না।

কেষ্টদা—মৃত্যু তো এসে পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইটেই তো সমস্যা। সব সত্ত্বেও মানুষের অমৃতের তপস্যা ক্ষান্ত হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর নগেন (দে)-কে দিয়ে বাজার থেকে একটা ভাল গন্ধদ্রব্য, এক বোতল লক্ষ্মীবিলাস তেল এবং একখানা ভাল গামছা আনিয়ে শৈলমাকে দিলেন। ইতিমধ্যে কয়েকখানা ভাল কাপড় ও নানা প্রসাধন-দ্রব্য দিয়েছেন। আর সুখাদ্য খাওয়ানর তো কথাই নেই, নিত্য রকমারি খাবার খাওয়াচ্ছেন। শৈলমা এতে মহাখুশি। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের ইঙ্গিতে অন্য কতিপয় মা মাঝে-মাঝে নানা মন্তব্য ক'রে শৈলমাকে চটিয়ে দেন।

শৈলমা তখন রীতিমত ঝগড়া সুরু ক'রে দেন, এবং মাঝে-মাঝে শ্রীশ্রীঠাকুরের শরণাপন্ন হন। শ্রীশ্রীঠাকুর এই ঝগড়ার দৃশ্য উপভোগ করেন আর বলেন—তুই লোকের কথায় কান দিতে যাস্ কেন?

শৈলমা সে-কথা না শুনে ঝগড়া ক'রে চলেন। দয়ালের দরবারে এখন চলছে সেই আনন্দের লীলা। উপস্থিত সকলে এ-থেকে শিক্ষা ও আনন্দ আহরণ করছেন।

শৈলমা দেখাতে চান যে, তিনি সম্পূর্ণ নির্লোভ, এর বিপরীত কোন মন্তব্য শুনলে তিনি একেবারে অস্থির হ'য়ে ওঠেন, ও যা' তা' বলতে থাকেন। এই

দৃশ্য দেখে বোঝা যায় প্রবৃত্তি মানুষকে কতখানি স্পর্শকাতর, অসংযত ও সাম্যসঙ্গীতিহারা ক'রে তোলে।

১৫ই শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৫৫ (ইং ৩১।৭।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে অশ্বত্থগাছের নীচেয় তাঁবুতে শুভ্রশয্যায় সমাসীন। কাছে আছেন দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), সুরেনদা (ভৌমিক), প্রবোধদা (মিত্র), পণ্ডিত ভাই (ভট্টাচার্য্য) প্রভৃতি এবং মায়েরা।

সুরেনদা—ব্যবসায়, চাকরী, যাজন-কাজ—কোন্‌টা আমার পক্ষে ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে-দিকে তোমার ঝোঁক তাই করাই ভাল। তাতে অর্জ্জনের পথও খুলে যায়। যাই কর, তার সঙ্গে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতিকে মুখ্য ক'রে চলা লাগে। That is the way to achieve best (তাই হ'লো সর্ব্বোত্তমকে অধিগত করার পন্থা)।

এরপর কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার) প্রভৃতি আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর শরৎদাকে বললেন—'সৎসঙ্গ পল্লী-পরিকল্পনা' ব'লে একটা ছোট catchy pamphlet (চিত্তাকর্ষক পুস্তিকা) লিখতে হয়।

শরৎদা সম্মতি জানালেন।

কেষ্টদা প্রাদেশিকতা সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার কথা হ'লো, আমি আসামী ব'লে বুঝি না, বাঙ্গালী ব'লে বুঝি না, বেহারী ব'লে বুঝি না, আমি বুঝি ধর্ম্ম। ধর্ম্ম-প্রাণতাই মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে।

শরৎদা একজন অবাঙ্গালী নেতার কথা বললেন—তিনি নাকি চক্রপাণিদার কাছ থেকে আপনার বই প'ড়ে খুব মুগ্ধ হয়েছেন, কিন্তু আপনি বাঙ্গালী ব'লে আপনাকে গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনাদের বুদ্ধদেবকে ভাল লাগে না বেহারী ব'লে, রামচন্দ্র ও কেষ্টঠাকুরকে ভাল লাগে না উত্তরপ্রদেশবাসী ব'লে, চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণদেবকে ভাল লাগে না বাঙ্গালী ব'লে, শঙ্করদেবকে ভাল লাগে না আসামী ব'লে—এইভাবে তো সবাইকে বিদায় দেবেন। বাংলা যদি আসাম, ওড়িশা ও বিহারকে বাদ দেয়, আসাম, ওড়িশা ও বিহার যদি বাংলাকে বাদ দেয় এবং পারস্পরিক পরিপুষ্টি না দেখে, সকলেরই সর্ব্বনাশ। আমি চাই প্রত্যেক প্রদেশের অধিবাসী তার নিজ প্রদেশের পরিপুষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে তার আশপাশের প্রদেশের পরিপুষ্টি দেখুক। নিজের পরিপুষ্ট তো দেখাই লাগবে। কিন্তু তার সঙ্গে অন্যান্য প্রদেশের পরিপুষ্টির কোন বিরোধ নেই। প্রত্যেক প্রদেশের লোকের এমনটা করা উচিত।

কেষ্টদা—আজ প্রত্যেক প্রদেশে ডমিসাইল আইন করেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজে বাঁচব এবং অন্যকেও বাঁচাব সেইদিকে লক্ষ্য রেখে আইন করতে হয়। হিন্দু হিন্দু, সে যে প্রদেশেরই হো'ক। হিন্দু পরমপিতার সেবক, পরমপুরুষের সেবক, তাই সে সবারই বান্ধব। হিন্দুর একরূপ নয়, অবিকৃত বৌদ্ধরূপ, শিখরূপ, জৈনরূপ সবই হিন্দুর রকমারি রূপ, সবারই কিন্তু মেরুদণ্ড এক। আর্য্য হিন্দুর পরিধির মধ্যে মুসলমান, খ্রীষ্টান সবাই পড়ে যায়, সবাইকে সে কোলে টেনে নিতে পারে—প্রত্যেককে পরিপূরিত ক'রে। কারও সঙ্গে তার মৌলিক বিরোধ নেই, সে যেমন সত্তা-সম্বর্দ্ধনার পথচারী, অন্য সকলেও তাই। পূরয়মাণ ঋষিমহাপুরুষগণ এই বিজ্ঞানের অগ্রদূত।

কেষ্টদা—নিজেদের উন্নতির জন্য নিজের প্রদেশের লোকের রক্ষাকবচ তো থাকা দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বলি যদি বাংলায় right man (উপযুক্ত লোক) না পাওয়া যায়, বেহারে যদি পাওয়া যায়, বাংলার তাকে নেওয়া লাগবে। বেহারে যদি right man (উপযুক্ত লোক) না থাকে, বাংলায় থাকে, বেহারের তাকে নেওয়া লাগবে। (ব্রহ্মানন্দদার দিকে চেয়ে সহাস্যে)—নচেৎ বরবাদ হো যায়গা।

কেষ্টদা—আজকাল বহু প্রদেশ অন্য প্রদেশের ভাষা সম্বন্ধে বিদ্বেষপরায়ণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটা dangerous (সাংঘাতিক)।

শরৎদা বিভিন্ন প্রদেশের কৃষ্টির পার্থক্য সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবই আর্য্য-কৃষ্টির অন্তর্গত। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য কোথায় তাই দেখতে হয়।

কেষ্টদা—হজরতের গুরু কেউ আছেন কিনা তা' তো জানা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় খাদিজা বিবির কাকা সেই খ্রীষ্টানকেই গুরু বলা যায়। সবাই হয়তো এটা না মানতে পারে।

কেষ্টদা—কোরাণে বিশ্বাসের কথা পাওয়া যায়, কিন্তু ভালবাসার কথা তেমন দেখা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিশ্বাস ও ভালবাসা, belief বা faith (বিশ্বাস) ও love (ভালবাসা) বোধহয় একই রকম root (ধাতু) থেকে। আমার মনে হয় belief মানে to be in life (জীবনে থাকা), to be in love (ভালবাসায় থাকা)। এটা আমার কথা।

কেষ্টদা—Superior Belovd (প্রেষ্ঠ)-কে ভালবাসার সঙ্গে faith in the existence of God (ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস) বা oneness of God (ঈশ্বরের একত্ব)-এর সম্পর্ক কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় Beloved (প্রেষ্ঠ) আমার কাছে Divine-এ (ঈশ্বরে) sublimated (ভূমায়িত) হ'য়ে ওঠেন।

কেষ্টদা—এ থেকে 'একমেবাদ্বিতীয়ং' আসে কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Love (ভালবাসা) realise (উপলব্ধি) করিয়ে দেয় Beloved (প্রেষ্ঠ)-কে অমন ক'রে, love goads to realise (ভালবাসা উপলব্ধির পথে পরিচালিত করে)।

কেষ্টদা—গুরু মানি না, গুরু গ্রহণ করি না, অথচ ভগবানের একত্ব ও অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, এমন কি হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবানের একত্বে বিশ্বাস করি মানে I accept it (আমি এটা স্বীকার করি)।

কেষ্টদা—প্রেষ্ঠে অনুরাগ-নিরপেক্ষ হ'য়ে কি এই স্বীকার আসতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বীকার কথা বড় গভীর। স্বীকার মানে স্বকার, নিজের ক'রে নেওয়া। প্রেষ্ঠকে নিজের ক'রে নিলে, তারই পরিণতি-স্বরূপ ঈশ্বর-বিশ্বাস অকাট্য হ'য়ে ওঠে।

কেষ্টদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে শ্রীযুত অনিলবরণ রায়ের একখানি চিঠি প'ড়ে শোনালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর শুনে বললেন—আমাদের সঙ্গে মিল আছে।

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তগণ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে তাঁবুতে উপবিষ্ট। এমন সময় কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), গিরীশদা (কাব্যতীর্থ), রমেশদা (চক্রবর্ত্তী), মহেন্দ্রদা (হালদার) প্রভৃতি আসলেন।

কেষ্টদা—মুনি ও ঋষিতে তফাৎ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মুনি মানে মননশীল পুরুষ, যেমন আয়েনষ্টাইন। ঋষি মানে দ্রষ্টা, যিনি demonstrate (প্রদর্শন) ক'রে দেখান, যেমন ম্যাডাম কুরি। সব মুনি ঋষি নন, কিন্তু প্রত্যেকটি ঋষিই মুনি।

কেষ্টদা—আয়েনষ্টাইনকে যে মুনি বললেন, কিন্তু তাঁর তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে যে কত কি হ'তে পারে, তার ঠিক নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি অনুমান করেছেন, কিন্তু জিনিসটা তাঁর কাছে মূর্ত্তিমন্ত রূপ ধ'রে দেখা দেয়নি। তিনি তা' practically (বাস্তবে) demonstrate (প্রদর্শন) ক'রে দেখাননি।

কেষ্টদা—বর্ত্তমান বিজ্ঞান বলছে, ইন্দ্রিয়গ্রামের উপর দাঁড়াতে গেলে বিজ্ঞান সীমিত হ'য়ে যায়, সব-কিছু ইন্দ্রিয়ানুভূতির ভিতর আনতে যাওয়া মানে সত্যকে খণ্ডিত করা। তাই Newtonian mechanics-এর (নিউটনের বলবিদ্যার) concept (ধারণা) উড়িয়ে দিয়ে আয়েনষ্টাইনের theory (তত্ত্ব) স্থান পেয়েছে। আয়েনষ্টাইন constant (স্থির) or (অথবা) absolute (অপরিবর্ত্তনীয়) time (কাল), space (স্থান), mass (ভর) বা matter (বস্তু) ব'লে কিছু স্বীকার করেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য affairs (বিষয়) যা' দেখছি, তার ভিতর-দিয়ে analytically ও synthetically (বিশ্লেষণাত্মক ও সংশ্লেষণাত্মকভাবে) judge (বিচার) করছি, সূত্র আবিষ্কার করছি, effect (ফল) materialise (বাস্তবায়িত) করছি, theory (তত্ত্ব) ও practice (প্রয়োগ)-এর মিল দেখছি। যেটা explained (ব্যাখ্যাত) হ'চ্ছে না, সেটা explain (ব্যাখ্যা) করবার জন্য ঐ জ্ঞানের উপর দাঁড়িয়ে আরোতরে যাচ্ছি। এইভাবে গণ্ডীর উপর দাঁড়িয়ে গণ্ডীর অতীত যা' তা' দেখতে পাই। ঢিল ছুঁড়লে, সেটা মাটিতে এসে ঠেকে গেল। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই অভিজ্ঞতা থেকে যেটা পাওয়া গেল, সেটা কিন্তু মিথ্যা নয়। সূর্য্যকিরণ যে আকর্ষণ-শক্তিতে বেঁকে যায়, তা' অমনি করেই আসলো। আমার মনে হয় আয়েনষ্টাইনের তত্ত্ব বের হ'য়ে নিউটনের তত্ত্ব নাকোচ হয়নি, explained (ব্যাখ্যাত) হয়েছে। ঢিল যে মাটিতে পড়ে না, তা' হয়নি, তা' ঠিক থেকেও আরো হয়েছে।

কেষ্টদা—ঋষি ও মুনিতে তাহ'লে ঠিক পার্থক্যটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মুনি যখন তাঁর মননটা being (সত্তা) দিয়ে দেখে, feel (অনুভব) ক'রে, সেটা materialise (বাস্তবায়িত) ক'রে, demonstrate (প্রদর্শন) ক'রে দেখাতে পারেন, তখন তাঁকে কওয়া যায় ঋষি। প্রত্যেক ঋষিই মুনি। অনেক মুনি আছেন, তাঁরা ঋষি নন। মুনিই ঋষি হ'ন, মুনি না হ'লে ঋষি হ'তে পারেন না। মননশীলতা ঋষিত্বের প্রথম ধাপ।

কেষ্টদা—কেকুলে যেমন atom-এর (অণুর) dance (নৃত্য) দেখেছিলেন, তাঁকে বলা যায় ঋষি। আর ড্যাল্টন Chemistry-তে (রসায়নশাস্ত্রে) atomic theory (আণবিক তত্ত্ব) বের করেছিলেন, তাঁকে বলা যায় মুনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ!

৩০শে জুলাই শ্রীশ্রীঠাকুর পূজনীয় খেপুদাকে নিম্নলিখিত চিঠিটি দেন।

কল্যাণবরেষু,

খেপু,

কাল সন্ধ্যাবেলায় অশোক ও ধূর্জ্জটি এসেছে। তাদের বাচনিক সব শুনলাম। কথা তো তা' নয়। তোমার কাছে অশোকের থাকা, এর চাইতে comfortable (স্বস্তিদায়ক) এবং secure (নিরাপদ) আর কি হ'তে পারে? কথা হচ্ছে ওখানে তোমার কলকে কতটুকু। তুমি তো ওকে সবসময় আগলে রাখতে পারবে না। নজর রাখতে হবে অন্য অভিভাবকদের। কে আমার প্রতি কতটুকু অনুরক্ত, কে আমার interest-এর (স্বার্থের) জন্য সুখে কতখানি suffer (কষ্ট) ক'রে সুখী হয়, তোমার কাছে অবিদিত কিছুই নাই। আমার ভয়—তুমি মুশকিলে না পড়। নিজের comfort (স্বাচ্ছন্দ্য) ignore (উপেক্ষা) ক'রে আমাকে comfort (স্বস্তি) দেওয়া, আমাকে anxiety

(উদ্বেগ) থেকে বাঁচিয়ে আত্মপ্রসাদী ক'রে তোলা এমন কি আর কেউ আমার আছে? তাই consider করি (ভাবি)—তুমি বিব্রত না হও। অবশ্য হোষ্টেলে থাকার চাইতে তোমার কাছে অশোক থাকে, এর চাইতে সব দিক দিয়ে আমার সুবিধার আর কিছু নেই। কিন্তু আমায় দাঁড়াতে হবে একদম তোমার উপর। এমন কি কেউ আছে—স্বেচ্ছায় দায়িত্ব নিয়ে তোমার ভার গ্রহণ করবে?

তোমাকে টেলিগ্রাম করেছি, চিঠিও লিখেছি, সুশীলদাকেও টেলিগ্রাম করেছি, হয়তো পেয়েছও। তুমি যা' বিবেচনা কর, তাই হো'ক। আমার বিবেচনা অর্থাৎ আমার সম্বন্ধে বিবেচনা আমার করতে ভালও লাগে না, সুখও লাগে না। স্বতঃস্বেচ্ছ হ'য়ে তোমরা করলে আমার আনন্দই বোধ হয়। আর এক কথা—যাদের অনুগ্রহে ও-বাড়ী চলছে, তারা যদি তেমনি চলে, কোন কথা নেই, নতুবা সেটাও একটা প্রশ্ন—যদিও সেটা বিশেষ acute (উগ্র) ব'লে মনে করি না। যা' হো'ক যা' বিবেচনা কর, আমাকে সত্বর জানালে সুখী হব।

কল্পনার মেয়ে ও হরিদাস অন্নপথ্য করবে শুনে সুখী হ'লাম। অর্চ্চনা ভাল হয়েছে আর শান্তুও খানিকটা ভাল শুনে সুখী হ'লাম। তোমার হাঁপানির টান কেমন—ওদের কাছে শুনে তা' কিছু বুঝতে পারলাম না। খুকী, কানু, তোতা, মঞ্জু কেমন আছে? আর শরবিন্দু, শরবিন্দুর স্ত্রী তারাই বা কেমন?

Conference এগিয়ে এল, তোমার আসা সম্ভব হ'লে সুখী হতাম।

পাগলু কেমন আছে, কী করছে?

আমার আন্তরিক 'রাস্বা' জেনো। জানালে যা'রা সুখী হয় তাদের জানিও।

ইতি—

তোমাদেরই

দীন

দাদা

১৬ই শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৫৫ (ইং ১।৮।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর উত্তর দিকের বারান্দায় তক্তপোষে উপবিষ্ট। ঝড়জল হ'চ্ছে। দূরের লোকজন বিশেষ নেই। রাণীমা, কালিদাসীমা, হেমপ্রভামা, রেণুমা, ননীমা, মঙ্গলামা, সেবাদি প্রভৃতি আছেন।

ননীমা কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আপনি যে লোকস্বার্থী হওয়ার কথা বলেন, অশোকের মধ্যে এ জিনিসটা আছে। অশোক সেদিন বলছিল—আমি যে বোর্ডিং-এ থাকব, কিন্তু তেজোময় এরা থাকবে কোথায়? শুধু আমার নিজের ব্যবস্থা হ'লেই তো হবে না, এদের প্রতিও তো আমার একটা কর্ত্তব্য আছে। তাতে অমূল্যদা বলল—তোমার সেজন্য ভাবনা কি? আর জায়গাই বা কোথায়?

সৎসঙ্গ বাড়ী তো কর্ম্মীদের জন্য, সেখানেও তো জায়গা নেই। কিন্তু অশোক তাতে চটে ওঠে। কোন কথায় কর্ণপাত করে না, বলে—আমার তো একটা কর্ত্তব্য আছে ওদের প্রতি।

শ্রীশ্রীঠাকুর এই কথা শুনে খুব খুশি হ'য়ে বললেন—পুরুষানুক্রমে ঐ ধাঁজ চলতে থাকবে।

ননীমা—এই সমস্ত ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া দরকার। নীলু ছেলেবেলা থেকে অমনি তাল ধরে, কিন্তু সবসময় পেরে ওঠা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এইভাবে বলতে হয়—তুমি যে এ-সব করতে চাও, সে তো খুব ভাল কথা। কিন্তু তুমি কাউকে কিছু দিতে চাইলে, কারও জন্য কিছু করতে চাইলে, আমার কাছে চাওয়া ছাড়া তো তোমার গত্যন্তর নাই, কিন্তু আমিই বা কি ক'রে পারি? তাই বলি—এগুলি চাওই যদি বজায় রাখতে, তবে নিজের ক্ষমতা বাড়াও। ঠাকুর সেদিন যেমন বলছিলেন—ভাল ক'রে লেখাপড়া করতে, সব কাজ শিখতে, জানতে, ভাল পাশ করতে, সুগঠিত হ'য়ে উঠতে, তেমনিভাবে লেখাপড়া কর, উপযুক্ত হও। এইবার পরীক্ষা দিয়ে ভালভাবে পাশ করলে, আবার ২/৩টে পরীক্ষায় ভাল ফল করলে, দেখতে-দেখতে তুমি সক্ষম হ'য়ে যাবে। তোমার ক্ষমতা যত বাড়বে, তত মানুষের জন্য করতে পারবে। আর আপাততঃ ২/৪ পয়সা যা' আমার কাছ থেকে পাও এবং লোকে যদি কিছু দেয়, তা' দিয়ে যতটা পার ততটা ক'রো। তুমি সক্ষম হ'লে ভাবনা কী? আর ক'দিন বা লাগবে? এইভাবে উসকে দিতে হয়। নিরুৎসাহ করতে নেই।

পূজনীয় বড়দা এসে প্রণামান্তে উপবেশন করলেন। একজন কর্ম্মীর সম্বন্ধে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Common sense (সাধারণ বুদ্ধি) কেউ খাটাতে চায় না, common sense (সাধারণ বুদ্ধি) না খাটান খুব খারাপ।

বড়দা—আদৎ কথা risk (ঝুঁকি) নিতে চায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! সেইজন্য মাথা খাটায় না।

শরৎদা (হালদার) একখানা বই থেকে দেখালেন—ইসলাম মানে শান্তি, আনুগত্য, আত্মনিবেদন, প্রেম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কথাগুলি মনে রাখবেন।

একটা ইংরাজী বাণী প'ড়ে শোনান হ'লো। বাণীটির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অনুলোম বিবাহে স্বামীর ঘরে যে custom (প্রথা) এবং মেয়ের বাপের বাড়ীতে যে custom (প্রথা), তাতে difference (পার্থক্য) থাকার দরুন মেয়ের মনে এই নিয়ে একটা conflict (দ্বন্দ্ব) হয়, কিন্তু তার যদি স্বামীর প্রতি এতখানি adoration (পূজাপ্রবণভাব) থাকে, যাতে conflict (দ্বন্দ্ব) থাকলেও নিজে suffer (কষ্ট) ক'রে নিজেকে adjust (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে সেইটে imbibe (আত্মস্থ) করার জন্য determined

(সংকল্পবদ্ধ) হয় এবং imbibe (আত্মস্থ) করে, তবে সন্তান হয় ব্যাসদেবের মত। মা যতখানি imbibe (আত্মস্থ) করতে না পারে, সন্তান ততখানি deprived (বঞ্চিত) হয়। Husband-এর (স্বামীর) sperm cell (শুক্রকোষ) স্ত্রীর ডিম্ব কোষে গিয়ে pauper (দৈন্যগ্রস্ত) হ'য়ে পড়ে, কারণ, পুরো adoration ও assimilation (ভক্তি ও আত্মীকরণ) না থাকায় শুক্রকোষের অনেকখানি reject (প্রত্যাখ্যান) করে, পুরোপুরি receive (গ্রহণ) করতে পারে না। সেইজন্য অনুলোমের বেলায় বেশী পার্থক্য থাকা কিছুটা খারাপ, যেমন দ্ব্যন্তর বর্ণ।

শরৎদা—সুপ্রজনন-বিজ্ঞান আজ আমাদের দেশে অনেকখানি লুপ্ত, আপনার দয়ায় তার পুনরুদ্ধার হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনারা আরো fine (সূক্ষ্ম)-ভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে pointedly (সুনির্দিষ্টভাবে) দেবেন। আমি খনির জিনিস দিয়ে যাচ্ছি, বেছে, মেজেঘষে আপনাদের দিতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে ভক্তবৃন্দপরিবেষ্টিত হ'য়ে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে তক্তপোষে শুভ্রশয্যায় সমাসীন। আনন্দময়ের সান্নিধ্যে সকলেই আনন্দমসগুল, তাঁর মধুর স্পর্শে ত্রিভুবন মধুময়।

শরৎদা (হালদার) সন্ধ্যামন্ত্র থেকে জিজ্ঞাসা করলেন—'রক্তমাংসসঙ্কুল উদ্ভাসিত তুমিই তোমার ত্বজ্জাত সন্তান'—এই কথার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি কী বোঝেন কন তো?

শরৎদা—অবতার পুরুষের মধ্যে আমরা ঈশ্বরের স্বরূপের পরিচয় পাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—It is He who has manifested Himself as 'I' (তিনি নিজেকে 'আমি' রূপে প্রকাশিত করেছেন)। যেমন আমার ছেলে আমিই—আমারই রূপান্তর—myself manifested as my son (আমিই সন্তানরূপে প্রকাশিত), তা হ'য়েও আমি continue করছি as before (পূর্বের মত আছি)। অবতার মহাপুরুষ ও সাধারণ মানুষে পার্থক্য এইটুকু যে তিনি তাঁর উৎস, প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্বন্ধে স্মৃতি ও চেতনাযুক্ত, কিন্তু অন্যেরা তা' নয়। তাঁকে ভালবেসে ও অনুসরণ ক'রেই মানুষ তার হারান স্মৃতি ও চেতনা ফিরে পেতে পারে। তাঁকে যে যতখানি কায়মনোবাক্যে সক্রিয়ভাবে ভালবাসে ও অনুসরণ করে তার মধ্যে তিনি ততখানি জীয়ন্ত হ'য়ে ওঠেন। প্রবৃত্তিপ্রীতি তার চালক না হ'য়ে, ইষ্টানুরাগই হয় তার চালক। তিনিই ধর্ম বা বাঁচা-বাড়ার পথ।

শরৎদা—কোন-কোন সম্প্রদায়ের ধারণা আছে, তিনি জন্ম দেন না, হ'ন না, অজ। তবে মানসপুত্রের ধারণাটা অনেকে মানেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি বলি তিনি জন্ম দেন না, তবে তিনি হন, মানসপুত্র মানে

তিনি হ'ন। জন্মও দেন না, হ'নও না, তবে তিনি জগতের স্রষ্টা হ'ন কি ক'রে?

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁবুতে এসে বসলেন। একটু পরে খুশিতে উচ্ছল হ'য়ে বললেন—'তুমিই তোমার ত্বজ্জাত সন্তান'—কথাটা কেমন সুন্দর। তার মানে স্বয়ম্ভূ—তোমার দ্বারা তুমি জাত, তোমাতেই তুমি হ'য়ে আছ।

শরৎদা—স্বয়ম্ভূ আবার সন্তান!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি তোমাতেই বিস্তারপ্রাপ্ত। যা' নাকি উদ্ভাসিত সে তুমিই এবং তোমার জাত।

শরৎদা—এটা কি সাধারণভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব রকম আছে—infinite (অনন্ত), finite (সান্ত), absolute (নিরপেক্ষ), relative (সাপেক্ষ)—সব aspect (দিক)-ই আছে।

শরৎদা—কোরাণে পূর্ব্বতনকে মানার সম্বন্ধে এত কথা থাকা সত্ত্বেও মুসলমানরা হজরত রসুলের অব্যবহিত পূর্ব্বপত্তী যীশুখ্রীষ্টকেই মানে না। তাঁর ত্রিত্ববাদ সম্বন্ধে তাদের মস্ত বিরোধ। তারা বলে—'তা' হ'লে আল্লার শরিক করা হয়।'

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো নয়। একেরই তিনটে aspect (দিক), যেমন আলোর দুটো aspect (দিক)—heat ও light (তাপ ও আলো)।

শরৎদা—আমাদের কোন-কোন ঋত্বিক্ ইষ্টকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে অজ্ঞতা-বশতঃ পূর্ব্বতনদের সম্বন্ধে অবজ্ঞাসূচক উক্তি ক'রে বসেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এই কথাশুনে বড়ই ব্যথা পেলেন, উত্তেজিত হ'য়ে বললেন—It is insult to me. It is better to spit on me (এটা আমার প্রতি অপমান। আমার গায়ে থুতু ফেলা এর থেকে ভাল)।

একটু পরে সুরেনদা (বিশ্বাস) জিজ্ঞাসা করলেন—আপনাকে জেনে-শুনেও আপনাকে সাধারণ মানুষ মনে ক'রে যারা আপনার উপর অভিমান করে, তারা তা' কেন করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আত্মম্ভরিতা থাকলে অভিমান আসে। নিজেকে ভরার বুদ্ধি অর্থাৎ স্বার্থবুদ্ধি যদি প্রবল হয়, তাতে ব্যাঘাত হ'লেই অভিমানে ফুলে ওঠে। 'নরক কী মূল অভিমান।' আত্মম্ভরিতা না থাকলে, কিছু বললে নিজেকে সংশোধন ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। নিজের ত্রুটি শোধরাবার সুযোগ পেলেই কৃতার্থ হ'য়ে যায়। নচেৎ ক্ষুব্ধ, উত্তেজিত হ'য়ে আত্মসমর্থনে উদগ্র হ'য়ে ওঠে। আত্মম্ভরিতা থাকলে সেবা হয় না, সেবা-অপরাধ হয়।

শরৎদা—চৈতন্যদেব দ্বৈতবাদের ভিতর-দিয়ে শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ কিভাবে fulfil (পরিপূরণ) করলেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় চৈতন্যদেবের দ্বৈতবাদ নয়, দ্বৈতভাব। মূলতঃ

সকলের বাদই অদ্বৈত, কারণ, একের উপরই দাঁড়িয়ে আছে যা'-কিছু, আদিতে এক ছাড়া দুই নেই। একেরই স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ নানা স্তর ও অভিব্যক্তি আছে। কিন্তু ভক্তিই তাঁকে লাভ করার সহজ পথ, ভক্তির মধ্যে দ্বৈতভাব এসে পড়ে, ভক্ত নিজের সত্তা না হারিয়ে ভগবানকে ভজনা ক'রে চলে। ভক্তির সঙ্গে আবার কর্ম্ম ও জ্ঞান অচ্ছেদ্যভাবে জড়ান। একেরই বিচিত্র প্রকাশ ব'লে সব সমন্বয় হ'য়েই আছে।

শরৎদা—প্রকাশানন্দ সরস্বতী, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বৈদান্তিক ছিলেন, তাঁদের মতের মধ্যে যেন কোন অপূর্ণতা ছিল, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব যেন তা' ধরিয়ে দিলেন এবং তাঁরা তাঁকে গ্রহণ করলেন!

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৈদান্তিক ভাব মানে record of experience (জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দলিল)। ওরা হয়তো achieve (আয়ত্ত) করার পথ ঠিক অবলম্বন করেননি, সেইটে চৈতন্য মহাপ্রভু ধরিয়ে দিয়েছেন। ভক্তি লাগেই, ভক্তিপথ সহজ, সুষ্ঠু, accurate (যথাযথ), ভক্তির রাস্তা দিয়েই যেতে হয়, তার সঙ্গে বৈশিষ্ট্যানুযায়ী ঝোঁক থাকেই। অদ্বৈতবাদেও গুরুভক্তির উপর জোর দেওয়া আছে। নইলে এগোন যায় না। তাই আছে—'অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু নাদ্বৈতং গুরুণা সহ।' নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অদ্বৈতভূমিতে সমাসীন হ'লে জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা লয় পেয়ে যায়। তখন মানুষ বোধস্বরূপ হ'য়ে থাকে, সে অবস্থা মুখে বলা যায় না। অন্য সময় সে মানুষেরও সেব্য-সেবকভাব নিয়ে থাকা স্বাভাবিক! আমি না থাকলে তুমি থাকে না, তুমি না থাকলে আমি থাকে না। জীবজগতের সঙ্গে ব্যবহারে যে আমি-তুমি রূপ দ্বৈতভাব থাকে, তখনও তার মধ্যে একটা একাত্মবোধের চেতনা খেলা ক'রে বেড়ায়। ইষ্টই যে সব-কিছু হ'য়ে আছেন, এই স্মৃতি লেগে থাকে। আত্মাই কই আর ব্রহ্মাই কই, তার মূর্ত্ত বিগ্রহ হলেন ইষ্ট। মানুষ যখন ইষ্টসর্ব্বস্ব হয়, ইষ্টপ্রীত্যর্থে ছাড়া যখন সে একটা নিঃশ্বাসও ফেলে না, তখনই সে একই সঙ্গে ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগে সিদ্ধ হ'য়ে ওঠে। কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ যা-ই বল, ভক্তির সঙ্গে যোগ না থাকলে কাজ হয় না. সব যোগই আসে ভক্তিযোগ থেকে। "বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে, বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।" এই জ্ঞানী একাধারে জ্ঞানী, ভক্ত ও কর্ম্মী। গোড়া থেকেই অদ্বৈতবাদ mathematically (গাণিতিকভাবে) সম্ভব হ'তে পারে, practically (বাস্তবে) সম্ভব হয় কমই।

শরৎদা—শঙ্করাচার্য্যের গুরুর প্রতি টানও ছিল, কিন্তু তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় মনে হয় পরমাত্মার সঙ্গে মিলন। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব বলেছেন ভগবান চিদ্ঘন, জীব চিৎকণ—এই দ্বৈত যেন অনন্ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটা দ্বৈতবাদ নয়, দ্বৈতভাব। দাবানলের মধ্যে যে আগুন,

স্ফুলিঙ্গের ভিতরও সেই আগুন, কিন্তু শক্তির তারতম্য আছে। অংশের ভিতরও পূর্ণ থাকে তার মত ক'রে, তবু অংশ পূর্ণের সঙ্গে গভীরতর মিলন কামনা করে। পূর্ণও অংশকে খোঁজে। এই নিয়ে যেন চলে সৃষ্টিলীলা। আবার, দ্বৈতভাবটা থাকার দরুন বিপদটা আসে কম, তথাকথিত অদ্বৈতবাদীর মত অহংকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভাবে না, অহংটা তাতে কাবু থাকে।

শরৎদা—"জীব নিত্য কৃষ্ণদাস যবে ভুলি গেলা
মায়াপিশাচী তায় গলায় বেড়িলা।"

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই।

শরৎদা—এইটে ভুল হ'লেই বোধহয় মানুষ আবদ্ধ হ'য়ে পড়ে, অফুরন্ত বিকাশ বন্ধ হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ!

শরৎদা—সব-কিছুর মূলও এক ও অদ্বিতীয়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—অপরিবর্ত্তনশীল সৎ বলতে যা', তা' এক এবং অদ্বিতীয়ই। দৃশ্যমান জগৎ যা, পরিবর্ত্তনশীল সৎ যা', তা' বহু হ'তে পারে! কিন্তু তার ভিত্তি হ'ল এক ও অদ্বিতীয়। এটা উপলব্ধির বিষয়। দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জ্জিত অবস্থায় উপনীত হ'লে এটা বোধগম্য হয়। যে এইটে এক-বার ঠিকমত অনুভব করে, সারা জীবন তার রেশ একটা থেকে যায়। "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" এমনতর একটা রকম তার লেগেই থাকে। সর্ব্বভূতের হিতসাধন তার স্বভাবধর্ম্ম হ'য়ে দাঁড়ায়। সে প্রত্যক্ষ করে যে সৎনামই তার ও যা' কিছুর স্বরূপ। সৎনাম ও সদ্‌গুরুতে নিষ্ঠার ভিতর-দিয়ে এইভাবে কালে-কালে যুগপৎ ব্রহ্মজ্ঞান ও বৈশিষ্ট্যজ্ঞান ফুটে ওঠে। ঐ যে আমার বলা আছে—

ঊষা-নিশায় মন্ত্রসাধন
চলাফেরায় জপ,
যথাসময় ইষ্টনিদেশ
মূর্ত্ত করাই তপ।

ও বড় জবর জিনিস! অনুরাগের সঙ্গে করলে পরমপিতার দয়ায় হাতে-হাতে ফল। অনেক শুনেছেন, এইবার করেন। আপনাদের দেখেই যেন মানুষের ভিতরের চাপা ভাবভক্তি ঠেলে বেরোয়।

সন্ধ্যা হ'য়ে আসলো। এমন সময় হরিদাসদা (সিংহ) আসলেন। হরিদাসদা আজ বিকালে গুমটির কাছে চলন্ত ট্রেন থেকে লাফ দিয়ে বেশ ব্যথা পেয়েছেন। এই সংবাদ শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ইতিমধ্যেই পেঁছে গেছে।

হরিদাসদা আসতেই দয়াল ব্যগ্র কণ্ঠে বললেন—তুই ও কাম করলি কেন? আমি ১০০ বার ক'রে বলেছি অমন কাজ করবে না। আমার মন এত খারাপ হয়ে গেল যে যা' অতো করে মানা ক'রে দিয়েছি, তাই-ই অমনি ক'রে করলো।

তোরা আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দিবি না। যদি একটা বিপদ ঘটতো তাহ'লে কী হ'তো? বল্—করবি আর কখনও অমন?

হরিদাসদা লজ্জিত ও অনুতপ্তভাবে বললেন—আজ্ঞে! আমার অন্যায় হয়েছে। আর কখনও এমন করব না।

সুরেনদা—ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান—কোন্‌টা আগে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার যেমন ভাব, তার তেমন। কিন্তু যে-কোন একটার সঙ্গেই তিনটে থাকে। ঝোঁকের রকমফের দেখা যায় মাত্র।

শরৎদা—অনেকে ধর্ম্মের সরল তাৎপর্য্য সম্বন্ধে বুঝেসুঝেও বলে—ধর্ম্ম এত সহজ নাকি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কঠিন যে সেটা ignorance (অজ্ঞতা)-এর দরুন। বাঁচাটা কত সহজ, আবার কত কঠিন।

শরৎদা—বাঁচাটা কঠিন না সহজ? দেখে মনে হয় আমাদের nature (প্রকৃতি)-ই বাঁচার favour-এ (অনুকূলে)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Nature মানে প্রকৃতি। প্রকৃতি মানে প্রকৃষ্টরূপে করা। কঠিনটা সহজ ক'রে নিয়েছি। যেমন, আজ heart (হৃদ্‌যন্ত্র) চলছে involuntarily (বিনা চেষ্টায়, বিনা ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে), কোন attention (মনোযোগ) দেওয়া লাগছে না। কিন্তু একদিন হয়তো attention (মনোযোগ) দেওয়া লেগেছে, voluntary effort-এ (ইচ্ছাশক্তিযুক্ত চেষ্টায়) চালান লেগেছে। এখনও defect (গোলমাল) হ'লে বোঝা যায়। সামান্যতেই agony (যন্ত্রণা) বোধ হয়। প্রকৃতির ভিতর-দিয়ে জীবন-পোষণী অবদান আমরা যা' যা' পেয়েছি তা' অক্ষুণ্ণ ও পুষ্ট ক'রে তোলার জন্য সর্ব্বতোভাবে যে-সব বিধি মেনে চলা দরকার, সেগুলি মেনে চলা তাই ধর্ম্মেরই অঙ্গ। অজ্ঞতা-বশতঃ আমরা যদি তার কোনটা অবহেলা করি, তার ফল অনিবার্য্য। তাই সর্ব্বদর্শী ঋষির অনুশাসন মেনে চলতে হয়। আমরা আর জানি কতটুকু, দেখি কতটুকু? আমার আজকের বে-খেয়াল চলনাটা গড়িয়ে-গড়িয়ে দূর ভবিষ্যতে কোন্ কুফল সৃষ্টি করবে তা' কি আমার নজরে পড়ে?

প্রফুল্ল—হার্ট চালাতে, আমরা সুস্থ যারা, তারা তো কোনদিনই চেষ্টা করিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হয়তো তোমার পূর্ব্বপুরুষকে করতে হয়েছে। Habits and customs observed in generations cumulate in the germ (বংশপরম্পরায় প্রতিপালিত অভ্যাস ও প্রথা বীজসত্তায় একত্রিত হয়)।

হঠাৎ একটা শব্দ হ'তেই শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে বললেন—দ্যাখ্ তো কেউ প'ড়ে গেল নাকি?

হরিপদদা (সাহা) দেখে এসে বললেন—দুটো কুকুর খেলা করছে।

বোধহয় হরিদাসদার কথা স্মরণ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন—

বিপদকে অযথা ডেকে এনো না,
যত পার তা' সামলে চল—
সংযত হ'য়ে,
বিচক্ষণতায়,—
যা'তে তা'র গ্রাসে না পড় ;
এড়াবে বিপাককে।

সুরেনদা—আচ্ছা, শোনা-কথায়, বিশেষতঃ গুজবে মানুষের এত বিশ্বাস হয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Ignorance (অজ্ঞতা)-এর দরুন। Experience (অভিজ্ঞতা) কম, তাই সম্ভাব্যতা, অসম্ভাব্যতা, প্রকৃত উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিচার করে না, যেমন শোনে তাই-ই ধ'রে নেয়। The less the experience, the more the hearsay mongering (মানুষের অভিজ্ঞতা যত কম, শোনাকথার উপর দাঁড়িয়ে চলার অভ্যাস তত বেশী)। অবশ্য যাঁর কথা নির্বিচারে গ্রহণ করবার যোগ্য, যিনি মানুষের মঙ্গলার্থে ছাড়া কোন কথা বলেন না, তাঁর কথায় কোন সংশয় আনতে নেই।

সুরেনদা—উৎসে মমতাহীনতাই মৃত্যুর কারণ—এর মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন তুবড়িবাজী, বারুদের সঙ্গে connection (সংযোগ) যত সময় থাকে, তত সময় জ্বলে, কিন্তু যেই disconnected (বিচ্ছিন্ন) হ'য়ে যায়, অমনি নিভে যায়।

সুরেনদা—মানুষের উৎস কী? আর তা'তে মমতা না থাকলে মৃত্যুই বা আসে কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যিনি বা যা' অস্তিত্বের ভিত্তি-স্বরূপ, যাঁর মাধ্যমে মানুষ প্রেরণা ও শক্তি সঞ্চয় করে, মুখ্য ও শ্রেয় যে-consideration-এ (বিবেচনায়) যে-interest-এ (স্বার্থে), সে being (সত্তা)-কে preserve ও protect (সংরক্ষণ) করে, তাই তার উৎস। সেখানে প্রবল টান না থাকলে সত্তার বিনিময়ে প্রবৃত্তি-উপভোগের দিকে ঝোঁক যায়—মানুষ মদ খায়, মেয়েমানুষের দিকে ছোটে, টাকার জন্য, নাম-যশের জন্য পাগল হয়, রসগোল্লার লোভে অস্থির হয়। এমনভাবেই হয়তো রসগোল্লা খেল যে তার ফলে মারা গেল। উৎসে মমতা থাকলে রসগোল্লা খায়, কিন্তু নজর থাকে যাতে রসগোল্লা তাকে না খায়।

শরৎদা—উৎসে মমতা আছে, অথচ দেখা যায় শরীর ভেঙ্গে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর পেছনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনেক কারণের সমবায় থাকে, আবার উৎসে মমতা সবসময় allround (সর্ব্বতোমুখী) হয় না।

শরৎদা পূর্ব্বসূত্র ধ'রে বললেন—রামকৃষ্ণদেবও তো ক্যান্সার হ'য়ে দেহরক্ষা করলেন!

শ্রীশ্রীঠাকুর—উৎসে মমতা থাকলেও এমনতর কিছু ignored (উপেক্ষিত) হয়েছিল যাতে প্রাণবিয়োগ হয়।

শরৎদা—প্রত্যেকটি মহাপুরুষই তো উৎসে মমতাসম্পন্ন, কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকেরই তো দেহপাত হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাতের কারণ ছিল। অন্যান্য কারণের সঙ্গে পরিবেশ অন্যতম প্রধান কারণ। প্রতিকূল পরিবেশ থেকে অনেক সময় এমন সংঘাত আসে যে তার ফলে বাঁচার ইচ্ছেটা খতম হ'য়ে যায়, উৎসের কোলে ফিরে যাবার ইচ্ছে হয়। তবু তাঁরা প্রতি পদক্ষেপে বাঁচার পথই দেখিয়ে দিয়ে যান।

শরৎদা—তাঁরা তো উদ্দেশ্যে অমোঘগতি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁদের যা' করণীয়, তা' তো করেনই। তবে মানুষের শরীর নিয়ে আসেন তো! তাই মানুষের মত সুখ-দুঃখ বোধ পুরোমাত্রায় থাকে। যেমন ধরুন শ্রীকৃষ্ণের কথা, যাদবরা ঐ-রকম হ'য়ে গেল। তাতে তাঁর মনের অবস্থা বুঝতেই পারেন। মন তাঁর ভেঙ্গে গেল, জীবনের আকর্ষণ থাকল না, হতাশায় ছিন্নমর্ম্ম হ'য়ে ঐভাবে পড়েছিলেন, সেখানে ব্যাধের বাণে জীবনলীলার অবসান হ'ল। প্রকৃতপক্ষে পারিপার্শ্বিকই তাঁকে ঐ পরিণতির পথে ঠেলে দিল।

আমার কথাই দেখেন। আমার পরিবেশের অনেকেই আমার interest ও intention (স্বার্থ ও অভিপ্রায়)-এর ধার ধারে না, প্রবৃত্তির খেয়ালে উল্টো চলে। এতে তারা কষ্টের মধ্যে পড়বে, এই ভেবেই খুব অশান্তি হয়। আবার, আমার এই সব মানুষ ঠিকপথে না চলার দরুন, তাদের মাধ্যমে বাইরের যারা পরমপিতার পথে চলবার প্রেরণা পেতে পারত, তারাও বঞ্চিত হয়। এতে আমারই ক্ষতি। কারণ, বাঁচা বলতেই আমি বুঝি সবার বাঁচা-বাড়ার পথ প্রশস্ত করা। সকলকে নিয়েই যে আমি। এটা হ'ল বাস্তব সত্য। এই বোধের উপর দাঁড়িয়েই আমি চলি। এই চলার প্রতিকূল চলায় যারা চলছে তারা নিজেদের এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে আমার ও বৃহত্তর পরিবেশের থাকাটাকেও ধীরে-ধীরে রুদ্ধ ক'রে দিচ্ছে। এই পরিণতি যার চোখের সামনে ভাসে, তার মনের অবস্থা কেমন হয়? আমার একতরফা চেষ্টায় তো এর প্রতিকার হবার নয়।

শরৎদা—এর থেকে কেউ রেহাই পাননি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রেহাই পেতে হ'লেই ঐ লোকসংগ্রহ চাই, তাদের ইষ্টানুগ আত্মনিয়ন্ত্রণ চাই। Every man should be considered with his environment (প্রতিটি মানুষকে তার পরিবেশসহ বিবেচনা করা উচিত।)

কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যথাভরা কণ্ঠে বললেন—মা ছিলেন আমার প্রত্যক্ষ উৎস ও অবলম্বনস্বরূপ। মা যাওয়ার পর থেকে আমার মনে হয় সব থেকেও

যেন আমার কেউ নেই। যে যতই করুক, এ ফাঁক কিছুতেই ভরবার নয়। একটা অব্যক্ত কষ্ট লেগেই থাকে।

সুরেনদা—আপনার কষ্ট হো'ক তা' আমরা চাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমিও চাই নাকি, তুমিও চাও নাকি?

শরৎদা—বিশ্ববিধানে মৃত্যুটা বোধহয় অবধারিত—গীতায় আছে—"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ"।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধ্রুবটা ক'রে ফেলে দেয়। এই দেখেন—কি রকম হয়! আগে থেকে বাইও-মোটর আনবার চেষ্টা করলাম। নিবারণদা কথা দিল, না হ'লে যে জোগাড় করা যেত না এমন নয়। বাইও-মোটর আনার লক্ষ্য ছিলেন মা। সবকিছু অনেকখানি ঠিক করা যায়, কিন্তু পারা যায় না হার্টটা। হার্টটা যদি কিছুসময় কোন উপায়ে চালিয়ে রাখা যায়, পরে আবার হয়তো সব ঠিক ক'রে নেওয়া যায়। মা'র জন্য বাইও-মোটর আনতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তা' দিয়ে পারিপার্শ্বিকের কি উপকার করা যায়, সেদিকেও আমার খেয়াল ছিল। কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক নিবারণদা তা' দিতে পারল না এবং সময়মত আমি জানতেও পারলাম না যে তা' তার পক্ষে দেওয়া সম্ভব হবে না। যখন শুনলাম তারপর চেষ্টা করলাম; তখন আর আনান গেল না। তারপর দেখেন, প্রাণপণ চেষ্টা করলাম যাতে গুণেনবাবুর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বা কবিরাজের চিকিৎসা থেকে মাকে ছাড়িয়ে নিতে পারি। গুণেনবাবু আবার গোপনে মাকে প্ররোচনা দিত যাতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাই চলে। মা'রও তাই ইচ্ছা। আমার ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাই চালাতে হ'ল। গোকুলবাবু এসে কয়েকদিন চিকিৎসা করেছিল। কুইনাইন দিয়ে ৩ দিন জ্বর হ'ল না। ওদিকে গোকুল-বাবুর বাড়ীর তরফ থেকে জোর তাগাদা আসলো বাড়ী যাবার। তখন সে রোগী improved (উন্নতির দিকে) ব'লে বাড়ী গেল। আমার ইচ্ছা ছিল কুইনাইন হেকসামিন দেবার, কিন্তু তা' করা গেল না কিছুতেই। মা'র ভীষণ ঝোঁক হোমিওপ্যাথিকের উপর। গুণেনবাবু একেবারে শেষ অবস্থায় বলল—মা থাকলেন না। মা চ'লে যাবার পর চ'লে গেল, আর ফিরে খোঁজও নিল না। বাঁচাবার ইচ্ছা সত্ত্বেও environment (পরিবেশ) মায় রোগীর জন্য আমার সব চেষ্টা নিষ্ফল হ'য়ে গেল। মা যাবার পর আমার সে কি agony (যন্ত্রণা), কি কষ্ট! বাঁচান যেত অথচ বাঁচান গেল না, সে কষ্ট আমি ভুলতে পারি না। আমার অবস্থা কেউ বুঝল না। সবার কাছে মনে হ'ল—ঠাকুর খুব মাতৃভক্ত, তাই অধীর হ'য়ে পড়েছেন। কলকাতায় গেলেন মা, আমার মোটে ইচ্ছা ছিল না। দ্বিতীয়বার কলকাতায় গেলেন, তাও আমার ইচ্ছা ছিল না, সে-কথা শুনলেন না। চিঠিগুলি এখনও আছে, দেখতে পারেন।

শরৎদা—গ্রহতেই শুনতে দেয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গ্রহ মানে অন্যের কথায় প'ড়ে যায়। বুদ্ধিবিভ্রম-মত হয়। আমি বড় ছেলে, আমার কথাই বরং শোনা স্বাভাবিক। কিন্তু মা'র আমার উপর টান থাকলেও মা বরাবর ভাবতেন খ্যাপা বেশী বুদ্ধিমান। কিন্তু সত্যি খ্যাপা তো চিকিৎসাদির ব্যাপার বিশেষ বোঝে না।

শরৎদা—তা কি তিনি বুঝতেন না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কাছে তো কোনদিন কাজে-কর্ম্মে স্বীকার করতে দেখিনি। তারপর দেখেন সাধনা, গোপাল, ভেল্কু ইত্যাদি যাতে অকালে চ'লে না যায়, তার জন্য আমি আমার মতো ক'রে চেষ্টা করতে ত্রুটি করিনি, কিন্তু কতকগুলি অবস্থা যেন হাতের বাইরে চ'লে যায়। ঘটনা-পরম্পরায় অনেক কিছু ওলট-পালট হ'য়ে যায়। যে প্রতিকারের পথ জেনে-শুনেও নানা কারণে অবাঞ্ছিত যা', তা' ঠেকাতে পারে না, তার কষ্ট আরো বেড়ে যায়। তাই বলছিলাম ব্যাপকভাবে পরিবেশ ঠিক করতে না পারলে মুশকিল।

শরৎদা—আপনি নরম ক'রে বলেন, বোধহয় ওর থেকে কড়া ক'রে বললে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবরকম ক'রে ব'লে দেখেছি। যেভাবে বলি ওর থেকে জোর নেই মানে অবলম্বন নেই—helplessly (অসহায়ভাবে) বলি। (হরিদাসদাকে লক্ষ্য ক'রে)—ও যে অমন করেছে, ব্যথা পেলাম শুনে। ওভাবে নামতে গেলে কেন? অবশ্য কিছু হয়নি। কিন্তু হওয়ার সুযোগের অভাব ছিল না।

এর আগে সতীশ দাসদার কাছে শরৎদা শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য রসমাধুরী, রাবড়ী ও কেকসন্দেশ আনতে দিয়েছিলেন। সতীশদা ফিরে এসে খবর দিলেন—দ্বারিকের দোকানে ঐ-সব মিষ্টি পাওয়া গেল না।

তাতে শরৎদা জিজ্ঞাসা করলেন—কালকের জন্য ঐ-সব মিষ্টি বায়না দেব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কালকের অবস্থা দেখে তো! কাল তো আজ নয়!

যা হো'ক ভাল অন্য মিষ্টি যা' পাওয়া যায় তিনটে ভাল দোকান দেখে তা' আনবার জন্য সতীশদাকে পরে পাঠান হ'ল।

রাত্রে পরের দিকে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে প্রণাম ক'রে বসলেন।

তিনি কথা-প্রসঙ্গে বললেন—বিলাতে পরিষদীয় ভাষণের শিক্ষা এত চমৎকার যে ভাবলে অবাক হ'তে হয়। চার্চ্চিল ও এটলির যে বিতর্ক বেরিয়েছে—কি সুন্দর! এত উগ্র বচসা, অথচ কত ভদ্র ও সংযত!

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনাদের তেমন আগ্রহ থাকলে, ওদের থেকেও ভাল হ'তো!

কেষ্টদা—আমাদের যত সব নাড়াবুনেকে কীর্ত্তনীয়া হ'তে হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব কথা আমার সার্থক হ'তো, যদি নাড়াবুনেরা কীর্ত্তনীয়া হ'তোই। তাহ'লে আমার একটা আত্মপ্রসাদ থাকতো।

সতীশদার মিষ্টি আনা সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে-নিজেই বললেন—একটা দোকানে না পেয়েই যে চ'লে এসেছে, দেখে-শুনে কোনরকম মিষ্টিই যে আনবার

বুদ্ধি মাথায় জোগায়নি—এতে বোঝা যায়—common sense (সাধারণ বুদ্ধি) exercise করে (খাটায়) না। জিনিসটা হ'ল উদ্দেশ্য পরিপূরণ করা, বিচার-বুদ্ধি খাটিয়ে হ'লেও তা' করতে হবে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন—

উদ্দেশ্যকে প্রণিধান কর,
আর তা' পরিপূরণে
যখন যে অবস্থায়
যা' সমীচীন বিবেচনা কর,
তেমনি করেই তা' কর,
তা হয়ত বাঁধাধরা রকমের নাও হতে পারে;
ঠকবে কম।

এমন সময় শৈলমা (ডাক্তার) আসলেন। তাঁর সঙ্গে রহস্যালাপ সুরু হ'ল। সবার মুখ এখন সহাস্য। শৈলমা'র কথায় মাঝে-মাঝে কালীষষ্ঠীমা, বুড়ীমা, শৈল বসু-মা, সুশীলাদি (হালদার) প্রভৃতি ফোঁড়ন কাটতে লাগলেন। শৈলমা তাতে উত্তেজিত। আসর এখন জমজমাট। শ্রীশ্রীঠাকুর অপূর্ব্ব মোহন ভঙ্গীতে দুলে-দুলে হাসছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ সত্যদা (দে)-র মা'র কাছে একখানি চিঠি দিলেন। তিনি ব'লে গেলেন, লিখে নেওয়া হ'ল।—

মা!

তোমার চিঠি পেয়ে খুশি হ'লাম। সত্য নির্ব্বিঘ্নে পেঁছেছে জেনে নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত হলাম।

সত্যর মত অমন সোনার টুকরো ছেলে—ওকে মা তোমার সুস্থ ক'রে তুলতেই হবে। ওর হৃদয়ের সম্পদের দৈন্য নাই, কিন্তু মনোবল বড় ক্ষীণ হ'য়ে গেছে। কোন কিছু ঠিক ব'লে বুঝলেও অচ্যুতভাবে আঁকড়ে ধ'রে থাকবার মত দৃঢ়তা নেই, তাই তীক্ষ্ন নজরে সুকৌশলে সূক্ষ্ম বিবেচনার সঙ্গে ওকে এমনতর হৃদ্য, প্রীতিপ্রদ পরিবেশের মধ্যে এমনভাবে সবসময় আগলে, আকৃষ্ট ক'রে, ব্যাপ্ত রাখা লাগবে, যাতে অন্য ঝোঁক আপনা থেকেই শিথিল হ'য়ে যায়। এইভাবে কিছুদিন চালাতে পারলে দেখতে-দেখতে ওর শরীর, মন তাজা হয়ে উঠবে, বলিষ্ঠ দেহমন নিয়ে ও আবার কর্ম্মক্ষেত্রে কৃতীর মুকুট পরবার সামর্থ্য অর্জ্জন করবে। ওর প্রতিভা এবং যোগ্যতা সম্বন্ধে আমার একটা গভীর তৃপ্তি আছে—ও সুস্থ, সবল ও কর্ম্মঠ হ'য়ে উঠলে আমিও সোয়াস্তি পাই।

ঠিকমত ওষুধপত্র যেন খাওয়ান হয়। সবসময় ওর শরীর, মন ও মেজাজের প্রতি লক্ষ্য রেখে সুস্থির দিকে টেনে তুলতে সচেষ্ট থাকা লাগবে। মেষশৃঙ্গীর

আর এক নাম ম্যাড়াশৃঙ্গী। ১০নং বনফিল্ডস্ লেনস্থ মধুসূদন দে এ্যান্ড সন্স-এর দোকানে এ জিনিস পাওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে বীরেনদা বলল। ঐ পাতা খেয়ে চিনি বা তিত খেলে চিনি বা তিতর স্বাদ পাওয়া যায় না। তাই সত্যি মেষশৃঙ্গী কিনা কেনার সময় এইভাবে সেটা পরখ ক'রে নেওয়া যায়।

তোমরা আসতে চেয়েছ, এতে আমি খুবই আনন্দিত। এখানে স্থানাভাব কিছু আছে বটে, কিন্তু তোমরা তো সেই পুরোন আমল থেকে কষ্ট করতে অভ্যস্ত আছ। তাই তোমার বা হেমদার কখনও আসবার ইচ্ছা হ'লে চলেই এসো। তোমরা আসলে খুশিই হব—যদিও এটা বিলক্ষণ জানি যে এখানে তোমাদের কষ্ট কিছু হবেই।

হেমদার শরীর কেমন? অনুকা আজকাল কেমন আছে? সত্যের খবর মাঝে-মাঝে জানিও। ছোটকা কেমন আছে লিখো।

আমার আন্তরিক 'রা-স্বা' জেনো এবং যারা পেলে খুশি হয় তাদের জানিও।

ইতি—

তোমাদেরই

দীন

'আমি'

১৭ই শ্রাবণ, সোমবার, ১৩৫৫ (ইং ২।৮।১৯৪৮)

প্রাতে বড়াল-বাংলোর উত্তর দিকের বারান্দায় শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে শরৎদা (হালদার), গৌরদা (রায়), বিমলদা (ভট্টাচার্য্য) প্রভৃতি আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর শিক্ষামূলক পারিবারিক প্রতিষ্ঠানাদি স্থাপন ক'রে গ্রাম্য শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করার কথা বলছিলেন।

শরৎদা—এর ব্যয়ভার কে বহন করবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গ্রামবাসীরা।

শরৎদা—এটা কি গণতান্ত্রিক ধরণের হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সর্ব্বোপরি একজন গ্রাম-প্রধান থাকবেন।

শরৎদা—বর্ণানুপাতিক শিল্পাদির ব্যবস্থা কী হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক'রে নিতে পারেন। প্রধানতঃ পারিবারিক ভিত্তিতে যদি শিক্ষাটা হয়, প্রত্যেক বাড়ীর ছেলেমেয়েদের সহজাত সংস্কার পুষ্ট হবেই। তথাকথিত স্কুলের কৃত্রিম গণ্ডীর মধ্যে তাদের পড়তে হবে না। শিশু-গবেষণাগারের কথা বলেছি, ওটা খুব দরকারী জিনিস। সেখানে কেউ হয়তো ইঞ্জিন তৈরী করছে, কেউ রেলগাড়ী করছে, কেউ ফুলের তোড়া বানাচ্ছে, এইভাবে খেলাচ্ছলে অনেক কিছু শিখবে।

শরৎদা—অন্নসংস্থানের জন্য কৃষির ব্যবস্থা তো চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্য তো বাড়ীতে-বাড়ীতে চাষের জমি ও কৃষক কলোনির কথা বলেছি।

শরৎদা—একটা নূতন কলোনির পরিকল্পনার কথা বোঝা যায়, কিন্তু পুরোন গ্রামগুলিকে কিভাবে সংস্কৃত করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা মডেল (নমুনা) যদি ধরি, তবে সেইমত করা যায়।

শরৎদা—কোন গ্রামের অধিকাংশ জমিই হয়তো বিশেষ একজনের, তার রইলো প্রয়োজনাতিরিক্ত, কিন্তু অনেকের হয়তো আদৌ জমি নেই, বাড়ীঘর করবার মত সুযোগ নেই, কোনভাবে দিন কাটায়। এর প্রতিকার কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার বেশী জমি আছে, সেটা সবার মধ্যে বেঁটে দেওয়া লাগবে। যে জমি দেবে সেইজন্য তার মূলধনের ক্ষতিপূরণ বাবদ একটা ন্যায্য হারে তাকে দেওয়া লাগবে। সমাজ, রাষ্ট্রের এদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আবার দেখতে হবে কেউ যাতে নিজের চলনার দোষে অযোগ্য না থাকে। ঋত্বিক্ হিসাবে এটা আপনাদের একটা প্রধান দায়িত্ব। সৎসঙ্গ আন্দোলন বলতে আমি যা' বুঝি তা' যদি সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, তাহ'লে মানুষের সব রকম সমস্যার সমাধান আপসে আপ হতে থাকবে। আমি বড় আশা ক'রে চেয়ে আছি আপনাদের দিকে। আপনারা কি আমার মনের অবস্থাটা বোঝেন না?

সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার বুকে যে কি গভীর আর্ত্তি, তা' ধ্বনিত হ'য়ে উঠলো তাঁর আবেগমধুর কণ্ঠে।

তাঁর মর্ম্মস্পর্শী কথা শুনে সবার চোখ অশ্রুসজল হ'য়ে উঠলো। একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সবার ভাল দেখবার জন্য আমার মনটা ছটফট করে। তাই একবার বলেছিলাম প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ডে লোককল্যাণের জন্য একটা তহবিল করার কথা। এ-সবের জন্য খাটা লাগে। নইলে তো হয় না। ইষ্টের উপর টান থাকলে, অপরের জন্য ভাবাটা, করাটা, দায়িত্ব নেওয়াটা এসেই পড়ে।

গৌরদা—সরকার আজকাল পল্লী-উন্নয়নের জন্য কত টাকা দিচ্ছে, কিন্তু করে কে? বীরভূমে বিভিন্ন এলাকায় পুষ্করিণী করবার জন্য সরকার কত টাকা দিয়েছিল, কিন্তু সে-টাকা সদ্ব্যবহার করার মত স্থানীয় উপযুক্ত সংস্থাই পাওয়া গেল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, বর্ত্তমান অবস্থায় democratic basis-এ (গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে) গ্রাম অঞ্চলে ও-সব কাজ হবার নয়। তাতে দলাদলিতে অনেক ক্ষেত্রে কাজ পণ্ড হবে। তার জন্য চাই উপযুক্ত dictator (একজন নায়ক)। গ্রামে ঐরকম একজন লোক ঠিক ক'রে তার উপর দায়িত্ব ও ক্ষমতা দুই-ই দিতে হয়। যারা করবে না বা বাধা দেবে তাদের compel বা control (বাধ্য বা সংযত) করবার মত ক্ষমতা তা'র হাতে দিতে হয়। অবশ্য তাকেও

loving, efficient, tactful ও intelligent (ভালবাসাময়, দক্ষ, সুকৌশলী ও বুদ্ধিমান) হ'তে হবে। Democratic form (গণতান্ত্রিকরূপ) বজায় রাখতেও যদি হয়—গ্রামবাসীদের বলতে হয়—তোমরা যে-কোন একজনকে select (নির্ব্বাচন) ক'রে দাও।

একটু পরে কেষ্টদা আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর পূর্ব্ব কথার সূত্র ধরে বললেন—আমার মনে হয় সেই successful dictator (কৃতী মহানায়ক) যে নাকি responsible democracy (দায়িত্বশীল গণতন্ত্র) সৃষ্টি করতে পারে। প্রত্যেককে বড় ক'রে তোলা, যোগ্য করে তোলা, আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন ও আত্মপ্রত্যয়-শীল ক'রে তোলা তার কাজ। কেউ যেন তার সান্নিধ্যে এসে নিজেকে ignored (উপেক্ষিত) feel (বোধ) না করে। মানুষের অহংকে যত বেশী আহত ও উৎক্ষিপ্ত করে তোলা যায়, বিরোধ তত বাড়ে, সংহতি তত বিপন্ন হয়। প্রত্যেকটি ব্যক্তিরই যে একটা বিশেষ মূল্য ও গুরুত্ব আছে, তা' সে যত বোধ করতে পারে, ততই তার সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করা যায়। আমি দেখেন না, কাজ করতে গেলে দশ জনকে কেমন ঘাটায়ে নিই, একটা মেয়েছেলেকেও জিজ্ঞাসা করি। লোক নিয়ে চলা, প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যসম্মত সুপ্ত শক্তি জাগায়ে তোলা, প্রত্যেককে আপন ক'রে তোলা, মানুষকে সওয়া-বওয়া ও মঙ্গলজনকভাবে অসৎ নিরোধ করতে শেখা—ইত্যাদি রকমারি গুণ চাই নেতার। যে যত সুনিষ্ঠ, তাকে মেনে চলার আগ্রহও তত বেশী হয় মানুষের।

শ্রীশ্রীঠাকুর অপরাহ্নে তাঁবুতে এসে বসেছেন। পড়ন্তবেলায় প্রসন্ন হাসিতে তাঁর নয়নলোভন বদনকমল এক অপরূপ উজ্জ্বল আভা ধারণ করেছে। বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য ও মিত্র), ভোলানাথদা (সরকার), গোপেনদা (রায়), উমাদা (বাগচী), বিজয়দা (মজুমদার), আদিনাথদা (মজুমদার), হরেনদা (বসু), বিশুভাই (মুখোপাধ্যায়), রাধারমণদা (জোয়ার্দ্দার), নগেনদা (বসু), নগেন (দে), শরৎদা (হালদার ও সেন), জ্ঞানদা (দত্ত), শ্রীশদা (রায়চৌধুরী), চুনীদা (রায়চৌধুরী), কেদারদা (ভট্টাচার্য্য), রাজেনদা (মজুমদার), প্যারীদা (নন্দী), বঙ্কিমদা (রায় ও দাস), প্রফুল্লদা (বাগচী), সুরেনদা (দাস), ভূপেশদা (দত্ত), ব্রজেনদা (চট্টোপাধ্যায়), প্রবোধদা (মিত্র), মহিমদা (দে), নির্ম্মলদা (ব্রহ্ম), দেবেনদা (রায়), পদাভাই (দে), কালুদা (আইচ), কার্ত্তিকদা (পাল), খগেনদা (তপাদার), নরেনদা (মিত্র), হরিদা (গোস্বামী), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), জয়ন্তদা (বিশ্বাস), জিতেনদা (রায়), দাশুদা (রায়), সুধীরদা (দাস), লোচনাদা (ঘোষ), মণিদা (ঘোষ ও সেন) এবং মায়েদের মধ্যে অনেকে আছেন। ছেলেমেয়েদের মধ্যেও অনেকে উপস্থিত। কেউ-কেউ মাঠে খেলা করছে। দয়ালের সান্নিধ্যে ভক্ত-সমাগমে ইষ্টপ্রাঙ্গণ এখন আনন্দের কলতানে মুখরিত। তাঁর লীলাক্ষেত্রই তো নিত্যানন্দ-নিকেতন, বিশেষতঃ দিনান্তের এই শুভলগ্নটি

বড়ই মধুর। কাজকর্ম্ম সেরে সবাই আসেন জীবন্ত লক্ষ্মী-জনার্দ্দনকে প্রণাম করতে, দু' দণ্ড শান্তিধামে কাটাতে, প্রভুর নাম গুণগান করতে, তাঁর শ্রীমুখের অমৃতকথা শুনতে। সকাল থেকে এ-বেলা ভক্তসমাগম বেশী হয়। বাইরের দর্শকও বহু আসেন।

শরৎদা (হালদার) প্রশ্ন করলেন—Go-between (কথা খেলাপ)-এর প্রতিকার কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না করা ছাড়া প্রতিকার কী? ও বড় dangerous (বিপজ্জনক) ব্যাপার। প্রথম যখন শুরু করে, তখন মানুষ ঠিক পায় না, কিন্তু ধীরে-ধীরে লোমপড়া দাধে কুত্তার মত হ'য়ে যায়। 'গো-বিটুইন' মানে মিথ্যাচার। মিথ্যা এসেছে মিথ্-ধাতু থেকে। মিথ্-ধাতুর একটা মানে শুনেছি নষ্ট করা। একজনের অনেক সদ্‌গুণ যদি থাকে, আর সেই সঙ্গে 'গো-বিটুইন' থাকে, তার সদ্‌গুণের অনেক ফল এতে নষ্ট হ'য়ে যায়। সে কিছুতেই মানুষের আস্থা অর্জ্জন করতে পারে না। আর প্রকৃতির বিধান এমন যে বহু সদ্‌গুণ সত্ত্বেও সে সামগ্রিক কৃতকার্য্যতা লাভ করতে পারে কমই। আমি একে 'দ্বন্দ্বী-বৃত্তি' নাম দিয়েছিলাম। মিথ্যাচারজনিত অবচেতন মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব তাকে ভিতর থেকে কুরে-কুরে খেয়ে ফেলে, সে অপদার্থ হ'য়ে পড়ে।

প্রফুল্ল—দাধে কুত্তার সঙ্গে 'গো-বিটুইন'কারীর সম্পর্ক কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানে সে হয় দুর্ব্বল, unsuccessful (অকৃতকার্য্য), cheat (প্রতারক), মানুষের বিরক্তিভাজন, আরো কতরকম হয়। ওর থেকে না হ'তে পারে এমন খারাপ জিনিস নেই।............যদি বল করব, তাহ'লে করতেই হয়। যদি বল চেষ্টা করব বা দেখব, তাহ'লে sincerely (আন্তরিকভাবে) চেষ্টা করতে হয়, দেখতে হয়। একজন ইংরেজ যদি বলে I shall try (আমি চেষ্টা করব), কিংবা I shall see (আমি দেখব), তাহ'লেই মানুষ প্রায় নিশ্চিত ধ'রে নিতে পারে যে অনেকখানি hopeful (আশাপ্রদ), সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শরৎদা—কথাবার্ত্তার ব্যাপারেও সাবধান হওয়া দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! যদি বলেন 'বিকালে টাকা দেব', তাহলে বিকালেই যেন-তেন-প্রকারেণ দেওয়া লাগে। ঠিক বিকালে না দিলে 'গো-বিটুইন' হ'লো, বরং বলা ভাল 'দেখবনে বিকালে পারি কিনা।' (সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুর কর্ম্মীদের বললেন)—অমাত্য অর্থাৎ সহকারী সংগ্রহের দিকে আপনাদের লক্ষ্য কম। আপনার অমাত্য মানে আপনার মত সেই মনন, সেই ভাব, সেই ধাঁজওয়ালা মানুষ। তার মানে আপনার সঙ্গে আপনার অমাত্য থাকলে আপনার সব-কিছু কেবল বেড়েই চলবে। কর্ম্মী সংগ্রহ একটা মূল ব্যাপার, নইলে কাজ এগোবে না, আমি যেমন তীব্র গতিতে কাজ চাই তা' হবে না, মানুষের দুঃখ ঘুচবে না।

অমাত্য জুটছে না, তার মানে আমরা চেষ্টা করি না। করলেই হয়। সর্ব্ব-শক্তিময় পরমপিতার সন্ততি হিসাবে পারগতায় আমাদের জন্মগত অধিকার।

১৮ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৩৫৫ (ইং ৩।৮।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে অশ্বত্থ গাছের তলায় তাঁবুতে চৌকীর উপর শুভ্র শয্যায় আনন্দবিভোর হ'য়ে বসে আছেন। ননীদা (চক্রবর্ত্তী), যোগেনদা (হালদার), ঈষদাদা (বিশ্বাস), খগেন (মণ্ডল), অরুণ (জোয়ার্দ্দার), সরোজিনী মা প্রভৃতি অনেকেই অপলক নেত্রে চেয়ে আছেন তাঁর পানে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ননীদার কাছে টাটানগরের নগেনদার (সেন) খবর জানতে চাইলেন।

ননীদা—নগেনদা অসুস্থ, আর্থিক অনটন চলছে খুব, মনও খারাপ, তাই ইষ্টকর্ম্ম বিশেষ কিছু করতে পারেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাধ্যমত এইসব কাজ না করলে কিন্তু অসুখ বেড়ে যায়। আর তার অভাব-অভিযোগ যতই থাক না কেন, তুমিই ব্যবস্থা করতে পার। ওখানে অতোগুলি সৎসঙ্গী আছে, প্রত্যেকের কাছ থেকে মাসে একটা ক'রে টাকা তুমি যদি নগেনের জন্য নিয়ে তাকে দেবার ব্যবস্থা কর, তাহ'লে তার সব অভাব ঘুচে যায়। সে নিজের জন্য চাইতে পারে না, তার ওখানে একটা বিশেষ সম্মান আছে।............আমাদের এখন যে অবস্থা তাতে কা'রও কষ্টে থাকা লাগে না। সে অবস্থা চলে গেছে, এখন পরস্পর ঠেকা দিয়ে বেশ চালিয়ে যেতে পারি। একটু organising tendency (সংগঠনী ঝোঁক) থাকলে কা'রও কষ্ট থাকে না। (বিশেষ জোরের সঙ্গে দরদদীপ্ত কণ্ঠে বললেন)—এইতো কর্ম্মীদের একটা প্রধান কাজ, অনুসন্ধিৎসু ইষ্টার্থী সেবার ভিতর-দিয়ে দুনিয়া স্বর্গ হ'য়ে ওঠে। এতে ইষ্টপ্রাণতা বাড়ে, যোগ্যতা বাড়ে, পারস্পরিকতা বাড়ে, কেউ আর অসহায় থাকে না, প্রত্যেকের বুকের বল বেড়ে যায়। তা' দেখে ইষ্টও অশেষ তৃপ্তি পান। তাই শুধু কর্ম্মী নয়, প্রত্যেকের পক্ষেই এটা সাধনার এক বিশেষ অঙ্গ।

উপস্থিত সবার যেন নূতন ক'রে চোখ খুলে গেল।

ভূষণদা (চক্রবর্ত্তী) এসে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়াতেই শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন—তুই আবার বিয়ের হিড়িক লাগালি কেন? (ভূষণদা বিবাহিত, কিন্তু বর্ত্তমানে তাকে নাকি একটি কুমারী কন্যা বরণ করেছে)। এখন কি আমাদের সেই সময়? তোকে খুব বকবো মনে করেছিলাম, কিন্তু তোকে দেখে আমার হাসি পাচ্ছে, বকা আসছে না। (এই ব'লে ভূষণদার দিকে চেয়ে অভিভূতি-অপসারণী অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে হাসলেন খানিকটা।)

এরপর উদ্দীপনী কণ্ঠে বললেন—বুঝিস না—নিজেরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছিস! এখন কি ঐসব কথা আসে? তোদের একটা sentiment (ভাবানুকম্পিতা) নেই? নিজেরা পরমপিতার ভাবে, পরমপিতার কাজে এমন মাতোয়ারা হ'য়ে থাকবি, যাতে তুচ্ছ ভোগ-সুখের দিকে মন না যায়। ভবানী পাঠক-টাঠক যেমন মেয়েদের তপস্যায় প্রবুদ্ধ ক'রে তুলতেন, অমনি করা লাগে। মেয়ের বাপকে ভাল করে বুঝিয়ে ওদের প্রতিনিবৃত্ত করা ভাল। আমি বলি, সময় হ'লে সমীচীন সবই করবি, আগে আমার কাজ সেরে নে। সমাজ ও জাতির মধ্যে ধর্ম্ম, ইষ্ট, কৃষ্টির প্রতিষ্ঠা যদি না হয়, পরিবেশ যদি না বাঁচে, তোরা দাঁড়াবি কোথায়? আর যা'-কিছু করিস তার একটা fundamental consideration (মৌলিক বিবেচনা) আছে তো? আমার principle ও purpose (আদর্শ ও উদ্দেশ্য)-এর fulfilment-এ (পরিপূরণে) কোন্‌টা কতখানি সুবিধাজনক তা' ভাবতে হবে তো!

ভূষণদা নিজের অমতের কথাই শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানালেন।

আজ আকাশ বেশ পরিষ্কার, রোদ ঝলমল করছে, ঝিরঝিরে হাওয়া দিচ্ছে, বিহঙ্গের কলতানে চতুর্দ্দিক মুখরিত। এক শান্ত, সুবিমল পরিবেশে সবাই স্ব-স্ব কর্ম্মরত। শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখে-মুখে এক অপার রহস্যের রসব্যঞ্জনা।

ধূর্জ্জটিদা (নিয়োগী)-কে দেখে দয়াল খুশি মনে জিজ্ঞাসা করলেন—সোনা (পূজীয় বড়দার দ্বিতীয় পুত্র) পড়াশুনায় কেমন?

ধূর্জ্জটিদা—ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই প্রসঙ্গে বললেন—ছেলেপেলেদের সুখ্যাতি করার সাথে-সাথে prestige (মর্য্যাদা)-বোধটা জাগিয়ে দিতে হয়, যেন প'ড়ে না যায়। ভাল কওয়ার ফলে alert (সতর্ক) যদি না হয়, তবে মুশকিল। Urge (আকূতি) বাড়ায়ে দিতে হয় to achieve more (আরোতরে অধিগমন করতে)।

যোগেনদা—Prestige (মর্য্যাদা)-বোধ কি-রকম?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাস খেলার সময়, ফুটবল খেলার সময় যেমন রোখ হয়—কিছুতেই হটব না;—ঐভাবে চেতিয়ে দিতে হয়। নচেৎ শুধু ভাল বললে effective (কার্য্যকরী) হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ বিকালে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) প্রভৃতিদের সঙ্গে বেড়াতে-বেড়াতে একটা লেখা দিলেন—যার মানে অনুরাগের পাত্র-অনুযায়ী আমরা উন্নত বা অবনত হই।

শ্রীশ্রীঠাকুর বেড়িয়ে এসে তাঁবুতে বসেছেন। কাছে কেষ্টদা, শরৎদা (হালদার), বীরেনদা (মিত্র), সুরেনদা (বিশ্বাস), জিতেনদা (রায়) প্রভৃতি বহু দাদারা আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—লেখাটা পড়বি নাকি?

পড়া হ'লো।

কেষ্টদা—কা'রও প্রতি অনুরাগ হওয়া মানে তো তা'র ভাল করা। চোরের প্রতি যদি কা'রও অনুরাগ থাকে, তবে তো তা'কে সে ভাল ক'রে তুলবে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—চৌর্য্যে অনুরাগ হ'লে তা' হবে না।

কেষ্টদা—চোরের যদি সতী স্ত্রী থাকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে তার চৌর্য্যের নিরসন করবে।

কেষ্টদা চণ্ডীদাস রজকিনীর কথা তুললেন।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন—

যা'তে তোমার অনুরাগ যেমন অবিচ্ছিন্ন,
তুমি তোমার সবটা নিয়ে
তা'তে তেমনি রঙ্গিল হ'য়ে উঠবে,
আর রঙ্গিল হওয়াটা যতই তোমার স্বভাবকে
প্রকৃষ্ট ক'রে তুলবে,
প্রকৃতও হবে তুমি তেমনি ;
অনুরাগের বৈশিষ্ট্যই তাই।

বাণীটি শুনে কেষ্টদা বললেন—অবতারকল্প পুরুষ যাঁরা তাঁরা তো কোন মানুষের প্রতি অনুরাগের ভিতর-দিয়ে প্রকৃষ্ট আর হতে পারেন না!

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেন?

কেষ্টদা—পূর্ণতা তাঁদের মধ্যে জাগ্রত আছেই আর তাঁরা সাধারণ মানুষের বহু ঊর্দ্ধে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইটে একজনকে অবলম্বন ক'রে ফুটে ওঠে।

কেষ্টদা—ছোট হ'য়ে ফুটে উঠবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গৌরাঙ্গদেবের কেষ্ট ঠাকুরের প্রতি যে অনুরাগ তাতে ছোট হবে কেন?

কেষ্টদা—কেষ্টঠাকুরের সান্দীপনী মুনির প্রতি যে অনুরাগ তা' তো অবনতে আসক্তি!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' কি করে হয়? পরমপিতা প্রত্যেকের মধ্যে তার আধার অনুযায়ী থাকেন। কেউ যদি নিজে সুকেন্দ্রিক হন, এবং কোন শক্তিধর মহানের সুকেন্দ্রিকতাকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলার হেতু হন, তিনি ঐ শেষোক্তের কাছে পূজনীয় নিশ্চয়ই—অন্ততঃ লৌকিকতঃ। অবশ্য অবতার-মহাপুরুষ সর্ব্বজীবেরই পূজার পাত্র। তাঁরা আবার প্রত্যেকের প্রতি বিহিত শ্রদ্ধাপ্রবণ। কারণ, তাঁরা প্রত্যক্ষ করেন যে তাঁদের ঈশ্বরীয় সত্তা ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে বিশ্বচরাচরে ও তার ঊর্দ্ধে যেখানে যেমনটি শোভন সেখানে তেমনি ক'রে। অবশ্য জীব মায়ার আবরণে নিজেদের সত্য পরিচয় ভুলে থাকে। কিন্তু প্রেরিতপুরুষদের

মধ্যে ঈশ্বরীয় স্মৃতি জ্বলন্ত থাকে ব'লে তাঁদের ভালবেসে ও অনুসরণ ক'রে মানুষ তাঁদের দয়ায় সুপ্ত স্বরূপের সন্ধান পেয়ে ত'রে যায়।

কেষ্টদা—কবীর যেমন রামানন্দের শিষ্য, কিন্তু কবীর তো রামানন্দের থেকে বড়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কবীর কস্মিনকালেও তা ভাবেননি! ভক্তির পাত্র ও পোষণ-উৎস যিনি, তাঁকে তিনি চিরকাল ভক্তিই ক'রে গেছেন। এমনতরই ভক্তির আদর্শ। এই-ই স্বাভাবিক। আমরা অনেক সময় যা' বলি, তা' কওয়ার indolence (আলস্য)। অবশ্য মহাপুরুষের গুরুও মহাপুরুষকে যথোচিত শ্রদ্ধা দেখাতে কার্পণ্য করেন না।

কেষ্টদা—অবতার নিজে সে-কথা বলেন, যে ওটা কওয়ার indolence (আলস্য)।

শরৎদা—আমার মনে হয়, অপকৃষ্টে অবিচ্ছিন্ন অনুরাগ কি হ'তে পারে? সেখানে অবিচ্ছিন্ন অনুরাগ কি রাখা যায়? সত্তা কি তা' পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শ্রেয়ার্থে না হ'য়ে মন্দে যদি অবিচ্ছিন্ন অনুরাগ হয়, তা' প্রবৃত্তিপ্রসূত আসক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। তাতে না হয় নিজের মঙ্গল, না হয় প্রিয়ের মঙ্গল। তাই ধীরে-ধীরে ঐ অনুরাগ হয় রুগ্ন হ'য়ে ওঠে কিংবা উন্নত কাউকে ধ'রে চেতে ওঠে। তখন নিজেকে ও নিকৃষ্টকে মঙ্গলের পথে পরিচালিত করার কৌশল পেয়ে যায়। শ্রেয়নিষ্ঠ না হ'লে কিন্তু এটা সম্ভব হয় না।

কেষ্টদা—অনেক সময় অনুরাগের পাত্রের গুণের লোভ এত দেখান হয় যে অনুরাগ bud করে না (প্রস্ফুটিত হয় না)। অনুরাগ তো লোভে হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Bud মানে কী?

কেষ্টদা প্রথমে অঙ্কুরিত ব'লে পরে বললেন—অঙ্কুরিত নয়, মুকুলিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর বাণী দিলেন—

অনুরাগ মুকুলিত হয়
　　সন্তর্পিত সেবার ভিতর-দিয়ে,
যার ভিতর আছে—
　　উদ্দাম আগ্রহ আর উৎফুল্ল আত্মসংযম
　　　　—পরিরক্ষণে, পরিপোষণে, পরিপূরণে।

পাশ ফিরে বসে চারিদিকে চেয়ে সন্তর্পিত কথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দয়াল বললেন—Love (ভালবাসা) alert (সতর্ক) করেই। গরু, কুত্তা কেমন দেখেন না—বাচ্চার 'পরে কী টান—তার সম্বন্ধে কত হুঁশিয়ার! এখনকার মানুষগুলির অনেকের মধ্যে যেন তাও নেই।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর আর একটা বাণী দিলেন। তার মর্ম্ম এই যে সত্যিকার অনুরাগ থাকলে, তার বিরোধী যা' তাতে আত্মসংযম মানুষের স্বভাবতঃই আসে।

লেখা দিয়ে বললেন—ভক্তির বৈশিষ্ট্য ঐ জায়গায়। ভক্তিতে কৃচ্ছ্রতা নেই, সংযম যা'-করছি, automatically (আপনা আপনি) হ'চ্ছে, তাই মুক্তি দাসী হ'য়ে থাকে। কারণ, ইষ্ট-তন্ময়তা-জনিত আনন্দের কাছে অবাঞ্ছনীয় প্রবৃত্তি-পরায়ণতা অকিঞ্চিৎকর মনে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর আর একটা লেখা দিলেন। তাতে 'অবিরোধী নিরোধ' ব'লে একটা কথা ছিল। শরৎদা সে-সম্পর্কে জানতে চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন, কা'রও দ্বারা আমার ক্ষতি হ'চ্ছে। যাতে সে তা' না করে, আপনি তাই করছেন। এমনভাবে কাজটা আপনি করছেন, যাতে tussle (দ্বন্দ্ব) সৃষ্টি না হয়, অথচ effective (কার্য্যকরী) হয়। বাইরের লোকই হো'ক, আর নিজেদের লোকই হো'ক, যে-ই এমন করুক, সে-ক্ষেত্রে সংযতভাবে, সুকৌশলে, নির্ভীকচিত্তে সাধ্যমত এমনতর না করলে যেমন ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা ব্যাহত হয়, তেমনি ইষ্টপ্রাণতাও ক্ষুণ্ণ হয়। যে ইষ্টপ্রাণ, তা'র কারও সত্তার প্রতি কিন্তু দ্রোহভাব থাকে না। সে সবাইকে ভালবাসে, সবারই মঙ্গল চায়। আবার সে আপোষরফা করে না।

আগে ঝড়ে যখন খুব ভয় হ'তো, মা হয়তো কোথা থেকে ঝম্ ক'রে টর্চ্চ হাতে ক'রে কাছে এসে দাঁড়াতেন, ভয় চ'লে যেত, মা আদরের সুরে ঠাট্টা ক'রেই সুকৌশলে ভয় উড়িয়ে দিতেন। নেতিবাচক কোন কথারই অবতারণা করতেন না। হাজির হতেন অভয়ামূর্ত্তিরূপে। একটা প্রেরণা পেতাম। সে-রকমই ছিল আলাদা। মানুষের ভিতর শুভপ্রসূ ভাবের জাগরণ ঘটাবার একটা কায়দা আছে।

মা যাওয়ার পর কালীষষ্ঠীও তার মত ক'রে অমনি করতো। ওর 'পর রাগও হ'তো, ভালও ঠেকতো। ও বলতো, ও যেমন বলে—মেঘখান উড়ে গেছে, ঐ দিক দিয়ে, ঐ দিক দিয়ে গেছে চ'লে।

এরপর আশীর্ব্বাদ সম্পর্কে কথা উঠলো।

যোগেনদা (হালদার), শরৎদা প্রভৃতি বললেন—কেউ-কেউ প্রণাম করলে বলে—'কল্যাণ হোক', বৈষ্ণবরা বলেন—'কৃষ্ণে ভক্তি হোক'। এটা ঠিক তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, বলা উচিত—'কল্যাণের পথে চল'—সেইটেই আশীর্ব্বাদ, অর্থাৎ অনুশাসন-বাক্য। 'কৃষ্ণে-ভক্তি হোক' না ব'লে বলা উচিত 'কৃষ্ণে অনুরাগী হও'।

সুরেনদা—উপদেশ মানে কী?

প্রবোধদা (মিত্র)-কে শ্রীশ্রীঠাকুর অভিধান থেকে ধাতুগত অর্থাদি দেখতে বললেন।

তারপর সব শুনে বললেন—উপদেশ মানে কারও কাছে অর্থাৎ কাউকে নির্দ্দেশ দান করা।

ভক্তবৃন্দ প্রণামান্তে ভরপুর অন্তরে বিদায় গ্রহণ করেন। যান আর বার-বার প্রভুর প্রেমমূর্ত্তির পানে ফিরে-ফিরে চান।

২০শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৫ (ইং ৫।৮।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর সামনের বারান্দায় শুভ্রশয্যায় সুখাসীন। তাঁর চোখে-মুখে এক অপূর্ব্ব আনন্দের দ্যুতি। সন্তোষদা (রায়), রাধারমণদা (জোয়াদ্দার), খগেনদা (তপাদার), সরোজিনীমা, ননীমা, কালীষষ্ঠীমা প্রভৃতি তাঁর সান্নিধ্যে আছেন।

সন্তোষদা সম্প্রতি পাবনা থেকে এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সাগ্রহে ওখানকার বিস্তারিত খবরাখবর শুনছেন। স্থানীয় অনেকের সংবাদ জিজ্ঞাসা করছেন। জন্মস্থানের প্রতি যে তাঁর কি গভীর দরদ তা' তাঁর খুটিনাটি প্রশ্নের ভিতর-দিয়ে সহজেই বোঝা যায়।

এরপর সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টাই অনুস্যূত থাকেন রকমারিভাবে। যা' তিনি সৃষ্টি করেন, তাতেই তিনি থাকেন বিশিষ্ট রকমে। পাথরের মধ্যে তিনি পাথরের মত করে আছেন। সামান্য জিনিসকে সম্যক জানতে বুঝতে গেলে অনাদিরাদি-গোবিন্দে যেয়ে পৌঁছাতে হয়। জগতে কোনটাই বিচ্ছিন্ন নয়। পরস্পর সব জড়িত। তাই বলে তাঁর অনন্ত লীলা।

একটু বাদে শরৎদা (হালদার) এসে প্রণাম ক'রে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এবার কনফারেন্সে প্রধান কাজ হ'লো specific (বিশিষ্ট) দেড়লাখ ও যেমন ২৫০ জন সংগ্রহ করার কথা বলেছি তা' সঞ্চারিত করা। এই কাজের বাস্তব দায়িত্ব নেবার মত মানুষ ঠিক করেন। আর বাইরে বেরিয়ে সহকর্ম্মী জোগাড় করেন অর্থাৎ অমাত্য ঠিক করেন। ও-ছাড়া কাজ এগোয় না। অমাত্য আপনাদের কা'রও নেই। পরমপিতার সেবা করা সৌভাগ্যের কথা। ও এক থাকের লোকই থাকে আলাদা। কি যেন বলা আছে আমার—কাজে কথায় প্রেষ্ঠস্বার্থী!

প্রফুল্ল—কাজে কথায় প্রেষ্ঠস্বার্থী
উদ্দেশ্যে অমোঘ গতি,
সাশ্রয়ী নিপুণ অর্জ্জনপটু
স্বার্থে শিথিল রতি;

এইগুলি সব দেবলক্ষণ
দেখবি চরিত্রে যার,
সেই তো জানিস স্বভাব মানুষ
বীরের হৃদয় তার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অল্পবিস্তর এই সব ধাঁজ দেখে কর্ম্মী সংগ্রহ করতে হয়। তাঁর লোক আছেই, আমাদের চাই খুঁজে বের করা। তারাও খুঁজছে। আপনাদের নজর থাকলে যোগাযোগ হ'য়ে যাবে। তাঁর কাজ তিনিই করিয়ে নেন। আমাদের চাই শুধু নিমিত্তমাত্র হওয়া। আমরা তাঁর হাতে যন্ত্র বই তো নই। তবে তাঁর ইচ্ছা পূরণের সক্রিয় ব্যাকুলতাটুকু থাকা চাই। ব্যক্তিগত স্বার্থপূরণের ধান্ধা থাকলে সেইটেই বাধা হ'য়ে দাঁড়ায়। ভাবতে হয় তাঁর সেবার জন্যই আমাদের জীবন এবং তাই-ই আমাদের একমাত্র স্বার্থ।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—লোক চেনার কায়দা আছে। কাত্যায়ন নাকি চাণক্যকে ধরেছিলেন কুশ তোলা দেখে। একটা কুশ পায় বেঁধায় তিনি মাঠের সমস্ত কুশ একটা-একটা ক'রে উপড়ে ফেলে দিলেন। তা' দেখে কাত্যায়ন মনে করলেন—বামুন ঠিক আছে, এ সোজাপাত্র নয়, একে দিয়েই কাজ হবে।

আপনারাও নজর রেখে নিষ্ঠাবান মানুষ ধরবেন। আপনি ও কেষ্টদা যদি উপযুক্ত কয়েকজন ক'রে hands (কর্ম্মী) ঠিক ক'রে কোমর বেঁধে লাগতে পারেন, তা' হ'লে আর আটকাবে না। পরমপিতার দয়ায় তার থেকে আরো কত হতে থাকবে!

প্রফুল্ল—গীতায় যে আছে "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ"—আপনি এই কথাটার উপর এত জোর দেন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা মজা আছে। অনুভূতির কথা এত যে stage by stage (স্তরে-স্তরে) description (বর্ণনা) দিয়ে গিয়েছি, কিন্তু এর পরেই concentrating pole (একায়নী মেরু) যেটা, সে কিন্তু ঐ রক্তমাংস সঙ্কুল ইষ্টদেব। 'বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি'—ওটাই যেন consummation of all realisation (সব অনুভূতির পরাকাষ্ঠা)। Both analytically and synthetically (উভয়তঃ বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ সহকারে) এই সত্যে উপনীত হওয়া চাই। এ conception (বোধনা)-টা কথার কথা হ'লে চলবে না। Realised conception (অনুভূত ধারণা) হওয়া চাই। তাই বলি 'বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি' হ'লো—Consummation of realising conception (উপলব্ধিগত বোধধৃতির চরম)। এই উপলব্ধির পর জীবনটা ইষ্টময় হ'য়ে ওঠে, ইষ্টসর্ব্বস্ব হ'য়ে ওঠে। তা' থেকে তাঁর আর চ্যুতি হয় না। তাঁর অন্তরঙ্গ সংস্পর্শে এসে মানুষ নিজের অন্তর্নিহিত ভগবত্তার স্বাদ কিছু-না-কিছু পায়ই। শুভ-সংস্কারওয়ালা মানুষ তাঁকে তো ছাড়তেই চায় না। এমনতর

মহাত্মা শুধু দুর্লভ নয়, সুদুর্লভ। তাঁকে ভালবেসে কাতারে-কাতারে মানুষ বাসুদেবমুখী হয়, অর্থাৎ ঈশ্বরমুখী হয়। বুঝে দেখ ব্যাপারটা কী!—ভক্তির কী শক্তি!

হরপ্রসন্নদা (দাস) বরিশালের কয়েকজন নবদীক্ষিত দাদাকে সঙ্গে নিয়ে এসে প্রণাম করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর উল্লসিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—তোদের খবর ভাল তো? কখন আলি?

হরপ্রসন্নদা—এই আসছি। এই দাদারা সম্প্রতি নাম পেয়ে এই প্রথম আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর (হাসিমুখে)—খুব ভাল। এরা নতুন আসছে, লক্ষ্য রেখো, অসুবিধার মধ্যে যতটুকু যা' সুবিধা ক'রে দিতে পার।

জনৈক দাদা—আপনার দর্শন পেলাম। এই আমাদের কত ভাগ্য! আমাদের কোন কষ্ট হবে না এখানে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! মন চাঙ্গা থাকলে কষ্ট হয়ই না। ভালবাসার নেশা বড় সুখের।

শ্রীশ্রীঠাকুর হরপ্রসন্নদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমরা কিছু খাইছ তো?

হরপ্রসন্নদা—হ্যাঁ!

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর হরপ্রসন্নদা প্রভৃতিকে বললেন—এখন আমাদের specific (বিশিষ্ট) দেড়লাখ দীক্ষা ও ২৫০ special (বিশেষ) কৃষ্টিপ্রহরীর দিকে নজর দিতে হবে। তোমাদের তো জানাই আছে। কেষ্টদার কাছ থেকে আরো ভাল ক'রে শুনে নিও। পরমপিতার সেবার জন্য মানুষও চাই, টাকাও চাই। মানুষ বাদ দিয়ে টাকা পেলে হবে না। আবার মানুষ জোগাড় করলাম, কিন্তু তাঁর কাজের জন্য রসদ জোগাড় করলাম না, তাতেও কাজ জোরদার হবে না। আমাদের খাটুনির মূল্য হ'লো—specific (বিশিষ্ট) দেড়লাখ কতদূর হ'লো, এই পথে কতদূর গেলাম—সেইটে। এই হ'লো আমাদের কৃতকার্য্যতার মাপ-কাঠি। Successfully (কৃতকার্য্যতা সহকারে) কাজ করা চাই, foolishly (বোকার মত) খাটলে হবে না। সকলে মিলে চেষ্টা করলে এক লহমায় হ'য়ে যায়। আমরা করি নাই ঢের, না করার ফলও পেয়েছি ঢের। এখনও যদি না করি, অস্তিত্বই বিপন্ন হ'তে বসবে। কিন্তু বলি—এখনও পথ আছে, সময় আছে। শরৎদা বলে ২৫ জন কর্ম্মী sincerely (আন্তরিকভাবে) লাগলে হয়। ২৫ জন কর্ম্মী যদি লাগে, আর নিষ্ঠাবান সৎসঙ্গীদের সাহায্য যদি পাই, একলহমায় হয়, magic-এর (যাদুর) মত হ'য়ে যায়। কাজ হ'লো ধর্ম্ম, ইষ্ট, কৃষ্টি, বৈশিষ্ট্য ও পারস্পরিক সেবা, সহযোগিতা, সম্প্রীতির প্রতিষ্ঠা—তা' সব সম্প্রদায়ের মধ্যে, সর্ব্বত্র—যাতে প্রত্যেকে প্রত্যেকের হ'য়ে ওঠে; যার ফলে কিনা

অন্তরে বাহিরে সবাই শক্তিমান, সুযোগ্য, সুনিয়ন্ত্রিত ও সম্পদশালী হ'য়ে ওঠে। আর ঋত্বিকী complete (সম্পূর্ণ) করা চাই, যাতে কর্ম্মীরা আত্মনির্ভরশীল হ'তে পারে। ওতে কর্ম্মী ও সৎসঙ্গীদের যোগ্যতা একই সঙ্গে বাড়বে। দেখতে-দেখতে দেশের ভোল ফিরে যাবে। যাদের instinct (সংস্কার) আছে, তারা ত্যাগতপস্যাপূত ব্রহ্মণ্য-কর্ম্মে মেতে উঠবে। ঘরে-ঘরে ব্রাহ্মী বিবর্ত্তনের ধূম লেগে যাবে। ভাবতেও আমার বুকখানা আনন্দে ফুলে ওঠে।

তাঁর সুন্দর বদনকমল ললিত মাধুর্য্যে অপরূপ লাবণ্যদীপ্ত হ'য়ে উঠলো। সবার মুগ্ধ দৃষ্টি সেখানেই নিবদ্ধ।

একটু নীরব থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমরা যা' করতে চাচ্ছি, দেড় লাখের প্রত্যেকটা মানুষ তার foundation-stone (ভিত্তিপ্রস্তর)। দীক্ষিতদের মধ্যে বিশিষ্ট দেড় লাখের যতজন হয়, তাদের আলাদা list (তালিকা) যেন তোমাদের কাছে থাকে এবং তাদের নাম-ধাম ঠিকানাও এখানে পাঠাবে।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে চৌকিতে সাদা ধবধবে বিছানার উপর বসা। কাছে সরোজিনীমা, কালিদাসীমা প্রভৃতি গাড়ু, গামছা, সুপারির কৌটা, তামাকের সরঞ্জাম, জলের ঘটি, দাঁতখোটা, পিকদানী, গড়গড়া প্রভৃতি নিয়ে উপস্থিত। চতুর্দ্দিকে ঘিরে বসে আছেন কত-কত দাদা ও মায়েরা। অলপবয়স্ক বালক-বালিকারাও অনেকে এসেছে। বর্ষণস্নাত বৃক্ষরাজির উপর পড়ন্ত বেলার লালচে রোদ এসে প'ড়ে এক অপূর্ব্ব আভা বিচ্ছুরিত হ'চ্ছে। বাড়ীর পশ্চিম কোল ঘেসে রোহিণী রোড, তার পাশে ওয়েষ্টএণ্ড, তারপর উঁচুনীচু ঢেউ তোলা বিস্তীর্ণ প্রান্তর, মাঝখানে দারোয়া নদী, কয়েক মাইল দূরে ডিগরিয়া পাহাড়, ঊর্দ্ধ্বে নীল আকাশ। এ-যেন প্রকৃতির এক রম্য নিকেতন। পরম সুন্দরকে ঘিরে নিসর্গ-শোভার এক বর্ণাঢ্য বৈভব।

গোঁসাইদা, দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), শরৎদা (হালদার), বীরেনদা (পাণ্ডা) প্রভৃতি সামনের দিকে বসেছিলেন। ঋত্বিক্-অধিবেশনের সময় এশিয়াটিক হাউস যে পাওয়া যাবে না, সে-সম্বন্ধে চূড়ান্ত সংবাদ এই শেষ মুহূর্ত্তে পাওয়া গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিশিষ্ট কর্ম্মীদের লক্ষ্য ক'রে বললেন—আপনাদের অমাত্য যারা, তাদের দায়িত্বজ্ঞান দেখেন। উপযুক্ত অমাত্য যদি আপনাদের না থাকে, তবে বুদ্ধদেবের মত সবজায়গায় ঘুরতে হয়।

এরপর প্যারীদা (নন্দী) 'হোমোনা' বলে একটা টনিক নিয়ে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর চশমা আনিয়ে—প্যাকেটের উপর যা' যা' লেখা ছিল নিজে ভাল ক'রে প'ড়ে দেখলেন।

ইত্যবসরে মন্মথদা (দে) আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে বললেন—আমার মনে হয় সত্যর এ-ওষুধ suit করবে (উপযোগী হবে)। তাই প্যারীর কাছে শুনে তখনই হেমদার কাছে আমার কথা জানিয়ে একটা টেলিগ্রাম ক'রে দেবার

ব্যবস্থা করেছি।

ভক্তবৃন্দ অবাক বিস্ময়ে ভাবতে লাগলেন—দয়াল লক্ষ-লক্ষ লোকের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে প্রত্যেকের জন্য বাস্তবে এতখানি করেন কিভাবে!

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে সস্নেহে বললেন—তুই বলিস্ শরীরে যুত পাস্ না। আমার মনে হয় 'হোমোনা' তোর পক্ষে ভাল হবে।

গুরুদাস ভাই—আজ্ঞে খাব।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর মৃদু-মৃদু হাসতে-হাসতে বললেন—আমার মাথায় এক-একটা জিনিস যেমন পেয়ে বসে তাতে মনে হয় চেষ্টা করলে সেরা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, ব্যারিষ্টার বা যা' কিছু হ'তে পারতাম। হয়তো খুব নাম হ'তো। কত জিনিস যে আমার মাথায় পেয়ে বসে ব'লে শেষ করতে পারি না। এখন শরীর খারাপ। এখন তত খাটার ক্ষমতা নাই। তবে আমার একটা ধরণ আছে। নিজের জন্য কিছু করতে পারি না। নিজে সবসময় যেন ফতুর হ'য়ে আছি। অপরের ভাল হ'লে, অপরকে বড় ক'রে তুলতে পারলে, আমার মনে হয় আমার কিছু হ'লো। কথা বলতে গেলে এইভাবে বলা লাগে, আদতে পর ব'লে কাউকে ভাবতেই পারি না, সবার মধ্যেই যেন আমি, সবাইকে নিয়েই যেন আমি। অগুণতি ব্রহ্মাণ্ড যেন একদেহে ব'য়ে বেড়াচ্ছি।

স্বগতভাবে এইসব কথা বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ যেন সচেতন হ'য়ে চুপ ক'রে গেলেন। এক সংহত দিব্য ভাবাবেশে অভিনিবিষ্ট ও বিভোর হ'য়ে রইলেন।

১৯শে শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৫৫ (ইং ৪।৮।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় তক্তপোষে শুভ্র সজ্জায় উত্তর-মুখী হ'য়ে প্রসন্ন ও প্রশান্ত বদনে উপবিষ্ট। দাদা ও মায়েদের মধ্যে অনেকেই এসে মঙ্গলময়ের শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদন ক'রে পুলকিত অন্তরে স্বস্থানে প্রস্থান করছেন। কেউ-কেউ তাঁর দিব্য সঙ্গলাভের আশায় কাছেই থেকে যাচ্ছেন, দু'-চোখ ভরে দেখছেন তাঁর ত্রিলোকপাবন, ত্রিতাপহরণ, ভুবনমোহন রূপ আর এক-মনে শুনছেন তাঁর সত্তাসন্দীপনী, শ্রবণ-সুখকর, সুধানিষ্যন্দী বচন। এখন ব'সে আছেন দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), প্রবোধদা (মিত্র), লক্ষ্মীদা (দলুই), গোয়ালন্দের মতিদা (ইদানীং বীরভূমে থাকেন), কালিদাসীমা, রেণুমা, রাণীমা, প্রভৃতি।

শ্রীশ্রীঠাকুর পর-পর কয়েকটি বাণী দিলেন।

বাণীগুলি প'ড়ে শোনান হলো।

তারপর মতিদা বললেন—আমি বীরভূমে এসে অবস্থার চাপে ইষ্টভৃতি

করতে পারছি না, ইষ্টভৃতির পয়সা ভেঙ্গেও ফেলেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখে-মুখে উদ্বেগের চিহ্ন ফুটে উঠলো, তিনি চকিত কণ্ঠে বললেন—ইষ্টভৃতি বিধিমত করবিই, ওতে গোলমাল করলে অস্তিত্ব টালমাটাল ক'রে ফেলাবে। ইষ্টভৃতি ছেড়ে কী নিয়ে জীবনে দাঁড়াবি? কী নিয়ে যুঝবি? বিপদ-বারণ বাস্তব ঢাল আমাদের হাতে ঐ একটাই দিয়েছেন পরমপিতা। আর যা'-যা' নিত্য অবশ্য-করণীয় আছে, কোনটাই উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু ইষ্টভৃতির বিধান পরমপিতার এক বিশেষ দয়ার দান। যা' বললি অমন কাম আর করিস্ না। ইষ্টভৃতি ভেঙ্গে থাকলে দুঃখ পাবেই। বিহিত প্রায়শ্চিত্ত ক'রে এখনই ঠিকমত তোমার সাধ্য-অনুযায়ী করতে সুরু করা ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। ওর উপর নির্ভর ক'রে দুরবস্থার ভিতর দাঁড়িয়ে আছি আমরা। কতবার কত-ক্ষেত্রে দেখা গেছে এর অমোঘ ফল। ইষ্টভৃতিই আমাদের বাঁচিয়ে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছ।

মতিদা—বীরভূমে ভাল কাজ হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কি ক'রে ভাল কাজ করছিস্ আমাকে বল্। যা' তোর হাতের লাঠি, যার উপর ভর দিয়ে তুই চলিস্, তা' যদি ফেলে দিস্, তবে চলাফেরা, কাজকর্ম্ম ভাল হয় কিভাবে? তুমি কথায় যতই দৃঢ় হও না কেন, আচরণে যদি ঢিল থাকে, তোমার কথায় লোকে সৎ আচরণে অভ্যস্ত হবে কমই।

এরপর শরৎদা (হালদার), যোগেনদা (হালদার), হরিদাসদা (সিংহ), মাণিকদা (মৈত্র), জিতেন-ভাই (দেববর্ম্মণ), প্রিয়নাথ (সেনশর্ম্মা), ভজহরিদা (পাল), সুরেনদা (ঘোষাল), চক্রপাণিদা (দাস), সুরেনদা (পাল), বিনয়দা (বিশ্বাস), সতীশদা (চৌধুরী) আসামের কতিপয় নবাগত দাদা এবং আরো অনেকে এসে প্রণামান্তে উপবেশন করলেন।

তাঁর প্রেমসরস সান্নিধ্যে সকলের অন্তর এখন মধুময়। শ্রীশ্রীঠাকুর স্নেহ-পূরিত লোচনে ভজহরিদার দিকে তাকিয়ে সুধাঝরা কণ্ঠে বললেন—ওর চেহারা ভাল হ'য়ে গেছে, শ্রী বেড়েছে, শ্রীমান হ'য়ে গেছে।

এরপর আশ্রমের স্থান হিসাবে রামকানালীর উপযোগিতার বিষয়ে অনেক কথা হ'লো।

প্রবোধদা (মিত্র) বাংলা-বিহার সমস্যার কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হয় বিহার, না-হয় পশ্চিমবঙ্গ, না-হয় একটা নবগঠিত প্রদেশ—এই তিনটের যে-কোন একটার মধ্যে জায়গাটা পড়বে। যে-কোন সিদ্ধান্তই হো'ক, আমরা নিজ বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী চলব এবং পরিবেশকেও তাদের বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী চলতে সাহায্য করব। তাই আমাদের কোন অসুবিধার কারণ দেখি না। পরমপিতা যেমন সবার, সৎসঙ্গও তেমনি সবার। সকলের বৈশিষ্ট্য-সম্মত, প্রীতি-সূত্র-নিবদ্ধ জীবন-বৃদ্ধির জন্যই গজিয়ে উঠেছে, টিকে আছে ও

টিকে থাকবে সৎসঙ্গ। তবে বাংলা-বিহারের দ্বন্দ্ব যদি ক্রমাগত চলতে দেওয়া হয়, তবে সেটা উভয় প্রদেশ এবং সারা ভারতের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে। যথাসত্বর এর একটা সুষ্ঠু সমাধান হওয়া দরকার।

কথা শেষ হ'তে না হ'তেই শ্রীশ্রীঠাকুর ৫০ টাকা সংগ্রহ ক'রে শৈলমার জন্য কয়েকটা জিনিস আনতে পাঠালেন হরেনদাকে (বসু) দিয়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখ থেকে কথা বের হ'তেই উপস্থিত সবাই সাগ্রহে টাকা দিতে লাগলেন। দুই-এক মিনিটের মধ্যেই টাকাটা উঠে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রীত হ'য়ে বললেন—সাধে কি আমি কই মানুষ আপন টাকা পর, যত পারিস মানুষ ধর্। আমিও নেংটে, তোমরাও নেংটে। কিন্তু তোমাদের দিল্ আছে ব'লে দেখ—পরমপিতার দয়ায় কিছুই আটকায় না। এইটে যতই ছড়িয়ে পড়বে, ততই দেখবে একটা নতুন দুনিয়া গ'ড়ে উঠছে। ইষ্টার্থী ভাব-ভালবাসা ও সেবার তোড়ে অভাব, অনটন, আত্মকেন্দ্রিকতার অবসান হ'তে থাকবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর আরো কয়েকটি বাণী দিলেন। তারপর খবরের কাগজ আসলো। সেটা পড়া হ'লো।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর পায়খানায় গেলেন। সেখানেও একটা বাণী দিলেন। তাঁর মন যেন কোন্ এক ভাবরাজ্যে বিচরণ করছে। সবকিছু করছেন, তার মধ্যে এক অতলস্পর্শ গভীর ভাবলোকে মগ্ন হ'য়ে আছেন। এ-যেন চেতন সমাধি!

স্নান ও ভোগের পর শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে চৌকিতে ফুটফুটে সাদা বিছানার উপর বসেছেন। হরিপদদা (সাহা) চুল আঁচড়ে দিলেন। প্যারীদা (নন্দী) গ্লাসে ক'রে হজমী ওষুধ এনে খেতে দিলেন। পূজনীয়া প্রতিভামা, মায়া মাসীমা, কালীষষ্ঠীমা, সরোজিনীমা, সুরবালামা, বিদ্যামা, তরুমা, বিজয়দার মা, রাণীমা, দুলালীমা, সুকুমারীমা, সুশীলাদি, তালার মা, বুড়িমা, শৈলেনদার মা, কালিদাসদার মা, মঙ্গলামা, হেমপ্রভামা, সুমতিমা, সেবাদি, সৌদামিনীমা, অমিয়মা প্রভৃতি অনেকেই কাছে আছেন। শৈলমাকে নিয়ে অনেকে মিলে আমোদ করছেন। রাগে দিশেহারা হ'য়ে শৈলমা মাঝে-মাঝে স্বর পঞ্চমে চড়াচ্ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মধুর ভঙ্গীতে গড়গড়ার নল টানছেন আর মৃদু-মৃদু হাসছেন, মজাটা উপভোগ করছেন আর মাঝে-মাঝে এক-আধটা সরস কথা ছেড়ে স্ফূর্ত্তির আবহাওয়াটাকে জমাট ক'রে তুলছেন।

শৈলমা—আপনি কাছে আছেন, তাই, তা' না হলে বোধহয় আমাকে ছিঁড়ে খেত। শত্তুর! সব শত্তুর!

শ্রীশ্রীঠাকুর—দূর পাগল! তোকে কত ভালবাসে এরা! তোকে পেলে এদের এত আনন্দ হয় যে কি করবে ভেবে পায় না। দেখলে যেন খুশিতে উজায়ে

ওঠে! তোর গুণ না থাকলে তোকে পেয়ে মানুষের এমনি-এমনি কি এত আহ্লাদ হয়?

শৈলমা হেসে ফেলে—সে আপনি জানেন। তবে মাঝে-মাঝে বড় হাঁড়ির হাল ক'রে ছাড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে ওরাই বা কি করবে? আর তুমিই বা কি করবা? ঐ হ'লো পীরিতের রীতি! ওরা যদি তোমার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি না ক'রে একেবারে চুপচাপ থাকে তাহলেও কিন্তু তোমার ভাল লাগবি না।

শৈলমা ভাবিত হ'য়ে বললেন—তাও হয়তো ঠিক।

এইবার একবার হাসির লহর উঠলো ঘরে।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর আপন মনে বললেন—আমরা যে কি চাই, তাই-ই জানি না। তাই পরমপিতার শত দয়া সত্ত্বেও সন্তোষের সন্ধান কমই পাই জীবনে।

প্রফুল্ল—এর প্রতিকার কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা ছাড়া আমাদের চাইবারও আর কিছু নেই, করবারও আর কিছু নেই। তাই সব অবস্থায় নামপরায়ণ থেকে মন ও মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভেবে দেখতে হয় এই অবস্থার মধ্যে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার জন্য কী করা যায়, আর সাধ্যমত তাই করতে হয়। তখন প্রাণে-প্রাণে বোধ করা যায় একমাত্র পরমপিতাই আছেন আমাদের জীবনে নানাভাবে, নানারূপে। আত্ম-সমর্পণ তখন আপ্‌সে আপ এসে পড়ে। দুশ্চিন্তা ও অশান্তি তখন আমাদের ত্রিসীমানায়ও ঘেঁসতে পারে না।

সুষমা-মা এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে বললেন—বড় খোকা আজ আবার ৮ খানা শাড়ী, সায়ার কাপড়, চাল-ডাল অনেক কিছু দিছেন। কোথায় আমাদের দেওয়া উচিত, কিন্তু উনি আমাদের দিচ্ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রীতিসিক্ত কণ্ঠে বললেন—সেই তো বড় মিষ্টি। ওর যে সব দিকে লক্ষ্য আছে তাতে আমি বড় তৃপ্তি পাই।

এরপর প্রায় সবাই বিদায় নিলেন।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর ঘুম থেকে উঠে, শৌচাদি সমাপনান্তে হাত-মুখ ধুয়ে শ্রীশ্রীবড়মার ঘরের পাশে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় বিছানায় এসে বসেছেন। তখনও লোকজন বেশী আসেননি। সরোজিনীমা, চুনীদা (রায়চৌধুরী), অরুণ (জোয়াদ্দার), আলিপুরদুয়ারের কেষ্টদা (দাস) প্রভৃতি কয়েকজন উপস্থিত আছেন।

প্রফুল্ল আসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর একটা লেখা দিলেন। তার মূলকথা হ'লো —'অনুরাগে প্রবৃত্তিগুলি কেন্দ্রানত হ'য়ে ওঠে'।

এই লেখাটা বোঝাতে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যেমন ধর, মাছ খাব না—এ কথায় সাধারণ মানুষের মাথা ঘুরে যায়—মাছ না খেয়ে থাকব কি ক'রে?

কিন্তু ঈপ্সিতে অনুরাগ থাকলে ম্যাছ ছাড়ে এক লহমায়, আর তা' হাসিমুখে। অনবরত তার মনের মধ্যে নিরখ-পরখ চলে—তার বাঞ্ছিতের বিরোধী বা অপছন্দসই তার চরিত্রে কিছু আছে কি না, যেই দেখতে পায়, অক্লেশে তৎক্ষণাৎ তা' ছেড়ে দেয়, কারণ তার লোভ ঈপ্সিতে, ওতে নয়। ঈপ্সিত যা' পছন্দ করেন, লোভ তাতেই, আর তাই সে সানন্দে করে। এটা general (সাধারণ), যে বিষয়েই অনুরাগ হো'ক, তাতেই এমন হবে। আফিং-এ অনুরাগ হ'লে আফিং বিষয়ে অমনি হবে, আর ঈশ্বরে অনুরাগ হ'লে তাও তেমনি হবে। একটাতে আনে অবসান, আর একটায় আনে আসান। আফিং-এ বেশী টান হ'লে অবসান, ঈশ্বরে টান যত হয়, তত আসান।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বেড়াতে বেরিয়েছেন। সঙ্গে আছেন পূজনীয় বড়দা, কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), মন্মথদা (দে), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), সুরেনদা (দে), প্রফুল্লদা (চট্টোপাধ্যায়), উমাদা (বাগচী), গোপেনদা (রায়), প্রকাশদা (বসু), যতীনদা (দাস), দীনেশ (সরকার), রাধারমণদা (জোয়ার্দ্দার), পণ্ডিত, সম্বিতা এবং আবালবৃদ্ধবনিতা অনেকে। বর্ষাকাল ব'লে সরোজিনীমা একটা ছাতা নিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে চলেছেন। ভক্তবৃন্দ-সহ শ্রীশ্রীঠাকুরের ভ্রমণ, এ-যেন এক স্বর্গীয় আনন্দের চলমান মিলন মেলা। তিনি নয়নমোহন ছন্দ-দোদুল তালে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন রোহিণী রোড ধ'রে। তাঁর সঙ্গে হেঁটে পারা দায়। গল্প করতে-করতে হাঁটছেন। এর মধ্যেই একটি বাণী দিলেন। তা'র মূল বক্তব্য এই যে—ভাব-অনুযায়ী কথা হয়। সেই সূত্র ধ'রে বললেন—কেউ হয়তো বলল—শরৎদা, মন্মথদা খুব খাটছে। তাতে আমার তৃপ্তি হয় না। Successfully (কৃতকার্য্যতার সঙ্গে) খাটছে কিনা সেইটেই কথা। মানুষ foolishly (বোকার মত)-ও বহু খাটতে পারে। বলার ধরণ দেখে মানুষটার রকম বোঝা যায়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—Atheism মানে কী?

শরৎদা—অনীশ্বরবাদ।

কেষ্টদা—একরকম আছে agnosticism অর্থাৎ, ঈশ্বর অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। একে বলে অজ্ঞেয়বাদ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই দুই বাদের সমাধান বাসুদেবে। তিনি ব্রহ্ম ও আত্মার চেতন বিগ্রহ। পুরুষোত্তমই সবকিছুর সমাধান মূর্ত্তি।

বেড়াতে-বেড়াতে শ্রীশ্রীঠাকুর পূজনীয় বাদলদার বাড়ী পর্য্যন্ত গেলেন। একখানি চেয়ার এনে দেওয়া হ'লো, তাতে বসলেন। বাদলদা বাড়ীতে ছিলেন না। পূজনীয়া অন্নপূর্ণামাকে ডেকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সবার খোঁজ-খবর নিলেন। দুই-একজনের অসুখ-বিসুখ ছিল। সে-সম্বন্ধে কী করণীয় তা-ও খুঁটিনাটি ক'রে বুঝিয়ে বললেন। তারপর সেখান থেকে ফিরলেন। আসার সময়

বললেন—কোন দরকার হ'লে আমাকে বা বড় খোকাকে জানাস্।

অন্নপূর্ণামা বললেন—আজ্ঞে!

বাড়ীর সবাই আবার প্রণাম করলেন।

২১শে শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩৫৫ (ইং ৬।৮।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে প্রীতি-প্রফুল্ল বদনে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় শুচিশুভ্র শয্যায় উপবিষ্ট। তরুণ অরুণ-কিরণে চতুর্দ্দিক সমুদ্ভাসিত, সুখকর প্রভাত-সমীরণে, কলকণ্ঠ বিহগ-কূজনে, সুবিমল কুসুমসুবাসে চরাচর আনন্দ-নন্দিত। ভক্তবৃন্দ বিমুগ্ধ অন্তরে দলে-দলে প্রাণেশসকাশে বিনম্র প্রণতি নিবেদন করে যাচ্ছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), বঙ্কিমদা (রায়), ভোলানাথ-দা (সরকার), প্রমথদা (দে), শরৎদা (হালদার), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), ব্রজেনদা (চট্টোপাধ্যায়), সুধীরদা (চট্টোপাধ্যায়), অনিলদা (গঙ্গোপাধ্যায়), প্রমথদা (গঙ্গোপাধ্যায়), রাজেনদা (মজুমদার), শৈলেশদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য) প্রভৃতি কাছে ব'সে আছেন। কেউ-কেউ কাজের প্রয়োজনে সাময়িক উঠে যেয়ে আবার এসে বসছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর পর-পর চারটি বাণী দিলেন।

সরোজিনীমা তামাক সেজে গড়গড়ার নলটি শ্রীশ্রীঠাকুরের হাতে তুলে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাম্রকূট সেবন করতে-করতে হাসিমুখে সবার দিকে চেয়ে বললেন—এমনভাবে সব ক'য়ে যাচ্ছি, যাতে কেউ বেঘোরে না পড়ে, অবশ্য যদি চলে।

কেষ্টদা—চলা চাই, তা' না হ'লে তো হবে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওষুধ যদি না খাই, তবে অসুখ সারবে কি ক'রে? ওষুধের ফলই বা পাব কি ক'রে?

ভাল মানুষের অভাব সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার জন্য অনেক কিছু দরকার। পুরুষকে সুনিষ্ঠ ও সুনিয়ন্ত্রিত হ'তে হবে। আমি নারীর নীতি ও ছড়ার মধ্যে যেমন-যেমন বলেছি মেয়েগুলিকে বিয়ের আগে বাপের বাড়ীতে ছোটবেলা থেকে সেইভাবে চলতে অভ্যস্ত ক'রে তুলতে হবে। বিয়ে খুব হিসেব ক'রে দিতে হবে। স্বামী-স্ত্রী ও পরিবারের অন্য সবার চাল-চলন এমন হওয়া চাই যাতে গভীর ভালবাসা, মিলমিশ, শান্তি, উন্নতি ও আনন্দের আবহাওয়া সংসারে স্বতঃ হ'য়ে ওঠে। তাছাড়া দাম্পত্যজীবনে sexual union (যৌন মিলন) এমনভাবে হওয়া উচিত যাতে superior soul-এর (উন্নত আত্মার) আগমন সম্ভব হ'তে পারে। ভক্তিপ্রসূত সহজ সংযম ও উৎসমুখী চলন ছাড়া কায়দা-কসরত ক'রে এটা হয় না। যাহো'ক, জন্মের পর আবার ছেলেমেয়েদের আচার-ব্যবহার,

শিক্ষা-দীক্ষা, সঙ্গ, শরীর-মনের পোষণ, সদভ্যাস গঠন ইত্যাদির দিকে নজর দিতে হবে। আর্য্য-কৃষ্টির ভিতটাই এমন যাতে ব্যক্তি ও সমাজ দেবত্বদীপী দক্ষতা ও উৎকর্ষে অভিদীপ্ত হ'য়ে চলে। আপনারা যারা ঋত্বিক্, তাদের কাছ থেকে আমি চাই যে এই কাঙ্গালের মাধ্যমে যে শাশ্বত সত্য আপনারা পেয়েছেন, অকাট্য বোধ ও প্রত্যয় নিয়ে তার বাস্তব অনুশীলন ও সঞ্চারণায় নিজেরাও বাঁচুন, দুনিয়াকেও বাঁচান।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেনঃ—

সংশোধনই যদি চাও,
  নিজের ভুলকে নিজেই আবিষ্কার কর,
আর কাজের ভিতর দিয়ে
  তাকে তখনই পরিশুদ্ধ কর ;
—বালাই হ'তে বাঁচবে অবিলম্বে।

কেষ্টদা—Confession-এও (স্বীকারোক্তিতেও) তো উপকার হয়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—উপযুক্ত শ্রেয়ের কাছে confession (স্বীকারোক্তি) করতে গিয়ে এইটুকু ফল পাওয়া যায় যে, তাঁর কথায় ভুলত্রুটি ও দোষের কারণ ও নিরাকরণের সূত্রটা নিজের কাছে আরো ভাল ক'রে ধরা পড়ে। তাই খ্যাপনের কথা আছে। তবে আত্মবিচার ও আত্মবিশ্লেষণের ভিতর-দিয়ে সূত্রটা যদি নিজে ধরা যায়, তা'হলে সব চেয়ে ভাল হয়। শুধু ধরলে হবে না, লেগে বেঁধে নিজেকে সংশোধন করতে হবে। এতে ভাল হওয়ায় পথ ত্বরান্বিত হয়। এটা সাধনার একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ। নইলে নিজের গলদের গায় হাত দিচ্ছি না, অথচ নামকাওয়াস্তে জপধ্যান করে যাচ্ছি, তাতে চিত্তশুদ্ধি হয় কমই। তবু তা' মন্দের ভাল। নিয়মিত নামধ্যান করতে থাকলে ইষ্টের প্রতিকূল প্রবৃত্তি যে-গুলি আছে, প্রথমটা সেগুলি মনের মধ্যে জটলা পাকাতে থাকে ও মনকে ইষ্টে তন্ময় হ'তে দেয় না। সেগুলি তখন ধরা পড়ে ও একটা অস্বস্তি-বোধও জাগে। আবার অভ্যাসের ফলে নামধ্যানের রস ও আনন্দ যে ছিটে-ফোঁটাও পায়, সেজন্য তার লোভ বেড়েই চলে। তখন ঐ আকর্ষণে সে অন্তরায়গুলিকে উপেক্ষা করেই হো'ক, অতিক্রম করেই হো'ক বা নিয়ন্ত্রণ করেই হো'ক পরমপিতার দিকে এগিয়ে না চ'লে পারে না। তাই যার ভিতর যত আবোল-তাবোলই থাক না কেন সে যদি নাছোড়বান্দা হ'য়ে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, নিয়ে লেগে-প'ড়ে থাকে, সময়ে তার পরিবর্ত্তন হ'তে বাধ্য।

নিৰ্ম্মলদা (দাশগুপ্ত)—একজন বহুদিন ধরে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি করছে, অথচ তার চরিত্রের কোন পরিবর্ত্তন হ'চ্ছে না—এমনতর তো ঢের দেখা যায়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—হয়তো তার করার খাঁকতি আছে। আবার হয়তো তার বদভ্যাসগুলি এত প্রবল, যে, সে চেষ্টা সত্ত্বেও সেগুলির সঙ্গে পেরে ওঠে না।

তাছাড়া বাইরে কোন পরিবর্ত্তন ধরা না পড়লেও, দোষ করলেই তার ভিতরে হয়তো এমন একটা যন্ত্রণা হয়, যা' আগে তার হ'তো না। তার মানে সে সচেতন হ'চ্ছে, এইটেই একটা শুভলক্ষণ। এতে বোঝা যায় যে, সে সংশোধনের পথে পা দিয়েছে। কত জন্মের সংস্কার থাকে, হঠাৎ কি যায়? তবে ইষ্টের প্রতি বুকফাটা টান হ'লে কোন্ ফাঁকে যে কি ঘটে যায় টের পাওয়া যায় না। আবার যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি করতে-করতে মানুষের জন্মগত গুণগুলি খুব পুষ্ট হ'তে থাকে, ঐগুলি যত বিস্তার লাভ করে তার পরোক্ষ ফলস্বরূপ অবগুণগুলির কিন্তু তত নিরসন হ'তে থাকে। শেষ কথা, মানুষ তার দোষ-গুণ সবই যদি আত্মকেন্দ্রিকতার বালাই না-রেখে বিধিমত ইষ্টের সেবায় বা ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠায় লাগাতে পারে, তা'হলেই তো মার দিয়া কেল্লা! ওকেই তো কয় গুণাতীত অবস্থা বা মুক্তি। এটা সাচ্চা ভক্তির সহচর। তাই বাইরে থেকে মানুষকে কী-ই বা বুঝবা, কী-ই বা বিচার করবা? প্রবৃত্তির তাগিদে সে যেমন ভুল করে, বাঁচার তাগিদে সে আবার তেমনি ভুল এড়াতেও চেষ্টা করে। তাই কারও সম্বন্ধে আমার হতাশ হ'তে ইচ্ছা করে না। কারণ জানি, সব অবস্থার মধ্যে অমৃতের পিপাসা মানুষের অন্তঃশায়ী হ'য়ে থাকেই। আত্মা যে চিরচলৎশীল —অমর। তাই মানুষের বিকারটাকে বড় ক'রে না ধ'রে তার ভিতরের সদ্ভাবকে ক্রমাগত চেতিয়ে তুলতে হয়—উৎসাহ দিয়ে ও তারিফ ক'রে।

আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের ইদানীন্তন লেখাগুলি দাদাদের কাছে বার-বার প'ড়ে শোনান হ'লো। এক-একজন আসেন, শ্রীশ্রীঠাকুর আবার পড়তে বলেন। প্রথমে একবার পড়া হ'লো তারপর নির্ম্মলদা আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—এই প্রফুল্ল! নির্ম্মলকে তো শোনালি না!

তখন একবার পড়া হ'লো।

এইভাবে বিভিন্ন ব্যক্তি আসার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ-অনুযায়ী পর-পর বেশ কয়েকবার পড়া হ'লো।

পড়ার পর দয়াল শিশুসুলভ সারল্যে জিজ্ঞাসা করেন—ঠিক আছে তো? বোঝা যায় তো?

সবাই একবাক্যে বলেন—বেশ সহজ ও সুন্দর হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বললেন—কথাগুলি মাথায় এসে যেন ধাক্কা দিতে থাকে। পরমপিতা যেন কওয়ায়ে নেন। শরীরটা যেন একটা যন্ত্র। পরমপিতা তাঁর মরজি-মত একে দিয়ে যখন যা' করার করায়ে নেন।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আপনারা যার-যার মত কাজকর্ম্ম করেন, ঘোরেন, ফেরেন, কিন্তু আপনাদের অমাত্য (সহকর্ম্মী বা সহকারী) নেই। অমাত্য যে হয়নি, তার কারণ আপনারাও কা'রও অমাত্য হননি। স্ব-স্ব প্রধান হ'লে হয় না, সুকেন্দ্রিক, সুনিয়ন্ত্রিত ও সুদক্ষ গুরুজনের অধীনে থেকে তার

সাগরেদি ক'রে-ক'রে নিজেকে দুরস্ত ক'রে তুলতে হয়। নইলে কাজ হয় না। যে মেনে চলতে জানে, তাকে অন্যেও মান্য করে। তার লোকের অভাব হয় না। কিন্তু দরদ, দায়িত্ববোধ, বিহিত শাসন, তোষণ না থাকলে লোক জুটলেও টেকে না বা টিকলেও তরতরে থাকে না। এই যেমন একটা দিক, আর একটা দিক হ'চ্ছে—যে লোকের ঝামেলা সইতে-বইতে পারে না, তার যোগ্যতাও কিন্তু বাড়ে না। আবার, organising capacity (সংগঠনী শক্তি)-ওয়ালা মানুষ চাই। সে প্রত্যেককে তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী পরিচালনা ক'রে ক্রমোন্নত ক'রে তুলবে। কতজনকে দিয়ে কত কাজ করিয়ে নেবে। এই ধরণের একাধারে ভক্তিমান ও শক্তিমান করিতকর্ম্মা লোকের প্রয়োজন খুব। নইলে একলা যদি থাকেন, কোন বালাই নেই। ধরেন একজন হেডপণ্ডিত, খুব ভাল কথা-টথা কয়, কীর্ত্তন-টীর্ত্তন করে, পাণ্ডিত্য আছে, মিষ্টি ব্যবহার, সেইভাবে একলা ভালমানুষটি হ'য়ে সুনাম নিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিল। কিন্তু তাতে দেশের-দশের কি হ'লো? তাই বলি জনকল্যাণমূলক স্থায়ী কোন সংগঠন যদি গড়তে চান, তবে অমাত্য ছাড়া অসহায়। কাজে বেশীদূর এগুতেই পারবেন না।

কেষ্টদা বললেন—কামন্দকীয় নীতিশাস্ত্রে আছে—প্রভুত্ব, মন্ত্রণাশক্তি, উৎসাহ না থাকলে অমাত্য বা রাজত্ব সৃষ্টি করা যায় না। আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতা যার আছে, তার দ্বারা কোন বড় কাজ হয় না। বিনয় হ'চ্ছে অপরিহার্য্য গুণ। বৃদ্ধোপসেবা ছাড়া আবার বিনয়ের জাগরণ হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এগুলি হ'লো বহুদর্শিতার কথা। বিনয় মানে বিশেষভাবে নত ও নীত হওয়া। ঐটেই মূল।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর গভীর ঔৎসুক্য-সহকারে সুশীলদার কাছে দক্ষিণ ভারতের নানাস্থানের গল্প শুনতে লাগলেন।

কন্যাকুমারী সম্বন্ধে যে পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত আছে, সেই কথা শুনতে-শুনতে শ্রীশ্রীঠাকুর তন্ময় হ'য়ে গেলেন, যেন দেবভূমি ভারতের কোন্ এক সুদূর স্বপ্নরঙ্গীণ অতীতকে তিনি মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করছেন।

২২শে শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৫৫ (ইং ৭।৮।১৯৪৮)

কাল সন্ধ্যা থেকে ৪১তম ঋত্বিক্ অধিবেশন সুরু হয়েছে। আজ প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে বড়াল-বাংলোর সামনের বারান্দায় সমবেত দাদা ও মায়েরা বিনতি-প্রার্থনাদির পর শ্রীশ্রীঠাকুরকে অর্ঘ্যাদি নিবেদন করলেন। তারপর কিরণদার (মুখোপাধ্যায়) পরিচালনায় 'জনগণমন অধিনায়ক' সঙ্গীতটি সমবেত-ভাবে গীত হলো। এইবার কেষ্টদা কর্ম্মী-সম্মেলন যাবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুমতি চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিমুখে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বললেন—বিশিষ্ট দেড় লাখই কিন্তু ভারতের ভাগ্যবিধাতা। তাড়াতাড়ি ক'রে ফেলে দেন। আপনারা যত আছেন, তেমন লাগলে কোন্ কালে হয়ে যেত। যে যুগ আগে বাস্তবে ছিল, এখন যা' স্বপ্নের মত মনে হয়, তা' হয়তো এসে পড়ত। সে কি সুখের দিন, প্রত্যেকে স্বাধীন, প্রত্যেকে মুক্ত, প্রত্যেকে উচ্ছল,—তা আবার গভীর সুকেন্দ্রিক ভালবাসা নিয়ে। যা' করলেই হয়, যা' বাঁচতে হলেই করণীয়, তা' উপেক্ষা ক'রে যাই করব, তাই-ই অপকর্ম্ম। তাতে শত্রুতাড়িত মানুষের মত নিরাশ্রয় হ'য়ে যত্রতত্র ছুটে বেড়াতে হবে পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় তক্তপোষে শুক্ল শয্যায় উপবিষ্ট। তাঁর চোখেমুখে অপূর্ব্ব আনন্দের ছটা। শ্রীশদা (রায়চৌধুরী), হীরালালদা (চক্রবর্ত্তী), জয়দা (চক্রবর্ত্তী), হীরেনদা (ঘোষ), রাধাবিনোদদা (বিশ্বাস), সুরেনদা (বসু), হরিচরণদা (গঙ্গোপাধ্যায়), নিরাপদদা (পান্ডে), চারুদা (করণ), করুণাদা (মুখোপাধ্যায়), হারাণ ভাই (দাস), মনোরঞ্জনদা (চট্টোপাধ্যায়), সন্তোষদা (চক্রবর্ত্তী), যামিনীদা (রায়চৌধুরী), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), অনিলদা (গঙ্গোপাধ্যায়), পঞ্চাননদা (গঙ্গোপাধ্যায়), প্রিয়নাথদা (সেনশর্ম্মা), নির্ম্মলদা (দাশগুপ্ত), রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা) প্রভৃতি কর্ম্মিবৃন্দ উপস্থিত।

ননীদা (মণ্ডল) নামক একজন মেডিকেল কলেজের ছাত্র একটা কেমিক্যাল ফার্ম্ম খুলেছেন, সেখান থেকে কয়েকটি ইন্‌জেকসন্ বের করেছেন। তার নমুনা এনে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তা' দেখে অত্যন্ত প্রীত হ'য়ে খুব উৎসাহ দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে বললেন—সব দিকে লক্ষ্য রেখে যা' করবার তা' সাবধানে করিস্।

ননীদা বললেন—আমার একটু প্রাইভেট (গোপন) কথা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সস্নেহে)—এখন আছিস্ তো, পরে ফাঁকমত বলিস্।

এরপর বর্দ্ধমানের এক দাদা তাঁর তৈরী mosquito-destroyer (মশক-নাশক) শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর দেখেশুনে বললেন Effective (কার্য্যকরী) করা চাই। এতখানি improve (উন্নত) করতে হয়, যেন মশা আর না থাকে, sure (নিশ্চিত) হওয়া চাই।

রামকানালী আশ্রম সম্পর্কে কথা উঠলো। প্রত্যেকটি বাড়ীতে কী কী থাকবে সে-বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে প'ড়ে শোনাতে বললেন। পড়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রত্যেকটা বাড়ীই হবে এক-একটা institution (প্রতিষ্ঠান), অর্থাৎ industrial, agricultural, scientific and cultural unit (শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান এবং কৃষ্টি-কেন্দ্র)। আর আশ্রমটা হবে একটা

normally evolving university (স্বতঃ-বিবর্ত্তনী বিশ্ববিদ্যালয়)। Village-professors (গ্রাম্য-আচার্য্যগণ) থাকবে। তারা বাড়ীতে-বাড়ীতে গিয়ে গল্পের ভিতর-দিয়ে ছেলে-বুড়ো সবাইকে educate করবে (শিক্ষা দেবে)। কেউ হয়তো ব্যবসা করবে, তাকে সে-বিষয়ে educate করবে (শিক্ষা দেবে)। একজন হয়তো মিস্ত্রীর কাজ শিখবে, তাকেও তালিম দিতে হবে। এমনভাবে প্রত্যেককে তৈরী ক'রে দিতে হবে যাতে ঘরে ব'সে স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সবাই দু-পয়সা আয় করতে পারে। আর, প্রত্যেকটি ছেলেই যেন কর্ম্মক্ষম হয়, যাতে লেখাপড়া শিখে না ভাবতে হয়, কি করে অন্নসংস্থান করবে। আজকার লেখাপড়া যা' হয়েছে, তাতে কর্ম্ম নিকেশ। অনেক ক্ষেত্রে কেতাবী শিক্ষা যত পায়, তত যুক্তি-বুদ্ধি ক'রে স্বাধীনভাবে কিছু করার ক্ষমতা খতম হ'য়ে যায়। কিন্তু গ্রাম্য-আচার্য্যরা যদি বাড়ীতে-বাড়ীতে প্রত্যেককে তার সহজাত সংস্কার ও পারিবারিক গুণ-বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সহজ ও স্বাভাবিকভাবে হাতে-কলমে, আচার আচরণে প্রকৃত শিক্ষিত ক'রে তোলে, তবে বেকার বা অক্ষম কেউ থাকবে না। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে কতজনের কত ক্ষমতা যে মাঠে মারা যায়, তার ঠিক নেই।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশদাকে বললেন—বাড়ীগুলি করা লাগে সস্তায়, যাতে একজন গরীব কৃষক পর্য্যন্ত কিস্তিতে নিতে পারে। অবশ্য প্রত্যেকেরই আশ্রমের নিয়ম-কানুন মেনে চলা চাই, যাতে আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টিমুখী পরিমণ্ডলটা ঠিক থাকে।

আশ্রমের জন্য স্বাস্থ্য-সেনা করা লাগে। তারা রাস্তাঘাট, ড্রেন, sanitary conditions (স্বাস্থ্যপ্রদ অবস্থা) ইত্যাদি দেখবে। তাদের maintenance (প্রতিপালন)-এর জন্য প্রত্যেক বাড়ী থেকেই কিছু-কিছু ট্যাক্স দেবে। আর, সব বাড়ীতেই যদি কিছু-কিছু industry (শিল্প) চালু হয়, কা'রও পক্ষে শক্ত কিছু হবে না।

প্রত্যেকটা বাড়ী সম্পর্কে, ভাবী আশ্রম সম্পর্কে খুঁটিনাটি নানা কথা বলতে লাগলেন—অতিথিদের জন্য, আত্মীয়দের জন্য বাড়ীতে ব্যবস্থা রাখা লাগেই। তারা কোথাও যায় শুধু খেতে নয়। তাদের শুধু খাইয়ে-দাইয়ে বিদায় দিলে হয় না। তাদের সঙ্গে interchange of ideas (ভাবের আদানপ্রদান) করতে হয়, প্রাণকাড়া ভালবাসায়, সেবায়, যত্নে, সম্বর্দ্ধনায় তাদের অন্তরের ভগবানকে জাগিয়ে দিতে হয়। তাতে তারাও পায়, আমরাও পাই। নিজেদের ও অপরের ভগবৎপ্রীতি যাতে বাড়ে তাই করাই তো কাজ। গৃহ তখন মন্দির হ'য়ে ওঠে।

তাঁর অপরূপ সুন্দর মুখমণ্ডলে যেন প্রেম ও প্রেরণার প্লাবন নেমেছে।

সকলে যেন আনন্দসাগরে ভাসছেন। ত্রৈলোক্যদা (হালদার), তারকদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), ক্ষিতীশদা (চৌধুরী), মণিদা (কর), গুরুদাস ভাই (বন্দ্যোপাধ্যায়), শৈলেশদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), হেমদা (মুখোপাধ্যায়), বলরামদা (ঘোষ), অমলেন্দুদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), অন্নদাদা (হালদার), ধনঞ্জয়দা (পাল), হেমকেশদা (চৌধুরী), পঞ্চাননদা (চৌধুরী), সূর্য্যদা (নাগ), জিতেনদা (রায়), বিনয়দা (বিশ্বাস), প্রভাতদা (দে), ক্ষিতীশদা (দাস), শিবকালীদা (সাহা), ধীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), বীরেনদা (মুহুরী), পূর্ণদা (রুদ্র), মধুদা (সান্যাল), অনিলদা (সরকার), সুধীরদা (নন্দী), আশুদা (জোয়ার্দ্দার), শ্যামাপদদা (মুখোপাধ্যায়), মৃগাঙ্কদা (বেরা), কেষ্টদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), জগৎদা (চক্রবর্ত্তী), শিবরামদা (চক্রবর্ত্তী), অমৃতদা (হালদার), জিতেনদা (মিত্র), ব্রজেনদা (ঘোষ), গিরীনদা (চট্টোপাধ্যায়), ত্রিপুরারিদা (কুণ্ডু), দিগম্বরদা (মণ্ডল), নলিনীদা (হালদার), পূর্ণদা (বিশ্বাস), নিশিদা (ভট্টাচার্য্য), ভূপেশদা (গুহ), খগেনদা (মৌলিক), দুলালদা (নাথ), ললিতদা (দাস), তারাশঙ্করদা (গঙ্গোপাধ্যায়), বনবিহারীদা (সামন্ত), মদনদা (দাস), পঞ্চাননদা (বিশ্বাস), নরেনদা (দত্ত), রমণীদা (সরকার), সুধীরদা (গঙ্গোপাধ্যায়), নীরদদা (গঙ্গোপাধ্যায়), বঙ্কিমদা (পাল), রমণীদা (দাস), গৌরাঙ্গদা (পাল), ভবানীদা (ঘোষ), নৃপেনদা (বসু), সন্তোষদা (মুখোপাধ্যায়), কালিদাসদা (মজুমদার), বিজয়দা (মজুমদার), যোগেশদা (চক্রবর্ত্তী), শরৎদা (কর্ম্মকার), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), হরিদা (গোস্বামী) প্রভৃতি কত-কত ভক্তজন দূর থেকে অপলকনেত্রে প্রভুর সর্ব্বব্যথাহারী শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করছেন আর শুনছেন তাঁর সুধামাখা বাচন।

কোম্পানি ক'রে বাড়ী করা সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তাতে কা'রও গায় লাগবে না, অথচ কাজ ভাল হবে। (একটু থেমে) সব রকম জ্ঞান, গুণ ও কর্ম্মপ্রতিভাসম্পন্ন লোক আশ্রমের জন্য জোগাড় করতে হয়। এটা এমন ক'রে গ'ড়ে তুলতে হবে, যাতে আপ্‌সে-আপ্‌ একটা সর্ব্বতোমুখী শিক্ষার কেন্দ্র হয়ে ওঠে।..................আমি শরৎদাকে বলেছি এর ভাবগত দিক দিয়ে একটা বই লিখতে, (শ্রীশদার দিকে চেয়ে) আর আপনি অঙ্কন ও নক্সায় তা' ফুটিয়ে তুলবেন। প্রার্থনা-ঘরটা করতে হয় এমনভাবে যাতে সেইটেই হ'য়ে দাঁড়ায় বাড়ীর আকর্ষণী-কেন্দ্র। এটা এমনভাবে করতে হয় যতে সুন্দর হয় সব দিক দিয়ে—আর সেটা হওয়া চাই সার্ব্বজনীন ধরণের, একজন খ্রীষ্টান, গোঁড়া বামুন বা মুসলমান যেই হো'ক না কেন, সেখানে ব'সে প্রার্থনা করতে কা'রও মনে দ্বিধা হবে না। প্রত্যেকে মনে করবে—আমার নিজস্ব জিনিস।

শ্রীশদাকে দেখিয়ে দিলেন—কেমন ক'রে সে-ঘর বিভিন্ন দিক থেকে খোলা যায়। Mechanism (মরকোচ)-টা ব'লে দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে বললেন—এটা

নির্ভর করে ইঞ্জিনীয়ারের মাথার উপর।

একজন প্রশ্ন করলেন—কতটুকু জমির উপর এক-একটা বাড়ী হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আধ বিঘে হ'লে সুবিধা হয়। ৫ কাঠায় সাজাতে পারলে তো ইঞ্জিনীয়ারের কেরদানী। কোথায় কোন্ ঘরটা সাজাতে হবে, তার আবার সূক্ষ্ম হিসাব চাই। যেমন গোয়ালঘরের পাশে তরিতরকারি ও ফুলের বাগান রাখতে হয় যাতে সেখানে গোয়ালের গোবর মিশ্রিত চোনা যায়, অথচ গরু যেয়ে সহজে গাছপালা খেতে না পারে। সব-কিছুকে পরস্পরের পরিপূরক ক'রে লাভজনক-ভাবে বিন্যস্ত করতে হবে। ল্যাবরেটরি কুটিরশিল্প কক্ষের পাশাপাশি হবে। ল্যাবরেটরী ও শিশুদের পাঠ-গৃহের relative position (আপেক্ষিক অবস্থান) কেমন হবে, গ্রাম্য-আচার্য্য কোথায় এসে বসবে, কোথায় বসলে তার ও বাড়ীর সবার সুবিধা হয়, আলো-বাতাস প্রত্যেকটা ঘরে বিভিন্ন ঋতুতে কিভাবে ভাল ক'রে খেলা করে, পর্য্যাপ্ত সুপেয় জলের কী ব্যবস্থা হবে, আসবাবপত্র ও গৃহসজ্জা কী করলে শরীর-মনের স্বাস্থ্য, আর্থিক অবস্থা, কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, পায়খানা কোথায় ও কেমন হবে, ড্রেন কেমনভাবে করলে জল ও ময়লা দাঁড়াতে না পারে,—এইসব হিসেব ঠিক রেখে সেইভাবে সব সাজাতে হয়। এই হিসেব যত fine (সূক্ষ্ম), fulfilling (পরিপূরণী), beautiful (সুন্দর) ও less expensive (কম ব্যয়সাপেক্ষ) হবে, homelife (গৃহ-জীবন) ততো comfortable (সুখকর) ও complete (সম্পূর্ণ) হবে।

Idea (চিন্তাধারা) দিলাম, art (কারুশিল্প) আপনার মাথায়। রূপ দিতে হবে artistically and scientifically too (শিল্পসম্মতভাবে এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবেও)। যত ধ্যান করবেন অর্থাৎ একাগ্র ও গভীরভাবে তলিয়ে চিন্তা করবেন, তত মাথায় গজিয়ে উঠবে।

এইবার সবার দিকে তাকিয়ে উদাসীন কণ্ঠে বললেন—এই কইলাম, এক জায়গা ভেঙ্গে আসতে হয়েছে, এইভাবে ঘুরছি, এখন তোমাদের যা' বিবেচনা। ভাল লাগলে কর, না হ'লে ক'রো না, তবে করতে পারলে একটা কাণ্ড হবে।

নির্ম্মলদা—করা সোজা নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর হালকাভাবে হাতে তুড়ি দিয়ে ও ওষ্ঠপ্রান্ত ঈষৎ উল্টিয়ে বললেন—সোজাও না, আবার কঠিনও না, চাই বুদ্ধি, চাই পরিশ্রম।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ কাতরভাবে 'বাবা'! ব'লে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। পরক্ষণে আর্ত্তস্বরে বললেন—আমার বুকের এই কষ্টটা যদি যেত, অনবরত যেন একটা কষ্ট লেগে থাকে!

তাঁর মনগলান কথাগুলি শুনে উপস্থিত সকলের অন্তর যেন লহমায় বেদনা-মথিত হ'য়ে উঠলো। সকলেই অন্তর্ম্মুখ হ'য়ে ভাবতে লাগলেন হয়তো তাঁর লোককল্যাণকর ইচ্ছাগুলি দ্রুত বাস্তবায়িত করতে পারলে তিনি কথঞ্চিৎ

স্বস্তি পেতেন।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তবৃন্দসহ বেড়াতে বেরুলেন। যেতে-যেতে শ্রীশদাকে বললেন—পারিবারিক গবেষণাগারের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও যন্ত্রাদি সম্বন্ধে ভেবে-চিন্তে একটা list (তালিকা) করা লাগে—এটা সরল, সর্ব্বসাধারণের পক্ষে উপযোগী ও সম্ভব হওয়া চাই। পারিবারিক কারখানা সম্বন্ধেও সেই কথা, কারখানায় একটা ছোট লেদ, সান, হাপর ও হাতুড়ি হলেই মোটামুটি চলে। প্রত্যেকটি শিশুর বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী সর্ব্বতোমুখী শিক্ষার ভিত যাতে বাড়ীতেই পত্তন হয়, প্রধানতঃ তার জন্যই এইসব ব্যবস্থা। যখন যার যেদিকে ঝোঁক যায়, তখন তাকে সেইভাবে পোষণ দিতে হয়। এতে প্রত্যেকে স্ব-স্ব জন্মগত সংস্কারের উপর দাঁড়িয়ে দক্ষ ও চৌকস হবার সুযোগ পায়। প্রত্যেকের অর্থোপার্জ্জনের পথও এতে সহজ হয়। আবার পারিবারিক লাইব্রেরীটাও এই উদ্দেশ্যের পরিপূরক হওয়া চাই। সেইটে হিসেব ক'রে বিশেষ কতকগুলি বই প্রত্যেকটি পরিবারেই রাখা লাগে। এইসব নাড়াচাড়া করতে-করতে মানুষের চেতনা সুকেন্দ্রিক বিস্তারলাভ করে। এমন করা চাই যাতে প্রত্যেকটি মানুষ দেবদক্ষ হ'য়ে ওঠে। আর, আমাদের ঋত্বিক্‌দের এমন হওয়া ও করা লাগে যাতে সারা ভারতের, শুধু ভারত কেন, গোটা জগতের ভোল ফিরে যায়। ভক্তির ডোরে, প্রেমসূত্রে মানব-সমাজ যেন গ্রথিত ও সুনিবদ্ধ হ'য়ে ওঠে!

শ্রীশ্রীঠাকুর চলতে-চলতে হঠাৎ পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ভাবাবেশে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন ক'রে তর্জ্জনীনির্দ্দেশে জলদগম্ভীর কণ্ঠে আবৃত্তি করলেন—

"ঐ হের' ত্রিভুবনে সবে তাঁরে গায়,
রবি-শশী-তারা যত গেয়ে-গেয়ে ধায়,
ফুল গায়, পাখী গায়, সিন্ধু-সরিৎ গায়,
বন্দনা করে তাঁরে নরে দেবতায়।"

চকিতে কি যেন ঘটে গেল। সবাই যেন প্রত্যক্ষ করলেন ত্রিভুবনের সবকিছু একযোগে যুগ-পুরুষোত্তমের বন্দনা গান গাইছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর আরো একটু বেড়িয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন। কারও মুখে কোন কথা নেই। তাঁর কৃপাকটাক্ষে সবাই যেন তখনকার ভূমানন্দের ভূমিতে বিচরণ করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোয় এসে বসার পর সদ্য-আগত কতিপয় দাদা ও মা এসে প্রণাম করলেন। দয়াল সস্নেহে তাদের কুশলবার্ত্তাদি শুনলেন এবং তাঁর জন্য আনীত দ্রব্যসম্ভারাদি শ্রীশ্রীবড়মার কাছে দিয়ে আসতে বললেন।

নানা দুর্য্যোগ ও ট্রেণের অনেকরকম অসুবিধা সত্ত্বেও কাতারে-কাতারে দাদা ও মায়েরা এবারকার ঋত্বিক্ অধিবেশনে যোগদান করেছেন। সবারই অন্তরতম কামনা সর্ব্বতীর্থসার ইষ্টতীর্থে এসে প্রাণমনভরে তাঁকে দর্শন করবার, তাঁর

সঙ্গ-সান্নিধ্য লাভ ক'রে নূতন পুণ্য-প্রেরণা ও সঞ্জীবনী রসধারায় উচ্ছল হ'য়ে উঠবার। এবার প্রায় প্রত্যেকেই শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবার জন্য কত কী নিয়ে এসেছেন। রকমারি ফলমূল, তরিতরকারি, জলযোগের দই, কে, সি, দাসের রসমালাই, ভীমনাগের কড়াপাকের সন্দেশ, বাগবাজারের রসগোল্লা, দ্বারিকের দোকানের বাছা-বাছা মিষ্টি ও রাবড়ী, মুর্শিদাবাদের মনোহরা, কেষ্টনগরের সর-ভাজা, ভাল চাল, আমসত্ত্ব, বড়ি, কাঁঠালের বীচি, ঢেকীর শাক, কলমী শাক, কাপড়-চোপড়, শ্রীশ্রীবড়মার জন্য চওড়া লালপেড়ে শাড়ী ইত্যাদি দ্রব্যসম্ভার ভক্তদের হাতে। যে যা' এনেছেন তা' দেখেই ভক্তবৎসল প্রভু কতই না সন্তোষ প্রকাশ করছেন!

দরিদ্র এক মা একটা থলেয় ক'রে থানকুনী, থোড়, মোচা ইত্যাদি নিয়ে এসেছেন, এবং তা' নিবেদন করতে কুণ্ঠা বোধ করছেন। অন্তর্যামী দীননাথ নিজে থেকেই তাকে জিজ্ঞাসা করছেন—কী আনিছিস রে!

ভক্তটি সসংকোচে তা'র কথা বলতেই শ্রীশ্রীঠাকুর খুশিভরে বলছেন—বা! বেড়ে মাল! মোচার সিঙ্গাড়ি, ডাল ফেলান, চাপড়ঘণ্ট এ-সব খুব জমে। যা' তাড়াতাড়ি দিয়ে আয় গিয়ে।

ভক্তটি আনন্দবিহ্বলচিত্তে শ্রীশ্রীবড়মা'র কাছে যান ত্বরিত গতিতে।

অধিবেশনের সময় পাশের 'এশিয়াটিক হাউস' পাওয়ার কথা ছিল। তা' না পাওয়ায় অত্যধিক স্থানাভাব হয়েছে। মায়েদের ছোট-ছোট ছেলেপেলে নিয়ে কত অসুবিধা হ'চ্ছে। কিন্তু কারও কোন অনুযোগ নেই। তাঁকে দর্শন করার আনন্দে সবাই বিভোর।

পর-পর লোক আসছেই। প্রত্যেকের প্রাণে কী গভীর আকূতি। কী আকুল আগ্রহ! শ্রীশ্রীঠাকুর প্রত্যেককে দেখামাত্রই সোল্লাসে জিজ্ঞাসা করছেন—'কখন আসলি?' 'কি খবর?'—ইত্যাদি। সকলেরই প্রাণ জীবনবল্লভের প্রিয়-সম্ভাষণে প্রগাঢ় পুলকে প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠছে। তাঁর দরদমধুর স্নেহস্পর্শে কেউ-কেউ আবেগের আতিশয্যে ঝর-ঝর ক'রে কেঁদে ফেলছে। শ্রীশ্রীঠাকুর অন্য প্রসঙ্গ তুলে তাদের শান্ত ক'রে দিচ্ছেন। কতজনকে ডেকে-ডেকে খোসমেজাজে ঘনিষ্ঠ-ভাবে এটা-সেটা গলপসলপ করছেন। তাঁর যে শরীর খারাপ তা' কাউকে বুঝতে দিচ্ছেন না। অপরকে আনন্দদানই যে তাঁর চিরন্তন নেশা। আনন্দপাগল জীব-জগৎ তাই এক দুর্নিবার আকর্ষণে তাঁর কাছে-কাছে বারংবার ছুটে-ছুটে আসে।

তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। চারিদিকে বহু লোক। শ্রীশ্রীঠাকুর কিশোরীদা (চৌধুরী)-কে সস্নেহে কাছে ডেকে বসালেন। তারপর অন্তরঙ্গ সুরে বললেন—আমাদের কেমন হয়েছে! আমরা প্রত্যেকে এক-একটা নিয়ে ব্যস্ত আছি, কিন্তু অনেকেই অন্যকে fulfil (পরিপূরণ) করছি না, এবং মূল সৎসঙ্গকেও fulfil (পরিপূরণ) করছি না। এতে কিন্তু নিজেরাও বঞ্চিত হচ্ছি এবং অপরকেও বঞ্চিত করছি। ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাকে যারা অবহেলা করে তারা

বোকা। আর ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার ভড়ং দেখিয়ে যারা আত্মস্বার্থপ্রতিষ্ঠার জন্য লালায়িত হ'য়ে চলে, তারা একই সঙ্গে বোকা ও বিকৃত। প্রকৃতির হাতে মার না খেলে বিশেষ ক'রে এই শেষোক্তদের শিক্ষা হয় কমই।

প্রফুল্ল—ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা আমি তো ত্যাগ করতে পারিনি। কিন্তু আপনাকে ভাল লাগে, আমার মতো যারা তাদের উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের অনেক কিছুই থাকে, কিন্তু ওতে কিছু আটকায় না যদি সবকিছু ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠায় লাগায় এবং ওতেই লেগে থাকে। Master complex (নিয়ামক প্রবৃত্তি) খারাপ হ'লে তাতেই মুশকিল হ'য়ে পড়ে। তবে সদ্‌গুরু, সৎনাম, সৎসঙ্গ ও সৎকর্ম্ম অর্থাৎ ইষ্টকর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করার ফলে মানুষ ভাল-মন্দ, ভুল-ত্রুটি, সুখ-দুঃখ, ওঠা-পড়া ইত্যাদি সবকিছুর ভিতর-দিয়েও তাঁর দয়ায় শেষ পর্য্যন্ত তাঁর পথেই এগিয়ে যায়। হাজার-হাজার জন্মের কাজ তাদের এক জন্মে হ'য়ে যায়। পরমপিতার দরবারে যারা আসে ও তাঁর পথে চলতে চেষ্টা করে তাদের প্রারব্ধজনিত আপাতঃ পতন বা অমঙ্গলও উন্নতি ও মঙ্গলের কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়। ভাবনার কিছু নেই। তবে তোমাদের চলন-চরিত্র যদি যথাসম্ভব নিখুঁত না হয়, তাহ'লে আমার দুঃখ হয় এবং লোকেরও অপকার হয়। ভগবান যীশুর কথা মনে রেখো—"You are the salt of the earth: but if the salt has lost its savour, wherewith shall it be salted?" (তোমরা পৃথিবীর লবণ, লবণ যদি তার স্বাদ হারিয়ে ফেলে, তাহ'লে পৃথিবী লবণাক্ত হবে কি করে?) তোমাদের উপর আমারও যেমন অনেক আশা, অপরেরও তেমনি অফুরন্ত প্রত্যাশা। দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দেবার অবকাশ কোথায় তোমাদের? আমি যদিও রেহাই দিই, বেফাঁস চলনে চললে পরিবেশ কিন্তু তোমাদের ছাড়বে না। বুঝে চ'লো।

প্রফুল্ল—আমরা দুর্ব্বল মানুষ, পারিবেশিক প্রতিরোধ আমাদের সহজে পরাভূত করতে পারে, কিন্তু যারা প্রবল পরাক্রান্ত ও কুশলকৌশলী, পরিবেশের প্রতিকূলতা তাদের কতটুকু কাবু করতে পারে? আর ঈর্ষ্যাবশতঃও তো অনেকে শক্তিমানের সঙ্গে শত্রুতা ক'রে থাকে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন মানুষ যদি ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার পথে চ'লে সপরিবেশ শক্তিমান হয় এবং শক্তিমত্তা সত্ত্বেও সে যদি বিনয়ী ও নিরভিমান হয়, তা'ছাড়া সেবাই যদি তার স্বভাবধর্ম্ম হয় এবং বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে যদি তার আগন্তুক আপদ-নিরোধী বিহিত প্রস্তুতি ঠিক থাকে, তবে স্বভাবতঃই তার বান্ধব-বন্ধনী এবং প্রাকৃতিক আনুকূল্য এমন দৃঢ় ও দুর্ভেদ্য হয়, যে পরমপিতার দয়ায় দুষ্ট লোকের শত্রুতা তাকে ঘায়েল করতে পারে কমই। ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে রক্ষা করে। আবার, শাতন-কবলিত পরিবেশের দরুন ধার্ম্মিক লোক যদি অযথা বিধ্বস্ত হয়, ঐ বিধ্বস্তি সত্ত্বেও সেখানে শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম জয়যুক্ত হয়, ধর্ম্মের

প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় হয়। কারণ, সে-মানুষটির মধ্যে ধর্ম্ম জীয়ন্ত। কিন্তু কেউ যদি ধর্ম্মের ধুয়ো ধ'রে চ'লে অজ্ঞ লোকের চোখে ধূলি দিয়ে কায়দা-কৌশল ক'রে তথাকথিত বড় হয়, কিংবা দুর্নীতিই যদি কা'রও দোসর হয়, এবং ঐপথে সে যদি বাহ্যতঃ শক্তিশালী ও ধুরন্ধরও হ'য়ে ওঠে, সে নিজেই কিন্তু নিজের কবর খোঁড়ে। কারণ—

"ভৌতিক শকতি নহে নিয়ন্ত্রী বিশ্বের
রহি অন্তরালে তার শক্তি আধ্যাত্মিকী
শাসন-রক্ষণ বিশ্বে করেন নিয়ত,
কদাচারে, পাপাচারে সন্ধুক্ষিত যথা
বিধিরোষ নিঃসন্দেহ জানিও তথায়,
নিষ্ফল পুরুষকার দৈব বলবান।"

আবার গীতায় যে আছে—

"মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গানি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি"—

এও হ'লো অকাট্য বিধি।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর এক দাদাকে বললেন—ছেলের টাইফয়েড হ'লো কেন? প্রতিষেধক ইনজেকসন্ দিতে হয়, কিংবা বিলি-ভ্যাকসিন্ খাওয়াতে হয়। সামান্য-সামান্য না করায় জীবন-মরণ সমস্যা দাঁড়ায়। বর্ষাকালে জল ফুটিয়ে খাওয়া ভাল। আর, জলের কলসীর মধ্যে দুই-একটা পরিষ্কার তামার পয়সা ফেলে রাখা ভাল। শুনেছি তামা দূষিত-জীবাণুনাশক। বাঁচা-বাড়ার জন্য যা'-যা' করণীয় তা' জানা, ভাবা, করা ও অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে চলাই ধর্ম্ম। আমার ইচ্ছা করে যে আপনারা বিজ্ঞানসম্মত সুকেন্দ্রিক প্রাজ্ঞচলনে চলেন, এবং আপনাদের মাধ্যমে তা' সর্ব্বত্র চারিয়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীলদাকে বললেন—পাটনায় একজন ভাল কর্ম্মী রেখে দেওয়া লাগে, যে, সব স্তরের লোকের মধ্যে সহজভাবে দক্ষতার সঙ্গে মেলামেশা, যাজন ও কাজকর্ম্ম করতে পারে, যার শ্রদ্ধার্হ চরিত্র দেখে বড়-ছোট সকলেই সৎসঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ও বন্ধুভাবাপন্ন হয় ও দীক্ষিতের সংখ্যাও ক্রমাগত বেড়ে যায়। এখানে দেওঘরেও আপনাদের এটা করা লাগে।

কলকাতার জনৈক সৎসঙ্গী ভাই কাতরভাবে বললেন—সংসারে বড় অভাব। চাকরীতেও শান্তি নেই। কী করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি তো নাম নিয়েছ। শান্তির পথ তো পেয়েছ। যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি ও সদাচারের নীতিনিয়ম অনুরাগভরে পালন ক'রে চ'লো। আর যত কমে পার সংসার চালিয়ে টাকা জমিয়ে ব্যবসা কর। তা' থেকে জমিয়ে

ব্যবসা আরো বাড়াও। চাকরী যেখানে কর, তাদের খুশি ক'রো, শান্তি দিও ও সদ্ভাবে লাভ করিয়ে দিও। তাতে তারাও তোমাকে শান্তি দেবে, সুবিধা দেবে।

২৩শে শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৫৫ (ইং ৮।৮।১৯৪৮)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উত্তরাস্য হ'য়ে সমাসীন। সুশীলদা (বসু), প্যারীদা (নন্দী), হরেনদা (বসু), জিতেনদা (মিত্র), প্রমথদা (দে), যতীনদা (দাস), বিশুদা (মুখোপাধ্যায়), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), চুনীদা (রায়চৌধুরী), ব্রজেনদা (চট্টোপাধ্যায়), হেমদা (মুখোপাধ্যায়), চারুদা (করণ), যামিনীদা (রায়চৌধুরী), ষড়াননদা (ভট্টাচার্য্য), সূর্য্যদা (নাগ), হেমকেশদা (চৌধুরী) প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমি যা'-যা' বলেছি সেগুলি যদি তোমরা মাথায় ও চরিত্রে গেঁথে ফেল, কাগজে-কাগজে ভাবধারাগুলি যদি খুব ক'রে প্রচার কর সর্ব্বসাধারণের উপযোগী ক'রে, বিশিষ্ট দেড়লাখ ও সাধারণ দীক্ষা যদি এন্তার বাড়িয়ে চল, কাগজে ভাবধারা প্রচারের জন্য মাসিক ১০০ টাকা ক'রে দেবে এমন ২৫০ লোক যদি তাড়াতাড়ি সংগ্রহ ক'রে ফেল, সৎসঙ্গী পরিবারগুলিকে যদি সব দিক দিয়ে গ'ড়ে তুলতে পার, ভাল-ভাল কর্ম্মী যদি সংগ্রহ কর, পারস্পরিক সেবা যদি স্বাভাবিক হ'য়ে ওঠে, আশ্রম-তৈরীর জন্য লিমিটেড কোম্পানি ক'রে শেয়ারগুলি যদি তাড়াতাড়ি বিক্রী ক'রে ফেলতে পার, যেমনটা চাই সেইভাবে যদি আশ্রমটা তাড়াতাড়ি গ'ড়ে ওঠে, তাহ'লে বুঝতে পারবা আমাদের কৃষ্টিটা কী জিনিস! ভাবধারাগুলিকে যদি বাস্তবে রূপায়িত ক'রে তোলা না যায়, তার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয় না। প্রত্যয়ও দৃঢ় হয় না। আবার প্রত্যয় না থাকলে করার সম্বেগও বাড়ে না। ইষ্টানুগ ভাবা, বলা, করায় সর্ব্বক্ষণ মাতাল হ'য়ে থাকতে হয়। এতে কষ্টকে কষ্ট ব'লে মালুম হয় না। মহাসুখ পেয়ে বসে সত্তাকে। তখন মানুষ বোঝে অমৃত কাকে কয়। প্রবৃত্তি-তৃষ্ণাকে দিগ্‌দারী মনে হয়। যে এইভাবে চলে তার এ উপলব্ধি অবধারিত।

তাঁর প্রেরণাদীপ্ত আলোচনায় সকলের প্রাণ এখন আনন্দোন্মাদনায় টগবগ করছে। তাঁর কাজে নিজেদের সর্ব্বশক্তি সর্ব্বক্ষণ নিয়োগ করার সঙ্কল্প দৃঢ় হ'য়ে উঠছে।

সরোজিনীমা তামাক সেজে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবারূঢ় অবস্থায় অন্যমনস্কভাবে নলটি টানছেন। প্যারীদা গভীর আগ্রহে, বিমুগ্ধ অন্তরে তাঁর রাতুল কোমল শ্রীচরণযুগলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। সবাই দু'চোখ ভ'রে তাঁর ধ্যানানন্দকর নয়নাভিরাম রূপমাধুরী দর্শন করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ধীরে-ধীরে বললেন—রামকানালীতে জায়গা যা' জোগাড় হয়েছে

তা' ভালই। তবে আশে-পাশে সম্ভব হ'লে আরো জমি জোগাড় করতে হয়। এক জায়গায় বসতে না পারলে গোষ্ঠিশুদ্ধ মারা পড়ার জোগাড়।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর যামিনীদাকে বললেন—লোকবুদ্ধি অর্থাৎ ইষ্টার্থী সেবা দিয়ে লোককে আপন করার বুদ্ধি যার বেশী তার টাকার অভাব হয় না; টাকাবুদ্ধি যার বেশী, তার টাকা হয় না। (শ্রীশ্রীঠাকুর মধুর স্বরে অনুচ্চ কণ্ঠে রজনীকান্ত সেনের নিম্নলিখিত গানটি গাইলেন):—

ওরা চাহিতে জানে না দয়াময়!
চাহে ধন জন আয়ু আরোগ্য বিজয়।
করুণার সিন্ধু কূলে বসিয়া মনের ভুলে
এক বিন্দু বারি তুলে মুখে নাহি লয়।
তীরে করি ছুটাছুটি ধূলি বাঁধে মুঠি মুঠি
পিয়াসে আকুল হিয়া আরো ক্লিষ্ট হয়।
কি ছাই মাগিয়ে নিয়ে কি ছাই করে তা' দিয়ে
দুদিনের মোহ ভেঙ্গে চুরমার হয়;
তথাপি নিলাজ হিয়া মহাব্যস্ত তাই নিয়া
ভাঙ্গিতে গড়িতে, হ'য়ে পড়ে অসময়।
আহা ওরা জানে না' ত, করুণানির্ঝর, নাথ,
না চাহিতে নিরন্তর ঝর ঝর বয়;
চিরতৃপ্তি আছে যাহে, তা' যদি গো নাহি চাহে,
তাই দিও দীনে, যাতে পিপাসা না রয়।

তারপর গভীর আবেগভরে বললেন—পরমপিতাকে প্রীত করার কামনা যখন আমাদের দেহমনপ্রাণবুদ্ধি ও চেতনাকে ষোল আনা অধিকার ক'রে বসে, তখন আত্মস্বার্থী বাসনা-কামনা আমাদের আর উত্ত্যক্ত ও অতিষ্ঠ ক'রে ইষ্টসেবায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারে না। মরার হাড়ে তখন ভেলিক খেলে যায়। সাধারণ মানুষ তাঁর দয়ায় অসাধ্য সাধন ক'রে বসে। পুরোপুরি তাঁর হ'তে না পারলে টানা-হ্যাঁচড়ায় জান কাবার। শান্তির সন্ধান লাখো চেষ্টা সত্ত্বেও মেলে না।

চুনীদা—পুরোপুরি তাঁর হওয়া বড় কঠিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' কেন? বরং এইটেই সবচাইতে সহজ ও স্বাভাবিক। যে নিজের প্রকৃত মঙ্গল চায়, সে এটা করতে বাধ্য। মানুষ ষড়রিপুর কেনা গোলাম হ'য়ে জীবনভোর কষ্ট সইতে পারে। আর যত ওজর-আপত্তি ইষ্টের দাসানুদাস হ'য়ে জীবনটা সার্থক করার বেলায়! ভেবে দেখলে পার কোন্‌টা আমাদের কাম্য! অশান্তি? না শান্তি? জ্বালা-যন্ত্রণা? না আনন্দ?

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় তক্তপোষে শুভ্রশয্যায়

সুখাসীন। বহিরাগত এক মা কিছুসময় একান্তে তাঁর সঙ্গে কথা ব'লে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যাদির কথা জানিয়ে তাঁর সমাধানী-নির্দ্দেশাদি গ্রহণ করলেন।

এরপর সুধাংশুদা (মৈত্র)-কে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে বললেন—সুধাংশু! তুমি এসে গেছ। খুব ভাল হইছে। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ভাবছিলাম।

সুধাংশুদা প্রণামান্তে সবিনয়ে বললেন—আজ্ঞে বলুন বাবা!

শ্রীশ্রীঠাকুর—Crystal (স্ফটিক) কিভাবে হয় এবং তার chemical structure ও character (রাসায়নিক গঠন ও চরিত্র) কী, বল তো!

সুধাংশুদা—সাধারণভাবে বলতে গেলে বলা যায় ক্রিষ্ট্যাল মানে রাসায়নিক বস্তুর স্ফটিকের মত দানা। বিচ্ছিন্ন কণাগুলিকে দানায় পরিণত বা ঐক্যানিবদ্ধ ক'রে তোলার আবার একটা কায়দা আছে। যেমন চিনি জাল দিয়ে তার মধ্যে সুতো দিয়ে মিশ্রীর ডেলা তৈরী করা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় পা'কের তাক বুঝে যদি কোন crystalizing agent (বন্ধনসংঘটনী উপাদান) দেওয়া যায়, তবে সমস্ত জিনিসটাই crystalized (স্ফটিকীকৃত) হ'য়ে ওঠে। বর্ণাশ্রমের মধ্যে অর্থাৎ বংশানুক্রমিক সংস্কারগত সামাজিক শ্রেণী ও বৃত্তিবিভাগের বেলায়ও এই ব্যাপারটা ঘটে। মানুষের বৈশিষ্ট্যসম্মত করা, বলা, চলা, প্রথাপালন, অভ্যাস, ব্যবহার, জীবিকা যখন বংশপরম্পরায় চলতে থাকে, তার ভিতর-দিয়ে তার দেহবিধানের মধ্যে তদনুরূপ একটা স্ফটিক-সংস্থিতি গ'ড়ে ওঠে, যা' কিনা তার স্বভাব ও কর্ম্ম-সংস্কারকে স্বতঃই প্রভাবিত করে। এই বৈধানিক স্ফটিক-সংস্থিতিকে জৈবদানা বা জৈব-সংস্কৃতিও বলা চলে। ইষ্টের পরিপূরণার্থে যা' মানুষ শেখে ও করে তা' সহজেই সত্তাসঙ্গত হ'য়ে ওঠে এবং বিয়ে-থাওয়া ও প্রজনন যদি বিধিমাফিক হয়, তবে ঐ সত্তাসঙ্গত গুণ সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। হীনম্মন্য অহং-এর তাড়নায় মানুষ যত গুণপনাই অর্জ্জন করুক না কেন, তা' কিন্তু সত্তায় অনুপ্রবিষ্ট না হওয়ার দরুন, বংশানুক্রমিকতাকে সমৃদ্ধ করতে পারে কমই। আদর্শনিষ্ঠা আমাদের জীবনচলনার ক্ষেত্রে crystalizing agent (বন্ধনসংঘটনী উপাদান)-এর মত ক্রিয়া করে। তা' আমাদের হাজারো প্রচেষ্টা ও অভিজ্ঞতাকে একসূত্র-সঙ্গত ক'রে অখণ্ড ব্যক্তিত্বলাভে সাহায্য করে। যে জৈবদানার কথা বলছিলাম, তা' উপযুক্ত পোষণ পেলে পরিপুষ্ট হ'তে পারে, এবং তার অভাবে শীর্ণ হ'তে পারে, কিন্তু একেবারে নষ্ট হয় না। তাই বিপ্রের ছেলে শিক্ষাদীক্ষার অভাবে বা সঙ্গদোষে হীনত্ব প্রাপ্ত হলেও তার জৈব-সংস্কার মুছে যায় না। তবে প্রতিলোম বিবাহকে আমাদের সমাজ যে নিষিদ্ধ করেছে, তার কারণ ওতে জৈব সংস্থিতি বা instinct (সহজাত সংস্কার) সম্পূর্ণভাবে বিপর্য্যস্ত ও বিধ্বস্ত হ'য়ে পড়ে। ধর্ম্ম, ইষ্ট, কৃষ্টির মূল্য এইখানে যে এগুলি crystalizing and evolving

factor (স্ফটিকীকরণী ও বিবর্ত্তনী উপাদান)। Whole Indo-Aryan culture (সমগ্র ভারতীয় আর্য্যকৃষ্টি)-টাই একটা superscience (মহাবিজ্ঞান)।

সুধাংশুদা—বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রসঙ্গে আদর্শের কথা কেন বলছেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গোড়ায় যে ক্রিষ্ট্যালের কথা বলছিলাম, সে-দিক দিয়ে বলতে পার আদর্শ হলেন একজন crystalized man (দানা-বাঁধা গোটা মানুষ)। তাঁর জীবন-দুনিয়ার সবকিছু অখণ্ড একীকরণে সুবিন্যস্ত, বিচ্ছিন্ন বহুমুখী টান তাঁর সত্তাকে টুকরো-টুকরো করতে পারে না, কারণ প্রবৃত্তি তাঁর চালক নয়, তাঁর জীবনচলনার নিয়ামক হ'লো বৃত্তিভেদী শ্রেয়-অনুরক্তি বা ভক্তি। তাঁতে সাচ্চা ভক্তি হ'লে যে-কোন মানুষ তার মত ক'রে ঐ রকমটা পায়। সুখশান্তি পেতে গেলে, জীবনে কৃতকৃত্য হ'তে গেলে, এটা কতখানি দরকার তা' কি আর ব'লে বোঝান লাগে?

প্যারীদা শ্রীশ্রীঠাকুরের রক্তের চাপ পরীক্ষা করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে প্যারীদার দিকে চাইতেই প্যারীদা বললেন—Normal (স্বাভাবিক)-ই আছে।

ধীরে-ধীরে উমাদা (বাগচী), সুরেনদা (শূর), জ্ঞানদা (দত্ত), গোপেনদা (রায়), সত্যকিঙ্করদা (পালিত), সতীশদা (চৌধুরী), হরেনদা (বসু), রাজেনদা (মজুমদার), বিভুদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), কেদারদা (ভট্টাচার্য্য), কালীদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রভৃতি অনেকে আসলেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ধর্ম্মদান সব থেকে বড় কাজ। তাই যাজন আমাদের নিত্যকর্ম্ম। আচরণ-যুক্ত যাজন জীবনের সব দিকই fulfil (পরিপূরণ) করে। তা' যাজক ও যাজিত উভয়কেই যোগ্য ক'রে তুলতে সাহায্য করে।

হরেনদা—প্রত্যেক কাজেই বাধার অন্ত নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেক সময় আমাদের ত্রুটিপূর্ণ চলনই বাধাকে invite (আমন্ত্রণ) করে। ঐ কাজটি ক'রো না। নিজেকে শুধরে নিও। তা' সত্ত্বেও বাধা আসবে। বাধা আসলে কৃতিত্বের সঙ্গে তা' অতিক্রম করতে উঠে-পড়ে লেগে যেও। সাফল্যের সঙ্গে বাধা অতিক্রম করার ভিতর-দিয়ে নতুন শক্তি ও আত্মবিশ্বাস লাভ করবে। আর একটা কথা মনে রেখো—unfinished (অসমাপ্ত) বহু থেকে finished (সমাপ্ত) অল্পও ভাল। কাজ নিখুঁতভাবে করার ভিতর-দিয়ে যেমন কাজ সুসম্পন্ন হয়, তেমনি চরিত্রও উন্নত হয়। আদত উন্নতি হলো চারিত্রিক উন্নতি, যার উৎস হলো শ্রেয়-আনতি। তা' বাদ দিয়ে অন্য কৃতিত্বের দাম অতি অল্পই।

একটি দাদা চাকরী করেন এবং সেই সঙ্গে ঋত্বিকতাও করেন। চাকরীর ক্ষেত্রে তিনি promotion (পদোন্নতি)-এর ব্যাপারে সুবিচার পাচ্ছেন না সেই কথা শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার promotion (পদোন্নতি) এখানে। ঋত্বিকতা এমনভাবে কর, ঋত্বিকী এতখানি বাড়িয়ে তোল, যাতে পরের গোলামী করা না লাগে।

হুগলি জেলায় বসবাসকারী এক উদ্বাস্তু দাদা হতাশভাবে নিজের দুরবস্থার বর্ণনা দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর অভয় দিয়ে বললেন—খেটে খাওয়ার বুদ্ধি থাকলে ভাতের অভাব হবে না। মাথা ও গা-গতর খাটিয়ে চলতে যদি অভ্যস্ত হও, দেখবে নিজের সংসার তো চালিয়ে নিতে পারবেই, সেই সঙ্গে অন্যের দায়-দায়িত্বও বহন করতে পারবে। তবে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি যেন ঠিক থাকে। এইগুলি হ'লো বাঁচার বনিয়াদ।

২৪শে শ্রাবণ, সোমবার, ১৩৫৫ (ইং ৯।৮।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে অশ্বত্থতলার নীচে তাঁবুর মধ্যে উপবিষ্ট। সুবোধদা (সেন), মন্মথদা (দে), নিবারণদা (বাগচী), সুধীরদা (গঙ্গোপাধ্যায়), করুণাদা (মুখোপাধ্যায়), নিরাপদদা (পাণ্ডে), বীরেনদা (পাণ্ডে), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), অজিতদা (গঙ্গোপাধ্যায়), প্রকাশদা (বসু), নিৰ্ম্মলদা (ব্রহ্ম), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), পণ্ডিত ভাই (ভট্টাচার্য্য), শ্রীশদা (রায়চৌধুরী), দেবেনদা (রায়), সুধীরদা (দাস), খগেনদা (তপাদার), নগেনদা (দে), কালিদাসদা (মজুমদার), গৌরদা (দাস), রজনীদা (রায়), জিতেনদা (মিত্র), ধীরেনদা (চক্রবর্ত্তী), আদিনাথদা (মজুমদার), সত্যেনদা (মিত্র), চতুর্ভুজদা (উপাধ্যায়), মহেন্দ্রদা (হালদার), অমূল্যদা (ঘোষ), চারুদা (করণ), হেমদা (মুখোপাধ্যায়), ঈষদা-দা (বিশ্বাস) প্রভৃতি অনেকেই কাছে উপস্থিত আছেন।

নূতন আশ্রমে কোন্-কোন্ ধরণের লোক আনতে হবে সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ডাক্তার, কবিরাজ, হোমিওপ্যাথ, প্রাকৃতিক চিকিৎসক, নার্স, ধাত্রী, রেডিওলজিষ্ট, প্যাথলজিষ্ট, ফার্মাকোলজিষ্ট, চোখের ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার, দাঁতের ডাক্তার, সার্জ্জন, বিভিন্ন রোগের বিশেষজ্ঞ, পশু-চিকিৎসক, উকিল, ইঞ্জিনীয়ার, কলা ও বিজ্ঞানের প্রধান-প্রধান বিষয়ে কৃতী এম-এ, এম, এস-সি, শিক্ষক, ভিলেজ প্রফেসর বা গ্রাম্য আচার্য্য, অধ্যাপক, ইংরেজী জানা ভাল পাণিনির পণ্ডিত, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সম্পাদক, ভাষাতত্ত্বজ্ঞ, শিল্পী—বিশেষ ক'রে ভাল ছবি আঁকিয়ে, ফটোগ্রাফার, পাইলট, ড্রাইভার, গাইয়ে, বাজিয়ে, নানারকমের মেকানিক ও টেক্‌নিসিয়ান, শর্টহ্যাণ্ড টাইপিষ্ট, একাউণ্ট্যাণ্ট, চার্টার্ড একাউণ্ট্যাণ্ট, লাইব্রেরীয়ান, লাঠি-ছোরা চালনা এবং বক্সিং ও যুযুৎসু শেখাবার লোক, খেলোয়াড়, ফিজিক্যাল্ ইনষ্ট্রাক্টর, সামরিক শিক্ষা দিতে পারে এমনতর গুর্খা,

শিখ, পাঞ্জাবী, স্ব-স্ব শাস্ত্রজ্ঞ ও আচারবান হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পারশী, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ইত্যাদি, ব্যবসায়ী, ঠিকাদার, দর্জ্জি, ময়রা, কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, কুম্ভকার, ভাস্কর, শাঁখারী, কাঁসারী, তাঁতি, মিস্ত্রী, ধুনুরী, ধোপা, নাপিত, মুচি, মেথর, গয়লা, মাঝি, রাজমিস্ত্রী, জ্যোতিষী, দশকর্ম্মা, পূজাপার্ব্বণ ও শাস্ত্রীয় সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠানে অভিজ্ঞ, সংস্কৃতে সুপণ্ডিত—এমনতর পুরোহিত, ভাল-ভাল চাষী, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের বিভিন্ন দেশের ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কিছু-কিছু লোক ইত্যাদি। কোন্‌টা বলব, আর কোন্‌টা না বলব? ঋত্বিক্, অধ্বর্য্যু, যাজক এরা তো থাকবেই। আর আমার ইচ্ছা যে, প্রত্যেকে তা'র বৈশিষ্ট্যসম্মত কাজকর্ম্মে রত থাকে। আমি ভাবি আশ্রমটা যাতে সারা জগৎ, সারা ভারত ও একটা সুসম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুসম্বদ্ধ ভিত্তিস্বরূপ গ'ড়ে উঠতে পারে, যেখানে পৃথিবীর মানুষ হদিস পেতে পারে কেমন ক'রে ধর্ম্ম ও আদর্শকে কেন্দ্র ক'রে মানুষ একই সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ঐক্য-সমন্বিত প্রগতির পথে চলবে। এই পরিকল্পনাকে স্থায়ী রূপ দিতে গেলে সব চাইতে বেশী প্রয়োজন ইষ্টনিষ্ঠ, সুনিয়ন্ত্রিত, সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়সম্পন্ন, বুদ্ধিমান, দরদী, সুদক্ষ মানুষের। যার যত গুণপনাই থাক না কেন, কায়মনোবাক্যে ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপন্ন না হ'লে, তাকে দিয়ে পরমপিতার কাজ হয় কমই।

কাজকর্ম্ম সম্পর্কে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর আবেগভরে বললেন—বহুদিন থেকে তোমাদের যে-সব কথা ব'লে আসছি সেগুলি যদি ঠিকমত করতে, তাহ'লে দেশে আজ যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তা' হ'তো না। দেশভাগ হওয়ার ফলে দেশের কোটি-কোটি হিন্দু-মুসলমান আজ ভিটেমাটি ছেড়ে সর্ব্বস্বান্ত হ'তে বসেছে। একটা বিরাট যুদ্ধে লোকের যা' ক্ষতি না হয়, তার চাইতে বেশী ক্ষতি হচ্ছে লোকের। লোকের সব চাইতে বড় সর্ব্বনাশ হয় যদি সে তার কৃষ্টি ও ঐতিহ্য হারায়, মেয়েরা যদি তাদের ইজ্জত হারায়। এইসব কথা ভেবে-ভেবে মনে আমি একটুও শান্তি পাই না, ভাল ক'রে ঘুমোতে পারি না। মুসলমানরা নিজেদের সমাজের কথা ভাবে, কিন্তু হিন্দুরা নিজেদের সমাজের বিষয় ভাবাটাকে সংকীর্ণতা মনে করে। এটা একরকমের distortion (বিকৃতি)। কতই তো ক'লেম। আর কত ক'ব? তোমাদের জানার কিছু ত্রুটি নেই। কেন যে আপ্রাণ হ'য়ে করলে না, বুঝতে পারি না।

কেষ্টদা—আমাদের ছোট্ট টান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন টানই যে আজ টিকবে না। মানুষ কাবু হ'য়ে পড়ে বৌ-এর টানে। তার সাময়িক সামান্য কষ্ট হ'লেও সইতে পারে না। কিন্তু দুষ্ট লোকের ছোবল থেকে বৌ, মেয়ে, বোনকে কি আজ বাঁচাতে পারবে! শয়তান প্রকৃতির লোক যারা, তাদের প্রধান লক্ষ্যবস্তুই যে ওরা। রোখ ওদের

উপর। আমাদের এখন দরকার দীক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, কর্ম্মী জোগাড় করা, ভাবধারা প্রচার ও বিভিন্ন জায়গায় বহু লোকের আস্তানা গ'ড়ে তোলার জন্য ক্রমাগত টাকার জোগান।

আরো অনেকে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁরা শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে তাঁর ইচ্ছা পূরণে বদ্ধপরিকর হ'য়ে উঠছেন।

কর্ম্মীদের মনোভাব লক্ষ্য ক'রে এবং স্বগত উক্তি শুনে কেষ্টদা বললেন—দাদারা বলছেন, যেন-তেন-প্রকারেণ এবার ওঁরা আপনার ইচ্ছা পরিপূরণ করবেনই।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিমুখে বললেন—হ্যাঁ! ভাল ক'রে ব'লে দেওয়া লাগে, টাকা এসে গেলেই আশ্রম গড়ার কাজ আরম্ভ করা যায়। তবে মানুষগুলিই হ'লো আমার Foot-stool (পাদপীঠ)। এদের দিয়ে এবং এদের জন্যই আমার সব। একজন মানুষও যেন নড়বড়ে হ'য়ে না পড়ে। প্রত্যেককে প্রত্যেকে দেখবে তোমরা। এই নেশা যদি তোমাদের ভিতর না গজায়, আমি সুখ পাব না কিছুতেই। God lives in love (ঈশ্বর ভালবাসায় বাস করেন)। তাঁকে যে ভালবাসে, সে আবার পরিবেশের সেবায় ফিঙ্গে হ'য়ে না লেগে পারে না। তখন ম্যাজিকের মত কাজ হয়।

কেষ্টদা—প্রত্যেকেই পাগলা কুকুরের মত লেগে গেলেই হয়। শক্তিদাতা তো পিছনে আছেনই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ!..............ক্ষেত্রর (শিকদার) সংসারটা চলার একটা ব্যবস্থা ক'রে দিলে হয়। তাহ'লে ওর বাড়ী যাওয়া লাগে না, শিউড়ীর জমির ব্যবস্থা নিয়ে থাকতে পারে। আমরা তো সময় থাকতে করি না। মাথার উপর ডাঙ্গস না পড়লে করা আসে না। আগে থাকতে অনেক কাজ করা উচিত ছিল, শেয়ারগুলি তাড়াতাড়ি sell (বিক্রয়) ক'রে ফেলা দরকার, যাতে বর্ষার পরই কাজ সুরু করা যায়।

বহিরাগত এক দাদা বললেন—আমি কারখানার শ্রমিক, টাকা-পয়সা যা' পাই, তা' যে খুব খারাপ তা' নয়, কিন্তু কাজের ধরণ ও পরিবেশ এমন যে মোটেই ভাল লাগে না। কারখানায় যাবার কথা মনে হ'লেই যেন গায় জ্বর আসে, তবু পেটের দায়ে যেতে হয়। এ অবস্থায় আমি কী করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কারখানার একঘেয়ে একই কাজ রোজ-রোজ করতে-করতে মানুষ যেন যন্ত্রের মত হ'য়ে ওঠে। কাজের মধ্যে নূতনত্ব না থাকলে, মাথার খাটুনি না থাকলে, সৃষ্টির আনন্দ না পেলে অনেকেরই তা' ভাল লাগে না। তাই ভেবে দেখো স্বাধীনভাবে কিছু করা সম্ভব কিনা। ওখানে থাকতে-থাকতে চোখ-কান খোলা রেখে স্বাধীনভাবে একটা কাজের সব দিক যাতে একা ভালভাবে করতে পার, তেমনতর অভিজ্ঞতা লাভ কর। পরে সুযোগমত নিজে কিছু ক'রো। কিন্তু তা' যতদিন না পার, ততদিন পেটের দায়টাকে মুখ্য ক'রে রেখো

না। ভাবতে চেষ্টা ক'রো—পরমপিতার দয়ায় তুমি তোমার মত ক'রে পরিবেশের সেবা করার সুযোগ পেয়েছ। তাই, আগ্রহ-সহকারে নিখুঁতভাবে তুমি তোমার কাজ করবে। দৃষ্টি-ভঙ্গী বদলে ফেললে, অতো কষ্ট হবে না, আর তোমার efficiency (দক্ষতা)-ও বাড়বে। তা'ছাড়া নামধ্যান, ইষ্টভৃতি ও সদাচার পালনের সঙ্গে-সঙ্গে নিত্য যাজন করবে। যাজনের মধ্যে জীবনের একটা বিশেষ স্বাদ পাবে। একঘেয়েমি কেটে যাবে।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এসে বসেছেন। চতুর্দ্দিকে ভক্তের দল ঘিরে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর স্মিতমুখে সব দিক চেয়ে-চেয়ে দেখছেন। তাঁর করুণাস্নিগ্ধ দৃষ্টি-প্রসাদে সবার অন্তর-আকাশে সুখদ শান্তি-সমীরণ বইছে। ছড়ান মন গুটিয়ে আসছে। চিত্তবিক্ষেপ বিদূরিত হ'য়ে আত্মস্থভাবের উন্মেষ হ'চ্ছে। কারণপুরুষের চেতনা সতত কারণভূমিতে বিচরণশীল, তাই তাঁর সান্নিধ্যে সবার অন্তর্নিহিত সুপ্ত কারণমুখীনতা যেন স্বতঃই প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে।

যামিনীদা (রায়চৌধুরী) খুঁটিনাটি দৈনন্দিন সমস্যাদির বিষয় বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সাগ্রহে সব কথা শুনে বললেন—তোমরা যদি নিজেদের মাথা খাটিয়ে, বুদ্ধি খাটিয়ে না চল, না কর, তবে আমি তোমাদের enjoy (উপভোগ) করতে পারি না। কত মানুষকে তোমাদের চালনা করতে হয়, বুদ্ধি-পরামর্শ দিতে হয়। ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে তোমরা যদি নিজেদের ছোটখাট সমস্যার সমাধান করতে না পার, তবে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তাশক্তি, অভিজ্ঞতা ও প্রত্যয়ের তফিল বাড়বে না। আর তা' যদি না বাড়ে তোমাদের লোকপালী যোগ্যতাও অপুষ্ট থেকে যাবে। তবে জটিল সমস্যার ক্ষেত্রে যেখানে বোঝ না করণীয় কী, সেখানে জিজ্ঞাসা করবে বই কি?

জনৈক মায়ের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মেয়েদের এমন ক'রে শিক্ষা দিতে হয় যাতে তারা আদর্শ স্ত্রী ও মা হ'তে পারে। প্রধান জিনিস একনিষ্ঠ টান। বিয়ের আগে অন্যপুরুষের সংস্রবে তাদের টান যেন খণ্ডিত না হয়। বর-মনোনয়নে বিচার্য্য কী-কী, তাও তাদের মাথায় গেঁথে দিতে হয়, যাতে তারা যাকে-তাকে মন দিয়ে না ফেলে।

কর্ম্মীদের সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—চাই sincerity of purpose (উদ্দেশ্যে আন্তরিকতা) আর friendship between word and work (কথায়-কাজে মিল)। Minimum qualification (ন্যূনতম গুণ) এতটুকু থাকলেই আশা করা যায় যে, সে উন্নতি করবে, কাজের লোক হবে। আমাদের সবার এইটুকু থাকলে এতদিনে কতকিছু ঠিক ক'রে গোঁপে তা' দিয়ে চলতে পারতাম। আমাদের অনেকে বড়-বড় কথা কইতে দড়, কিন্তু তদনুগ আচরণে ঢন্‌ঢন্‌। তা' সত্ত্বেও যে এতখানি হয়েছে, সে পরমপিতার দয়া।

কালীষষ্ঠীমা—ঠাকুর! সুখ পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—তোকে দেখে তো মনে হয় তোর সুখ ধরে না। গা বেয়ে পড়ে।

কালীষষ্ঠীমা—আপনি তা আমার সব কথা হাসে উড়ায়ে দেন। সত্যি সুখ পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' যদি হয়, তবে নিজের সুখের কথা না ভেবে মানুষকে সুখী ক'রে চল্, নির্ঘাত সুখী হবি।

শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে-খেতে বললেন—রামকানালী যদি যাই আর দামোদর প্রজেক্টে যদি হাইড্রো-ইলেকট্রিক হয়, ইলেকট্রিক উনুনে রান্না করা যাবে। কি ক'স্ সরোজিনী? ভাল হবে না?

সরোজিনীমা—তা' আর বলতে?

সুবোধদা (সেন)—প্রিয়পরমের সেবা ছাড়া অন্যরকম সেবায় কি উচ্চাঙ্গের যোগ্যতার স্ফুরণ হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা কি হয়? তবে কেউ-কেউ বিশেষ শক্তি ও প্রতিভা নিয়েই জন্মে।

সুবোধদা—যারা এ্যটম বম্ব আবিষ্কার করেছে, তাদের ভিতর আদর্শানুরাগ আছে বলে তো মনে হয় না। জিনিসটার ফল ধ্বংসাত্মক হ'লেও এই উদ্ভাবনের মৌলিকতা তো স্বীকার করতেই হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিস্ময়কর যারা কিছু করে তাদের জন্মগত শক্তি যেমন থাকে, তেমনি শ্রেয়-অনুরাগও থাকে। সে শ্রেয় মা-ও হ'তে পারে, দেশের নেতাও হ'তে পারে। তাদের প্রিয়পরমকে ধরার পথ খুলে যায় এর ভিতর-দিয়ে।

সুবোধদা—বর্ণাশ্রমিক পন্থায় বিপুল উৎপাদন কিভাবে হ'তে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে-সব ক্ষেত্রে সম্ভব মহাযন্ত্রের পরিবর্ত্তে নানারকম গার্হস্থ্য-যন্ত্র আবিষ্কার ক'রে বংশানুক্রমিক ধারা বুঝে সেগুলি পরিবারে-পরিবারে ছড়িয়ে দিতে হয়, ইলেকট্রিসিটি জোগাতে হয়। ঘরে-ঘরে যদি কাজ হয়, বেকার কমই থাকে, উৎপাদন হয় এন্তার। সমৃদ্ধি ও শান্তি দুই-ই বজায় থাকে।

তারকদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) নিজের ত্রুটির কথা বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাজ করতে-করতে নিজের ত্রুটি যে ধরতে পারছ, এইটে শুভলক্ষণ, লক্ষ্য রেখে শুধরে ফেল।

তারকদা—লোকের continuity (ক্রমাগতি) বড় কম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের continuity (ক্রমাগতি) কম, তাই তা' সঞ্চারিত করতে পারি না। কঠিন কিছু না, মানুষের পিছনে লেগে থেকে তাদের ভিতর সদভ্যাসগুলি গজিয়ে দিতে হয়। পরেও মাঝে-মাঝে চেতিয়ে দিতে হয়। ভালর দিকে নেশা সৃষ্টি ক'রে দিতে পারলে, তা' ছাড়তে চায় কম।

রাত ৭টা ২৫ মিনিটে শ্রীশ্রীঠাকুর ইংরেজীতে একটি বাণী দিলেন। পরক্ষণেই ঐ ভাব-অবলম্বনে বাংলায় অনুরূপ একটি বাণী বললেন।

২৫শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৩৫৫ (ইং ১০।৮।১৯৪৮)

ঋত্বিক্ অধিবেশন শেষ হয়েছে। কিন্তু বহু কর্ম্মী এখনও আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে অশ্বত্থ গাছের নীচে তাঁবুতে শুভ্র শয্যায় সুখাসীন। সদানন্দ প্রভু আপন আনন্দে বিভোর। তাঁর প্রসন্ন আননে শিশুর সারল্য, সুধাকরের স্নিগ্ধ মাধুর্য্য। তাঁর প্রেমমুখপানে চেয়ে থাকাই এক পরম উপভোগ। সমবেত ভক্তবৃন্দ সেই আলোকসামান্য সুখসম্ভোগে মসগুল।

চারুদা (করণ) কয়েকটা ব্যক্তিগত কথা ব'লে নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে, প্রাণকাড়া চোখের ইশারায়, হাতঘুরিয়ে উৎসাহ-দীপী অনুমোদন জানালেন।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর স্নেহল কণ্ঠে বললেন—শৈলেশ (বন্দ্যোপাধ্যায়)! পাটনায় অর্থাৎ পাটনা শহরে জোরসে কাম করা লাগে।

শৈলেশদা—কিভাবে অগ্রসর হব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওখানে যদি দীক্ষিত লোক থাকে, তবে তাদের ভাল ক'রে মাতিয়ে তুলতে হয়, অর্থাৎ যজন, যাজন, ইষ্টভৃতিপরায়ণ ক'রে তুলতে হয়। তাদের যাজনমুখর ক'রে তুললে দীক্ষিতের সংখ্যা বাড়তে থাকবে। সৎসঙ্গীরা যাতে সৎসঙ্গের ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয়, সেইজন্য সহজ সরলভাবে হিন্দী ও ইংরাজীতে কয়েকখানা বই লিখতে হয় বা বাংলা বইয়ের অনুবাদ করিয়ে নিতে হয়। শচীনদা (গঙ্গোপাধ্যায়) সত্যানুসরণের হিন্দী অনুবাদ ছাপিয়েছিল। ওটা তোমাদের কাজে লাগবে। হিন্দী বইয়ের বিশেষ প্রয়োজন। বিহারের অধিবাসী যারা তাদের মধ্যে দীক্ষা যেমন দিতে হয়, তেমনি তাদের মধ্যে কিছু লোককে এমনভাবে তৈরী করতে হয়, যাতে তাদের ঋত্বিকের পাঞ্জা দেওয়া যায়। ভাল instinct (সংস্কার)-ওয়ালা লোক দেখে তাদের পিছনে খাটতে হয়। তাদের বার-বার এখানে নিয়ে আসতে হয়। বিহারী ঋত্বিক্ হ'লে তারা সহজে স্থানীয় লোকদের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে। পাটনায় এমন হাউড় তোলা লাগে, যাতে সারা বিহারে কাজ তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে যায়।

শৈলেশদা—সেটা কিভাবে করতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর, ওখানে যে বিধানসভা আছে, সেখানে তো সারা বিহারের সব অঞ্চলের, সব সম্প্রদায়ের, সব শ্রেণীর, সব দলের সদস্য আছে। তাদের মধ্যে

যদি ঢুকতে পার, তা'হলে তো গোটা বিহারের প্রতিনিধিস্থানীয় মানুষগুলির সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেল। আবার এই করতে গিয়ে মন্ত্রীদেরও পেয়ে গেলে। সেই সঙ্গে-সঙ্গে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের বড়, ছোট, মাঝারি অফিসার ও কর্ম্মচারীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব সৃষ্টি ও যাজন করতে হয়। নিজের কথাবার্ত্তা, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার ও ব্যক্তিত্ব এমন ক'রে তোলা লাগে যাতে মানুষ স্বতঃই তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তুমি যতই ইষ্টের প্রতি অটুট ও গভীর আকর্ষণে বিধৃত ও বিমুগ্ধ হ'য়ে থাকবে সক্রিয়ভাবে, ততই তোমার magnetic power (চৌম্বক শক্তি) বেড়ে যাবে, ততই মানুষ তোমার প্রতি সশ্রদ্ধ হ'য়ে উঠবে। ইষ্টনেশায় সমাহিত থেকে ইষ্টকর্ম্ম ক'রে চলাই সাফল্যের তুক। এতে লোকের কাছ থেকে সম্মান পেলেও অহংকার আসে না, আবার নিন্দাভর্ৎসনাতেও মন টলে কম। ইষ্টকে যে মনটা সঁপে দেয়, সে-ই চালাক লোক দুনিয়ায়। সে সুখ-দুঃখের মধ্যে থাকলেও, সেগুলি তার মনকে খুব একটা ধরতে বা কাবেজ করতে পারে না। তারপর যে-কথা বলছিলাম। ইউনিভার্সিটি ও কলেজে-কলেজে অধ্যাপক ও ছাত্রদের মধ্যে পরমপিতার ভাব চারিয়ে দিতে হয়। এই ছাত্ররাই তো দুদিন বাদে মুরুব্বী হ'য়ে দাঁড়াবে। আবার এদের ভিতর বিভিন্ন জেলার যুবকদের পাবে। ভাল-ভাল উকিল, ব্যারিষ্টার, অ্যাডভোকেট ও ডাক্তারদের বহুলোকের সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ থাকে। তাদের সঙ্গেও ইষ্টানুগ হৃদ্য সম্পর্ক সৃষ্টি করতে হয়। সাংবাদিক ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে ভাল ক'রে মেলামেশা করতে হয়। ধর্ম্ম ও কৃষ্টির ব্যাপারে তাদের এমনতরভাবে উদ্বুদ্ধ করা লাগে, যাতে তাদের লেখনী লোকমঙ্গলযজ্ঞের হোতা হ'য়ে ওঠে। রেডিওর কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যেও ঢুকে পড়তে হয়, যাতে তারাও তাদের প্রোগ্রামের ভিতর-দিয়ে আদর্শমূলক সদ্ভাবের সঞ্চারণায় উদ্যোগী হয়। বিহারের ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ-জীবন, আচার-বিচার, আমোদ-উৎসব, অভ্যাস, প্রথা, শিল্পকলা, স্থাপত্য, তীর্থস্থান, দ্রষ্টব্যস্থান, লোকগুরু,—যেমন বুদ্ধদেব, মহাবীর, গুরুগোবিন্দ, এখানকার অর্থনীতি, প্রত্নতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, নৃত্য, গীত, অভিনয়, প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য, মেলা, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, পথঘাট, যানবাহন, যোগাযোগ-ব্যবস্থা, জলপথ, বন, খনি, পশুপাখী, জীবজন্তু, ফুলফল, সেন্সাস রিপোর্ট, শিক্ষা, গবেষণা, শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও কুটিরশিল্প, জলবায়ু, স্বাস্থ্য, উপজাতি, আদিবাসী, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, জনসাধারণের বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণী ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধে এত ভাল ক'রে জানতে-বুঝতে হয় যে লোকে তোমার সঙ্গে আলাপ ক'রে যেন বুঝতে পারে বিহার সম্বন্ধে তোমার আগ্রহ ও জ্ঞান কত গভীর। প্রত্যেকের interest (অন্তরাস)-এর উপর দাঁড়িয়ে আলাপ সুরু ক'রে যদি প্রসঙ্গতঃ ইষ্টে এসে উপনীত হতে পার, তবে মানুষ normally (স্বাভাবিকভাবে) তোমাতে ও তোমার ইষ্টে interes-

ted (অন্তরাসী) হবে। তোমার যাজন একটা চাপিয়ে দেওয়া ব্যাপার ব'লে মনে হবে না তার কাছে। সে তোমাকে অন্তরঙ্গ আপনজন ব'লে মনে করবে। নামময় হয়ে থাকবে, তখন পরমপিতা তোমার মুখ দিয়ে কথা কবেন। সে-কথায় বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই সত্তা তুষ্টপুষ্ট হবে। যেখানে যখন যাকে যেমন বলার, আপ্‌সে আপ্‌ তেমনি ততটুকু বলা হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বেড়াতে যাবার প্রাক্কালে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), শরৎদা (হালদার), সুরেনদা (বিশ্বাস), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), হেমদা (মুখোপাধ্যায়), ভোলানাথদা (সরকার), প্রফুল্লদা (চট্টোপাধ্যায়), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), কিরণদা (মুখোপাধ্যায়), গোপেনদা (রায়), ভূপেশদা (দত্ত), যতীনদা (মুখোপাধ্যায়), প্রমথদা (দে), নগেন ভাই (দে), গগনদা (বড়ুয়া), রমেশদা (চক্রবর্ত্তী), পরিমলদা (বেরা) প্রভৃতি অনেককে লক্ষ্য ক'রে বললেন—Conception (বোধ)-টা একটা বড় জিনিস। Shallow conception—shallow result, deep conception—deep result, clear conception—clear result (উপরসা বোধ—উপরসা ফল, গভীর বোধ—গভীর ফল, স্বচ্ছ বোধ—স্বচ্ছ ফল)। শুধু মননে একরকম বোধ হয়। আবার মনন-করণে মিতালি হ'লে যে বোধ হয়, তা' কিন্তু অনুভূতির পর্য্যায়ে পড়ে। ভাবা, বলা, করা-অনুযায়ী মানুষ হ'য়ে ওঠে। হয়ে ওঠা-জনিত যে বোধ, তাতে কোন প্রশ্ন বা সংশয় থাকে না, হাজারো উল্টো কথা বললেও সে টলে না। এমনতর অস্তিত্বগত বোধকেই বিশ্বাস বলে।

২৭শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৫ (ইং ১২।৮।১৯৪৮)

বিগত ঋত্বিক্‌ অধিবেশনের ধকলে শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর গতকাল সকাল থেকে আজ দুপুর পর্য্যন্ত বেশ খারাপ ছিল। আজ বিকালে ঘুম থেকে ওঠার পর একটু ভাল বোধ করায় বড়াল-বাংলোর সামনের বারান্দায় তক্তপোষে পাতা বিছানায় উত্তরাস্য হ'য়ে বসেছেন। এমন সময় আশ্রমবাসীদের একটা সামাজিক কর্ত্তব্যচ্যুতির খবর শুনে তাঁর মন খুব খারাপ হ'য়ে গেল। তখনই লোক পাঠিয়ে গিরীশদাকে ডাকিয়ে আনলেন শাস্ত্রীয় প্রায়শ্চিত্তের বিধান জানার জন্য। ব্যাপারটা এই—কাল জ্যোতিদার (বন্দ্যোপাধ্যায়) মা বেলা ন'টায় পরলোক গমন করেন। নগেন ভাই (দে), কাশীদা (রায়চৌধুরী) প্রভৃতি চেষ্টা ক'রে উপযুক্ত সংখ্যক বিপ্র না পেয়ে অবশেষে বেলা চারটের সময় বিপ্র ও অবিপ্র মিলে ব্রাহ্মণী বৃদ্ধার মরদেহ শ্মশানে নিয়ে যান। বিপ্র না জোটায় এবং সৎকারে এত বিলম্ব হওয়ায় শ্রীশ্রীঠাকুর মর্ম্মাহত হন।

গিরীশদা (কাব্যতীর্থ) আসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর সব কথা জানিয়ে বললেন—

এখন এর প্রায়শ্চিত্ত কী বলেন। আমার মনে হয় আমাদের এই সমাজের প্রাপ্তবয়স্ক বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যদের প্রায়শ্চিত্ত করান দরকার। বেদবিহিত কর্ম্মের অকরণ-জন্য বিপ্রের, বেদবিহিত কর্ম্মের নীতি ও শৃঙ্খলা রক্ষা না করার জন্য ক্ষত্রিয়ের, আর বেদবিহিত কর্ম্মের বিহিত ব্যবস্থা না করার দরুন বৈশ্যের প্রায়শ্চিত্ত করা লাগবে।

গিরীশদা পুঁথিপত্র ঘেটে বললেন—প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে অহোরাত্র উপবাস অনুকল্পে আট পণ কড়ি বা তন্মূল্য দান আর অঘমর্ষণ মন্ত্রজপ।

নগেনদা (বসু) আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শুনেছেন তো?

নগেনদা—আমার কথা শোনে না। কম বয়সে এ-সব করেছি। এখন বয়স ৬২ বৎসর, নিজে করতে পারি না। তবে খোঁজ নিই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কথা না শুনলে গোলমাল করা উচিত ছিল। বিশেষতঃ আপনাদের দায়িত্ব বড় বেশী, আপনারা নীতি ও শাস্ত্রের রক্ষক।

শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—অবিনাশ! শুনিছ?

অবিনাশদা (পাল)—আমি অনেককে ডাকাডাকি করেছি কিন্তু শরীর অসুস্থ থাকায় যেতে পারিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যবস্থা ক'রে দিলি না কেন? সব শুদ্ধ বাধাইছ, আমাকে শুদ্ধ জড়াইছ।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর উদ্বিগ্ন হ'য়ে বললেন—ওরা করবে তো? না আমি যাব?

প্রফুল্ল—হ্যাঁ! ঠিক করবেন। আপনার যাবার দরকার নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রমথদাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—ক্ষত্রিয়রা আগে দোষী, কারণ তারা আইন, বিধিবিধান ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দায়ী। এইসব ক্ষেত্রে প্রয়োজন-মত বলপ্রয়োগ করলেও দোষ নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যগ্রকণ্ঠে—কই? ও গিরিশদা! ব্যবস্থা করলেন?

গিরীশদা—ওরা আসছেন।

দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত)—এক batch (দল) এখন করা হো'ক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব একসঙ্গে করলে সে একটা effect (ফল) হয়। (পরক্ষণে কাশীদা (রায়চৌধুরী)-কে বললেন)—তুই শ্মশানে গিয়েছিলি, তা' সত্ত্বেও প্রায়শ্চিত্ত করা ভাল। অধিকন্তু ন দোষায়। খাঁটি বামুন তো অপরের অপরাধের জন্য নিজে প্রায়শ্চিত্ত ক'রে তাদের আত্মসংশোধনে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে।

কাশীদা—হ্যাঁ! অবশ্যই করব। অন্ততঃ চারজন বামুন যে জোগাড় করতে পারিনি, সেও তো আমার অপরাধ।

শ্রীশ্রীঠাকুর সোল্লাসে—সাবাস বেটা। এই যে বামুনের ছাওয়ালের মত কথা।

কান্তিদা আসতেই বললেন—ধর্ম্ম ও কৃষ্টি সংরক্ষণের জন্যই ক্ষত্রিয়ের জন্ম। বেদবিহিত কর্ম্মের নীতি ও শৃঙ্খলার অপলাপ হ'লো আপনার সামনে, সেইজন্য

আপনার প্রায়শ্চিত্ত করা লাগে। (কান্তিদা কানে-কানে কাশীদার সঙ্গে কথা বলে ব্যাপারটা জেনে নিয়ে তখনই বললেন)—হ্যাঁ! করব।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)—কারও মৃত্যু সংবাদ শোনামাত্র অন্য কাজ ফেলে সেখানে যেতে হবে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! সামর্থ্য থাকলে যাওয়াই লাগে। কিন্তু অন্ততঃ ৫।৬ জন লোক জুটে গেলে বা জুটিয়ে দিতে পারলে নিজে না গেলেও চলে।

গিরীশদা বিরাট একদলকে নিয়ে বিধিমাফিক প্রায়শ্চিত্ত মন্ত্রাদি পাঠ করালেন। সবাই অহোরাত্র উপবাসের অনুকল্পে অর্ঘ্য নিবেদন করলেন। মায়েরা পর্য্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত করলেন। এইভাবে ক্রমাগত দলে-দলে প্রায়শ্চিত্ত চলতে লাগল। দেখতে-দেখতে পরিবেশের মধ্যে একটা পূতপ্রভাব ও কৃষ্টিমূলক সমাজচেতনা চারিয়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্বগতভাবে বললেন—এরা কত সৎকার করেছে, এমন তো কখনও হয়নি। এ কী কপালের দোষ! এমন হ'লো কেন?

কেষ্টদা প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলেন—উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বিপ্রের শব স্পর্শ করতে পারে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না! এটা ঐ বিপ্রের সপিণ্ড বা সবর্ণের করণীয়, সপিণ্ডই শ্রেয়।

পূজনীয় ছোড়দা যাচ্ছিলেন সামনে দিয়ে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতে বললেন।

মাণিকদা (মৈত্র), গুরুদাসদা (সিংহ), সুরেনদা (দে), মহিমাচরণ (দে) প্রভৃতির কাছে জিজ্ঞাসা করলেন এবং যাদের প্রায়শ্চিত্ত করা হয়নি, তাদের করতে বললেন। এইভাবে চলছে।

সুধাপাণিমাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন—পয়সা কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভিক্ষা ক'রে নে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর পার্শ্বে উপবিষ্টা শ্রীশ্রীবড়মাকে বললেন—তুমি সরোজিনীর হাতে আট আনা এনে দেও তো!

শ্রীশ্রীবড়মা দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুধাপাণিমাকে বললেন—ভিক্ষা চা'।

সুধাপাণিমা সরোজিনী মা'র কাছে ভিক্ষা চাইলেন।

সরোজিনীমা দিলেন।

তা' নিয়ে সুধাপাণিমা প্রায়শ্চিত্ত করতে গেলেন।

জনৈক যুবক প্রায়শ্চিত্ত ক'রে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করার সময় তিনি ভরসা দিয়ে বললেন—বেঁচে গেলি।

ভাইটি কৃতাঞ্জলিপুটে সাশ্রুনয়নে শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে একটুক্ষণ চেয়ে থাকলেন। পরে আর একবার প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীঠাকুর দুঃখের সঙ্গে বললেন—অনেক মানুষ বড় বেশী irresponsible (দায়িত্বজ্ঞানহীন) হ'য়ে গেছে। সহানুভূতি নাই, বাস্তব সেবা নাই, কারু জন্য কিছু করবে না, অথচ স্বার্থপরের মত কেবল নিজের প্রয়োজন, অধিকার ও দাবীর কথা বলবে। আমি বলি—না করলে কি পাওয়া আসে? মানুষ যত স্বার্থপর হবে, আত্মকেন্দ্রিক হবে, তত অভাব ও অশান্তি তাকে ঘিরে ধরবে। আমি যে বলেছি—স্বভাব দোষে অভাব ঘটে, সৎক্রিয়তায় বিভব বটে—এ হলো বিধির চিরন্তন বিধান। মানুষগুলি নিজের স্বার্থই বোঝে না। যত সব বেকুবের দল!

প্রফুল্ল—কোন একটি সমাজে যদি বেশীর ভাগ লোক undutiful (কর্ত্তব্যবিমুখ) হয় এবং স্বল্পসংখ্যক লোক যদি কর্ত্তব্যপরায়ণ হয় তারা কতটুকু কী করতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিপুল সংখ্যক undutiful (কর্ত্তব্যবিমুখ) লোকের মধ্যে যদি স্বল্প সংখ্যক dutiful (কর্ত্তব্যপরায়ণ) লোক থাকে, তাদের করণীয় হ'লো by their example, service and infusion (তাদের দৃষ্টান্ত, সেবা এবং যাজনের সাহায্যে) সবাইকে dutiful (কর্ত্তব্যপরায়ণ) ক'রে তোলা। অবশ্য যত চেষ্টা করাই যাক না কেন, অনেকের জৈবী-সংস্থিতি এমন থাকে যে তারা তাদের হীন স্বার্থের কারাগার থেকে মুক্ত হ'য়ে অপরের জন্য কিঁছুতেই ভাবতে ও করতে পারে না। সংকীর্ণ-স্বার্থ-অভিভূত থাকে ব'লে তারা আজীবন একটা নরক যন্ত্রণার মধ্যে কাটায়। এদের কি যে কষ্ট!

ননীদা (চক্রবর্ত্তী)—পরিবেশ এমন হ'লো কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমরাই তো কর না। পালের গোদারাই দায়ী। বিশিষ্টরা যদি তাদের বৈশিষ্ট্যসম্মত আচরণ ও চরিত্র আয়ত্ত না করে অথচ বড়-বড় কথা ব'লে বেড়ায়, তাহ'লে তাতে তারা শ্রদ্ধাই হারায়। শ্রদ্ধার্হ চরিত্র-সম্পন্ন মানুষের সংখ্যা যদি না বাড়ে, তা'হলে সমস্ত সমাজ দিন-দিন অধোগামী হয়। তোমরা যারা ঋত্বিক্, তাদের দায়িত্ব কিন্তু অশেষ।

"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

(শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা-যাহা করেন, অন্যান্য সাধারণ লোকেরাও সেইরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করেন, অন্য লোকেরাও তাহাই মানিয়া চলে।) তোমাদের মধ্যে যদি সক্রিয় সেবা ও সহানুভূতি মাথা তোলা না দেয় এবং শুধু তত্ত্বকথার ফুলঝুরি ওড়াও, তবে মানুষ তোমাদের সংস্পর্শে এসে তোমাদের স্বভাবই আয়ত্ত করবে, অর্থাৎ তারা করবে না, শুধু কইবে অর্থাৎ কপট হবে। অথচ তারা ভাববে যে তারা খুব ধর্ম্ম করছে। অমনতর ধর্ম্মে তাদেরও কিছু হবে না, অন্যেরও দুঃখ ঘুচবে না।

প্রফুল্ল—ধর্ম্মদান না ক'রে শুধু পারিপার্শ্বিকের সেবা নিয়ে থাকলেও তো আপনার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্ম মানেই হলো পুরোপুরি ইষ্টের হয়ে যাওয়া, ইষ্টের জন্যই যা-কিছু করা। সেবা বলতেই আমি বুঝি ইষ্টানুগ সেবা। সেবার উদ্দেশ্যই হলো মানুষকে যোগ্য ক'রে তোলা। মানুষ কষ্ট পায় প্রবৃত্তিবশ্যতার জন্য। তোমরা যদি ইষ্টকে ভালবেসে নিজেদের সাধ্যমত প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চলো এবং মানুষের প্রতি দরদ নিয়ে যখন যেখানে যার জন্য যেমন যতটুকু করণীয় তা' কর; তাহ'লে তোমরাও উপকৃত হবে এবং তোমাদের দিয়ে মানুষও উপকৃত হবে। তোমার ছেলের বেলায় তুমি কী করো? তার জন্য যেমন খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করো, তেমনি সঙ্গে-সঙ্গে তার শিক্ষা, চিকিৎসা ও চরিত্র-গঠন ইত্যাদির উপর নজর দাও। অন্যের সম্বন্ধেও ঠিক ঐভাবে যদি feel (বোধ) কর ও বাস্তবে কর তখন তোমরা ধর্ম্মদানের অধিকারী হবে। তা' তো তোমরা করোনি, করোও না। তাই তোমরা মানুষের মনে দাগ কাটতে পার না। তোমাদের হয়েছে পেশাদার কথক-ঠাকুরের মত অবস্থা। কথক-ঠাকুরেরা ভাগবত পাঠ করে পেটের জন্য, বউ-ছাওয়ালের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য। তোমাদের অনেকের কাছেই আমি মুখ্য নই। ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা তোমাদের অছিলা। ঐসব কথা ব'লে মানুষের কাছ থেকে মর্য্যাদা, সম্মান, সুখসুবিধা ও অর্থ আহরণ করাই অনেক ঋত্বিকের উদ্দেশ্য। আমি বলি—তোমাদের সত্তা যদি ইষ্টের রঙে রঙ্গিলই না হ'য়ে ওঠে, তাঁকে নিয়ে মত্ত-মসগুল হ'য়ে তোমাদের আত্মস্বার্থ প্রতিষ্ঠার বুদ্ধি যদি গায়েব না হ'য়ে যায়, তবে তোমরা আমার কাছে এসে কিই-বা পেলে। আর তোমাদের সান্নিধ্যে এসে মানুষ কিই-বা পেতে পারে? আমার কথায় রাগ ক'রো না লক্ষ্মী! তোমরা মানুষ না হলে আমারও সুখ নেই, দুনিয়ার মানুষেরও পথ নেই। ধীইয়ে, সমঝে বুঝে চলো। আমি কিন্তু তোমাদের মুখের দিকে চেয়ে আছি। তোমাদের ভিতর-দিয়ে যুগ-যুগ ধ'রে মানুষ যেন পরমপিতার স্পর্শ পায়। ভুলে যেও না যে, তোমরা পরমপিতার চিহ্নিত জন। তাই তিনি দয়া ক'রে তোমাদের এখানে টেনে এনেছেন। দৃষ্টিটা সবসময় তাঁতে নিবদ্ধ রেখো, তাহ'লেই সাময়িক আত্মবিস্মৃতি ও আবোল-তাবোল চলন ঘুচে যাবে।

প্রফুল্ল—কিভাবে সর্ব্বক্ষণ তাঁতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জানবে, ইষ্টই যা'-কিছু হ'য়ে আছেন। তিনিই তোমাদের প্রাণ-পুরুষ। নাম-নামীকে নিয়ে থাকবে, প্রবৃত্তি-চাহিদাকে নির্ম্মমভাবে উপেক্ষা ক'রে, শরীর-মনকে ইষ্টের ইচ্ছাপূরণে ও তাঁর ঈপ্সিত চলনে বাস্তবভাবে ব্যাপৃত রাখবে। এই হ'লো মোক্ষম তুক। ক'রে দেখো, এতে শত দুঃখের মধ্যেও মহা আনন্দে থাকবে। তোমাদের সত্যিকার স্বার্থ কী, তা' তোমরা না জানলেও পরমপিতার দয়ায় এই বেকুব বামুন ভালভাবেই জানে। তাই তার কথা বেকুবের

মত মেনে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ।

কালিদাসদা (মজুমদার) এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। সবাই অঘবিনাশন প্রায়শ্চিত্ত-অন্তে এখন যেন নিজেদের অপরাধমুক্ত মনে করছেন। তাদের চোখ-মুখ যেন চিত্তশুদ্ধিজনিত এক সুবিমল প্রসন্নতার প্রভায় সমুদ্ভাসিত।

সবাই দলবদ্ধভাবে প্রায়শ্চিত্ত করায় শ্রীশ্রীঠাকুরও এখন বেশ হাশিখুশি। তৃপ্তিভরে বলছেন—যাদের শাস্ত্রে এমনতর বিধান থাকে, তাদের সমাজের বাঁধন, নীতিজ্ঞান ও দায়িত্ববোধ কতখানি গভীর ও সুদৃঢ় ভেবে দেখ। আমি যে বলেছি—তুমি ঠিক-ঠিক জেন যে, তুমি তোমার, তোমার নিজ পরিবারের, দশের এবং দেশের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য দায়ী—এটাই হ'ল ভারতীয় সমাজতত্ত্ব ও সমাজতন্ত্রের ভিত্তিপ্রস্তর। আমার বোধ এমনতর। যখন আমরা এই দায়িত্ব এড়িয়ে চলি, তখন সমাজ-শাসন আমাদের রেহাই দেয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে সক্রিয় ভালবাসা দানা বেঁধে না উঠলে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ কিছুতেই দৃঢ় ভূমির উপর দাঁড়াতে পারে না। তবে ভালবাসা যদি শ্রেয়-কেন্দ্রিক না হয়, তবে তার যথাযথ বিকাশ ও বিস্তার ঘটে না। তাই আমাদের ঋষিরা অত ক'রে বলে গেছেন "মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আচার্য্যদেবো ভব, অতিথিদেবো ভব।" কয়েকটা টোটকা কথা, কিন্তু এর মধ্যেই সবকিছু আছে। আমি বলি—ভক্তির জয়গান গাও, সেবার জয়গান গাও। এখানে বেয়োনেট নেই, বন্দুক নেই, শাসনসংস্থার লৌহ-দণ্ড নেই, কিন্তু আছে মানুষের মহত্তর সত্তাকে উদ্বোধিত করে তোলার অমোঘ ব্যবস্থাপনা। দুষ্টু লোকের জন্য রয়েছে পারিবেশিক ও সামাজিক শাসন অর্থাৎ অসৎ-নিরোধের বিধান। ধর, তুমি দম্ভবশে একটা কৃষ্টিঘাতী কাজ করেছ এবং আত্মসমর্থন ক'রে চলছ তখন তোমার বন্ধুবান্ধব যদি তোমার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ ক'রে দেয়, তোমার ধোপা-নাপিত যদি তোমাকে ত্যাগ করে, তুমি যদি একঘরে হ'য়ে পড়, তখন জেল-জরিমানা থেকে তা' কি আরো কার্য্যকরী সংশোধনী ব্যবস্থা-স্বরূপ হ'য়ে দাঁড়ায় না? কিন্তু তুমি অনুতপ্ত হ'লে আবার সবাই তোমাকে বুকে তুলে নিতে প্রস্তুত। এ সমাজ যুগপৎ বজ্রকঠোর ও কুসুমকোমল। কত এর মহিমা! স্বতঃস্বেচ্ছভাবে প্রায়শ্চিত্ত করবার প্রবৃত্তি মানুষের বুদ্ধি-নৈর্ম্মল্যের লক্ষণ। পরমপিতার দয়ায়, তোমাদের ভিতর সাত্ত্বিকী বুদ্ধির স্ফুরণ হচ্ছে—এ বড় আশার কথা। আমাদের ঋষি, মহাপুরুষ, বাপ, বড়বাপের কথা যখনই ভাবি তখনই মনে হয় চব্বিশ ঘণ্টা নতজানু হ'য়ে বারংবার তাঁদের কেবল প্রণাম করি। সাধে কি অর্জ্জুন বলেছিলেন—

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে,
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং,
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥"

(তুমি সব অর্থাৎ সকলের আত্মা—তাই তোমাকে সামনে, পিছনে, সকল দিকেই প্রণাম করিতেছি। তোমার শক্তির সীমা নাই, তোমার বীরত্বের পার নাই, তুমি সারা জগৎ ব্যাপিয়া আছ, তাই তোমাকে সর্ব্ব বলিয়া বলিতেছি।)

আমাদের সমাজে সুকেন্দ্রিকতা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও সমাজ-সচেতনার যে শুভ মেলবন্ধন ঘটেছিল, তার যথাযথ জাগরণ যদি আবার হয় তবে জগৎ দেখে নেবে —মানুষের জীবনটা কি সুন্দর, কি অপূর্ব্ব! আমি যেমনটা চাই সৎসঙ্গ যদি তেমনি ক'রে জেগে ওঠে তবে "ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।" আমি শুধু ভারতের গৌরবের কথাই ভাবি না, আমি চাই ভারতকে দিয়ে পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ, প্রত্যেকটি সমাজ, প্রত্যেকটি ব্যক্তি দিব্যগৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত হোক, আর তার পুরোধা হয়ে দাঁড়াও তোমরা অর্থাৎ সৎসঙ্গের ঋত্বিক্, অধ্বর্য্যু ও যাজক যারা তারা। সঙ্গে-সঙ্গে, সৎসঙ্গীরা তার জন্য যোগান দিয়ে চলুক এন্তার। মানুষকে সুখী করার জন্য তোমরা হন্যে হ'য়ে লেগে যাও। এই নেশা যেদিন তোমাদের ছেড়ে যাবে সেদিন তোমরা পথকুক্কুরের মত লেলিহান হ'য়ে উঠবে ভোগের আকাঙ্ক্ষায়, কিন্তু প্রকৃত জীবন-উপভোগের স্বাদ লহমার তরেও মিলবে না। হাজার খেয়ে-পরেও তোমরা ভিতরে-বাইরে শুকিয়ে উঠবে। সেদিন তোমরা দুনিয়ার দরবারে দেউলিয়া। কী তোমাদের কাম্য তা' ভেবে দেখো এবং তা' যাতে অধিগত হয় সেই পথে চ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর চকিতে চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত ক'রে পাঞ্চজন্য নিনাদে কম্বুকণ্ঠে আবৃত্তি করলেন—

"কবে প্রাণ খুলে বলিতে পারিব—
পেয়েছি আমার শেষ!
তোমরা সকলে এসো মোর পিছে,
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগো রে সকল দেশ!"

সবাই এখন মনোমন্দিরের বহির্দ্বার রুদ্ধ ক'রে অন্তররাজ্যে বিচরণশীল। 'চরৈবেতি চরৈবেতি'। এই অতন্দ্র অগ্রযাত্রা এখন মনের মণিকোঠায়—গভীর হ'তে গভীরতরে—জ্যোতির্বিভাসিত, ধ্বনিরণিত, অক্ষয় আনন্দলোকে।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এসে বসলেন। অনেকেই কাছে উপস্থিত।

এমনি সময় কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) স্থানীয় সাবডিভিশনাল অফিসার সহ আসলেন। একখানি চেয়ার এনে দেওয়া হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে ভদ্রলোক চেয়ারে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—দাদা কবে এসেছেন এখানে ?

কেষ্টদা—উনি দেওঘরের এস, ডি, ও সাহেব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেদিন তাহ'লে আপনি এর কথাই বলছিলেন আমাকে ?

কেষ্টদা—আজ্ঞে হ্যাঁ! ধর্ম্ম ও কৃষ্টির উপর ওর একটা সহজ ও স্বাভাবিক নতি আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—ঐ তো রাজলক্ষণ! শ্রদ্ধাই মানুষের মূল সম্পদ। এ যার থাকে, সে কৃতী হয়, সার্থক হয়। সে শুধু নিজে সার্থক হয় না, তার চারিত্রিক দৃষ্টান্তে অন্যেও সার্থকতালাভের প্রেরণা পায়। চরিত্রই চারায় কিনা! তাই চরিত্রবান মানুষ প্রতিপদক্ষেপে অজ্ঞাতসারে লোকের উপকার ক'রে চলে। সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাঁরা, তাঁরা যদি শ্রদ্ধার্হ চরিত্রের অধিকারী হন, তাহ'লে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধার দৌলতে অনেকেই আপসে আপ ভাল হ'য়ে ওঠে।

এস, ডি, ও—আমি অত্যন্ত সাধারণ মানুষ। কাজের কাজ কিই বা করতে পারি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বলি—আপনি জনসাধারণের আপনজন হ'য়ে উঠুন। তাদের যাতে সব দিক দিয়ে ভাল হয়, তেমনভাবে ভাবুন, বলুন, চলুন, করুন, এই চলার তোড়ে, সেবার তোড়ে আপনার ভিতর আপনার মত ক'রে ভগবত্তা জেগে উঠবে। তখন আপনি যেখানে যাবেন, সেখানেই লোকহৃদয়ের অধীশ্বর হয়ে উঠবেন। যে আত্মশাসনে নিজেকে শিষ্ট ক'রে তোলে এবং সক্রিয়ভাবে লোকস্বার্থী হ'য়ে চলে, সেই প্রকৃত শাসক হয়ে ওঠে। সে জানে কেমন ক'রে শিষ্টের পালন-পোষণ ও দুষ্টের শাসন-সংযমন করতে হয়।

এস, ডি, ও—আপনার কথার ভিতর-দিয়ে আমার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটা নতুন আলোক পেলাম। এই বিষয়ে আপনার কাছ থেকে উপদেশ নেব ব'লে ভেবেছিলাম, কিন্তু কথাচ্ছলে আপনি সহজভাবে যা' বললেন, তা' আমার সারাজীবনের পাথেয় হ'য়ে থাকবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার আগ্রহই পরমপিতার দয়াকে আলোড়িত ক'রে এই মূর্খের মুখ দিয়ে যা' বলাবার বলিয়ে নিয়েছে। প্রত্যেকের ভিতর-দিয়েই পরমপিতা এক-একভাবে উঁকি মারেন, তাই সবাইকেই আমার ভাল লাগে, দেখতে ইচ্ছা করে। কিন্তু অপটু শরীর নিয়ে স্থবিরের মত এক জায়গায় প'ড়ে থাকি, কোথাও যেতে পারি না। তবু পরমপিতার দয়ায় জায়গায় ব'সে যে দশজনের মুখ দেখতে পাই, সেটা একাধারে আমার প্রতি পরমপিতার অনুগ্রহ ও লোক-অনুগ্রহ বলেই মনে করি।

এস, ডি, ও—এমন আন্তরিক ভালবাসার স্পর্শ পাওয়াই পরম সৌভাগ্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর অন্য কথা তুললেন। কেষ্টদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আমাদের

সব কথা দাদাকে বলেছেন ?

কেষ্টদা—আজ্ঞে হ্যাঁ! পাবনার কথা, এখানকার বর্ত্তমান পরিস্থিতি, আপনার ভাবধারা ও কর্ম্ম-পরিকল্পনা ইত্যাদি সম্বন্ধে সংক্ষেপে মোটামুটি সব কথাই বলেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালই করেছেন। দাদার সব কথা জানা থাকা ভাল।

এস, ডি, ও—আমার যা' সাধ্য আছে, তা' করব।

এরপর তিনি প্রণাম ক'রে বিনীতভাবে বললেন—আজ্ঞা হয়তো এখন উঠি।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—কিই বা বলি! আপনারা কাজকামের মানুষ! মানুষ আসলে ভাল লাগে, কিন্তু যাবার সময়, কেন জানি না, মনটা কেমন যেন দমে যায়। মায়া আমাকে বড় কষ্ট দেয়। যা হো'ক, ফাঁক পেলেই চ'লে আসবেন।

এস, ডি, ও অভিভূত কণ্ঠে বললেন—হ্যাঁ! তারপর ধীর পদক্ষেপে প্রস্থান করলেন।

তিনি দৃষ্টিবহির্ভূত না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুর স্নেহকোমল দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর একবার তামাক খেলেন। তারপর গামছা দিয়ে মুখ মুছলেন।

মুখ মোছার পর সরোজিনীমা গামছাটা গাড়ুর উপর রাখলেন। রাখতে গিয়ে গামছাটা একদিকে একটু ঝুলে পড়েছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রোজ যেভাবে রাখিস্, কেমন সুন্দর দেখায়। সেইভাবে গুছিয়ে রাখ্। নিজের কোনরকম ত্রুটিকেই প্রশ্রয় দিতে নেই। প্রশ্রয় দিলেই অভ্যাস খারাপ হ'য়ে যায়।

সরোজিনীমা—মনটা একটু অন্যমনস্ক ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনটা যাঁকে দেবার তাঁকে দিয়ে ফেললে, ঐ টানে শায়েস্তা হ'য়ে যায়। শরীরও মনের অনুগত হ'য়ে দুরস্ত হ'য়ে ওঠে। তাঁর প্রীণনপোষণের ধান্ধায় সুস্থ থাকে ও যেখানে যেমন বিহিত সেখানে তেমনভাবে ক্রিয়া করে। তাই ভুল হওয়ার পথে কাঁটা প'ড়ে যায়। অন্যমনস্কভাবেও ভুল হয় কম।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য ও মিত্র), দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), হরেনদা (বসু), রাধারমণদা (জোয়াদ্দার) প্রভৃতি সমবেত ভক্তবৃন্দকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—আজকে যে ব্যাপারের দরুন প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'লো, সে ব্যাপারটা খারাপ হ'লেও, সকলে মিলে প্রায়শ্চিত্ত করাটা ফলপ্রসূ হবে ব'লে মনে হয়। আশা করি এ থেকে সবাই করণীয় সম্বন্ধে অবহিত হবে। আমার যৌবনকালে এ-সব নিজে করতাম। সবসময় নিজের উপর ফেলে ভাবতে হয়। আমি এই অবস্থায় পড়লে কী চাইতাম। সেইভাবে চলতে হয়। নিজেকে যদি ভালবাসি, নিজে যদি বাঁচতে চাই, প্রীতিপ্রদ ব্যবহার পেতে চাই, সুখী হ'তে চাই, তবে মানুষ, গরু, পোকামাকড়, গাছপালা,

আলো, বায়ু, জল, মাটি সবকিছুকে ভালবাসতে হবে, আদর করতে হবে, সুখসন্দীপ্ত ও পোষণপুষ্ট করতে হবে আমার ঠাকুরেরই বিচিত্র অবয়ব জ্ঞানে, আর এটা শুধু ভাবায় বা বলায় নয়—হাতেকলমে গা-গতর খাটিয়ে। মানুষ-জীবনের তাৎপর্য্য ও মাধুর্য্য যে উপলব্ধি করতে চায়, তাকে এ করতেই হবে—নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও অধিকার-অনুযায়ী। এই চলার আরো আরোর অন্ত নেই। একেই বলে ভাগবত জীবন অর্থাৎ সুকেন্দ্রিক সেবা-সর্ব্বস্ব জীবন।

দক্ষিণাদা—বেশীর ভাগ মানুষই তো নিজের স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠা নিয়ে পাগলের মত ঘোরে। এ-সব কথা তাচ্ছিল্য করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে তারা সত্যিই পাগল—এক কথায় নিজের প্রকৃত সুখ ও স্বার্থহননে বদ্ধপরিকর। এদের মধ্যে তথাকথিত রজোগুণের প্রকাশ কিছুটা দেখা গেলেও, তামস বুদ্ধি অর্থাৎ বিপরীত বুদ্ধিই তাদের পরিচালক। বিধিকে ফাঁকি দেবার সাধ্য নেই কা'রও, তা' সে যত বড় মারাকুই হো'ক না কেন। পরিবেশকে দাবিয়ে যারা বড় হ'তে চায়, ব্যর্থতা ও অশান্তিই তাদের অখণ্ডনীয় ললাট লিখন। কোন মানুষের অন্তরেই তারা গভীরভাবে দাগ কাটতে পারে না। মেকি মানুষের আশপাশে কতকগুলি স্বার্থান্ধ, চাটুকার, কপটাচারী, চোর-চোট্টা জুটতে পারে, কিন্তু সাচ্চা লোক তাদের এড়িয়েই চলে। দুষ্ট লোকের চাটুবাদে তারা মোহিতও হ'তে পারে, কিন্তু সেই মোহই হয় তাদের কাল।..............হ্যাঁ! আপনি যে তাচ্ছিল্যের কথা বলছিলেন, করণীয় তাচ্ছিল্য করতে-করতে মানুষ করণীয় কী তাই-ই ভুলে যায়। ওটা ভাল কথা নয়। ওতে মানুষ কালে-কালে শিথিল-চৈতন্য, অবিবেকী হ'য়ে পড়ে, পাষাণ-হৃদয় হ'য়ে ওঠে, আপনজনের প্রতি যা' করণীয়, তাও finely ও efficiently (সূক্ষ্মতা ও দক্ষতার সঙ্গে) করতে পারে না। আগে আশ্রমে কি রকম ছিল! একজনের অসুখ করলে এত লোক পর-পর তার খবর নিতে আসতো যে রোগী নিজের অবস্থার কথা বলতে-বলতে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ত, তার বিশ্রাম আর হ'তো না। তখন রোগীর অবস্থার কথা বুলেটিনে লিখে তা'র ঘরের সামনে টানিয়ে দেওয়া হ'তো এবং নীচেয় লিখে দেওয়া হতো, যাতে কোন আগন্তুক তার বিশ্রামে ব্যাঘাত না ঘটায়। এতখানি সক্রিয় দরদ ছিল পরস্পরের পরস্পরের প্রতি।

দক্ষিণাদা—আমি একদিন আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, প্রথম আমলের সে পারস্পরিক ভাব-ভালবাসা ক্রমে ম্লান হ'য়ে আসছে কেন? আপনি বলেছিলেন, diluted হ'য়ে (গুলিয়ে) গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে করেছে আমার induction-এ (তাতানের ফলে)।

চাকিতে এক সংক্রামক আনন্দ-তরঙ্গ ছড়িয়ে গেল সর্ব্বত্র,

দেখবেন ধাঁজটা ঠিক আছে। তাদের কাছে তো অর্থলোভী মানুষ যায় কম, কারণ তাদের অনেকের হাতেই তো টাকার থলি নেই।

তীর্থপতিদা আমেরিকা যাবেন। তাঁর ভাই ত্রিবেণী প্রসাদদা আজ দীক্ষা নিলেন। ওরা দুই ভাই এবং হরিচরণদা (গঙ্গোপাধ্যায়) শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন।

করুণানিধির মমতামধুর আশিস্-দৃষ্টি ভক্তগণের যাত্রাপথকে মঙ্গলমণ্ডিত ক'রে তুলল।

সুরেশ ভাই (সাহা) খুব চটে এসে বাড়ীর সবার বিরুদ্ধে ঝুড়ি-ঝাড় নালিশ ক'রে চলল।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসন্ন মনে ধৈর্য্য-সহকারে মনোযোগ দিয়ে সব কথা নীরবে শুনছেন।

মাঝখানে মোহনভাই (বন্দ্যোপাধ্যায়) সুরেশকে সংক্ষেপে কথা শেষ করতে বলায় শ্রীশ্রীঠাকুর রাগতভাবে বললেন—তুই থাম্ না। ও ওর মনের কথা আমাকে খুলে বলতে এসেছে। আমাকে না বললে বলবে কাকে? বল্ সুরেশ! তুই বল্।

সুরেশ—আপনি তো আমাগের বাড়ীর কথা সবই জানেন। পুরোন কাসুন্দি আর কত ঘাটব?

শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার সহাস্যে বললেন—ঠিক কইছিস্। তুই করিৎকর্ম্মা মানুষ। তোরে তো মাঠে বসায়ে দিলি মাসে দুশো টাকা আয় করবার পারিস্। টাকা কামাই কর, দেখবি বাড়ীতে কত কদর বাড়ে যাবি তোর। এইবার ক' মরিচের চারা কতগুলি লাগাইছিস্।

সুরেশ—৫০টা।

মাত্র ৫০টা!—এই বলেই হেসে ফেললেন ঠাকুর।

সুরেশ—শুধু কি লংকা? লংকা, করলা, বেগুন, বরবটি, লাউ ইত্যাদি কত কি লাগাইছি। বাবুরা তো কেউ লেজ নাড়েন না। চাকরবাকরকে হুকুম ক'রেই খালাস। আমি গরুগুলির দিক নজর দেওয়ায় সেগুলির শিরি ফিরে গেছে। দুধও বেশী হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক্ষেতে গোবর সার দিস্ না?

সুরেশ—হ্যাঁ! তা'ছাড়া ঘুঁটে দেওয়া হয়। বাড়ীর কাজ চলে, বিক্রী করা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব ঠিকই তো করছিস্। বৈশ্যের ছাওয়াল। টাকা রোজগারের ব্যাপারে মাথা তো খেলে বেশ। ঝগড়া করলে মন-মাথা বিগড়ে যায়। শরীরও অবসাদগ্রস্ত হ'য়ে পড়ে। তাই কেউ তোকে উত্তেজিত করলেও ঝগড়ার মধ্যে যাবি না। অপরের সঙ্গে সুখদ সম্পর্ক বজায় রাখলে নিজেও সুখী হওয়া যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীলদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কলকাতার নার্শারীতে খুব বড় জাতের করলার বীচি পাওয়া যায় না?

সুশীলদা—হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি সুরেশকে এনে দেবেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ! এনে দেব।

শ্রীশ্রীঠাকুর গাত্রোত্থান করলেন।

প্যারীদা (নন্দী) ও বঙ্কিমদা (রায়) টর্চ্চসহ সঙ্গে গেলেন।

২৮শে শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩৫৫ (ইং ১৩।৮।১৯৪৮)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে শুভ্রশয্যায় তাকিয়া ঠেস দিয়ে অর্দ্ধ উত্তোলিত ডান হাতের তালুতে দক্ষিণ কর্ণ ও মস্তকের ভার স্থাপন ক'রে উত্তরাস্য হ'য়ে মনোমদ ভঙ্গীতে অর্দ্ধশায়িত হ'য়ে আছেন। ভক্তগণ অনেকেই এসে শুভ-প্রভাতে জীবনদেবতাকে সভক্তি প্রণাম নিবেদন ক'রে যাচ্ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখখানি হাসি-হাসি, চোখে করুণাঘন দৃষ্টি।

প্রায় সবাইকেই জিজ্ঞাসা করছেন—শরীর ভাল তো?

কাউকে-কাউকে তাদের কাজকর্ম্ম-সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছেন।

মনোহর সরকারদাকে সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন—কি রে চৌকি বানায়ে ফেলিছিস্ তো?

মনোহরদা মাথা চুলকোতে-চুলকোতে বললেন—কাল বিকালেই তো শুরু করেছি, এর মধ্যে শেষ হবে কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দূর পাগল! কাল বিকাল থেকে এখন পর্য্যন্ত ১৫।১৬ ঘণ্টা সময় চ'লে গেছে। মন্ত্রের মত যদি কাজ করতে না পারিস্ তা'হলে কী হ'লো? আমার আশ্রমের আবার সেই পুরাণো দিন ফিরায়ে আনতে ইচ্ছা করে। রাত-দিন জ্ঞান থাকবে না। কাজ করছি তো ক'রেই যাচ্ছি, শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত যেন নিঃশ্বাস ফেলারও অবকাশ নেই।

মনোহরদা—শরীরের তো একটা ধর্ম্ম আছে, ঠিকমত খাওয়া, ঘুম, বিশ্রাম এগুলি না হ'লে ভালভাবে কাজ করা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শরীরের যেমন ধর্ম্ম আছে, আত্মা বা সত্তারও তেমনি ধর্ম্ম আছে। পরমপিতার জন্য যদি কারও প্রাণ নেচে ওঠে, তখন যে সে কী পারে আর কী না পারে তার কোন লেখাজোখা নেই।

মনোহরদা আর একবার প্রণাম ক'রে উৎসাহের সঙ্গে বললেন—আমি এখনই গিয়ে লাগছি, কাজ শেষ ক'রে তারপরে নাব, খাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এইরকম কথা শুনলে আমার মন মেতে ওঠে। টনিক খেলে শরীর যেমন তরতরে হ'য়ে ওঠে, এতেও তেমনি হয়।

বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন। উঠতে-উঠতে বললেন

—ওর দৃঢ় সঙ্কল্প-সূচক কথায় যে সুখ পেলেম তাই যেন আমাকে কাৎ হওয়া অবস্থা থেকে অজ্ঞাতসারে উঠিয়ে বসিয়ে দিল। সক্রিয় ভালবাসা এমন জিনিস যে তার প্রভাব সদ্য-সদ্য বোধ করা যায়।—ব'লেই শ্রীশ্রীঠাকুর আনন্দে ডগমগ হ'য়ে উঠলেন।

চকিতে এক সংক্রামক আনন্দ-তরঙ্গ ছড়িয়ে গেল সর্ব্বত্র।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), বঙ্কিমদা (রায়), প্রমথদা (দে), প্যারীদা (নন্দী), সরোজিনীমা প্রভৃতি ঘরের মধ্যে ছিলেন।

এক অকারণ উল্লাস যেন পেয়ে বসলো সবাইকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এক ছিলিম লাগাও প্যারীচরণ।

প্যারীদা ত্বরিত ছন্দে তামাক সেজে এনে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সবার দিকে চেয়ে হাসতে-হাসতে বললেন—দেখেন উৎসাহ-আনন্দ জিনিসটা কেমন ছোঁয়াচে। প্যারী কিন্তু অন্যদিন এত তাড়াতাড়ি তামাক সেজে দিতে পারে না।

প্যারীদা আত্মপ্রসাদের স্মিত হাসি হাসছেন।

একটু পরে সুশীলদা জিজ্ঞাসা করলেন—এমন ধরণের মন্ত্র নাকি আছে যা' পাঠ ক'রে পাঠক সবার সামনে থেকেও অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে! কথাটা অনেকটা আজগবী মনে হয়। অবশ্য সামনের লোকগুলিকে হিপনোটাইজ ক'রে হয়তো এমন করা সম্ভব হতে পারে। নইলে একটা জলজ্যান্ত মানুষ সবার সামনে উপস্থিত থেকেও সবার কাছে অদৃশ্য হ'য়ে থাকবে কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—লেজা-মুড়ো বাদ দিয়ে ভাবলে কোন জিনিসেরই কার্য্যকারণ সম্পর্ক বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বোঝা যায় না। যে-ব্যাপারে যা' করণীয় তা' কাঁটায়-কাঁটায় accurately (যথাযথভাবে) না করলে ব্যাপারটা বাস্তবায়িত হয় না। আপনি যে হিপনোটিজম্ ব'লে জিনিসটাকে অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য ব'লে উড়িয়ে দিতে চাচ্ছেন, এটা ঠিক নয়।

সুশীলদা—জ্ঞান-বুদ্ধির উপর দাঁড়িয়ে এটা বিশ্বাস করাও তো কঠিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধরুন, এখানে একতাল বরফ আছে, তা' আপনি দেখতে পাচ্ছেন, বরফটা গ'লে যখন জল হ'য়ে যাবে, তখনও আপনি তা' দেখতে পাবেন। কিন্তু তাপের দরুন তা' যদি অতি সূক্ষ্ম বাষ্পের আকার ধারণ করে তখন কি আপনি তা' দেখতে পান? মানুষের স্থূল শরীরের পিছনে আছে তার সূক্ষ্ম শরীর। সূক্ষ্ম শরীরের পিছনে আছে তার কারণ-শরীর বা লিঙ্গ-শরীর। স্থূল শরীরকে লিঙ্গ-শরীরে রূপান্তরিত করার কায়দা-কৌশল অধিগত ক'রে যদি কেউ আপনার সামনে তা' বাস্তবে সংঘটিত করতে পারে, তাহলে যেহেতু আপনি জিনিসটা বুঝতে পারেন না সেইজন্যই কি আপনি বলবেন ব্যাপারটা একটা বুজরুকি? আমার মা বলতেন—

"যেখানে দেখিবে ছাই
উড়াইয়া দেখ তাই
মিলালে মিলিতে পারে অমূল্য রতন।"

তাই ভাল ক'রে না ভেবে-চিন্তে কোন জিনিস ignore (উপেক্ষা) করা যুক্তিযুক্ত নয়। আমরা জানিই বা কতটুকু; বুঝিই বা কতটুকু যে, যা' আমাদের মাথায় ধরে না, তাকেই আমরা নস্যাৎ ক'রে দেব? অবশ্য তাই ব'লে যুক্তিবিচার ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী বাদ দিয়ে আবোল-তাবোল সবকিছুকে মেনে নেওয়াও সুবুদ্ধির পরিচায়ক নয়।
